হানাফী ও তথাকথিত আহলে হাদীস এর সাথে

“রাফউল ইয়াদাইন”

নিয়ে চুলচেরা চমৎকার কথোপকথন

হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার

মুলঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুহাম্মাদী

অনুবাদ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার

মূল:
শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুহাম্মাদী

অনুবাদ:
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকাল:
২১ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ১০ রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরী

মূল্য:
৯০ (নব্বই) টাকা মাত্র।

Hanafi O Ahle Hadis Shomasar
By: **Shekh Muhammad Ismail Muhammadi**
Translates By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 90/- Tk Only.

গায়রে মুকাল্লিদঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু! ভাই কি অবস্থা?

হানাফীঃ ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু! ভাই আল্লাহর মেহেরবাণী, আপনার দুআতে আছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ পূর্বে আমার এক একজন বন্ধুও আপনার সাথে কয়েকটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছিল। সে যথেষ্ট খুশি। একটি মাসআলাতে আমি সান্তনা পাচ্ছিনা। যথেষ্ট বইও পড়েছি। উলামায়ে কেরামের ওয়াজও শুনেছি।

হানাফীঃ কোন মাসআলা আপনার হল হচ্ছেনা? পৃথিবীতে এমন কোন মাসআলা নেই যা হল হয়না। বলুন!

গায়রে মুকাল্লিদঃ মাসআলাটি ব্যাপক আলোচিত। আমরা আহলে হাদীস যাদেরকে আপনারা গায়রে মুকাল্লিদ বলেন, নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করে, আপনারা হানাফীগণ তা করেন না। মুশকিল হল, আপনারা অনেক কঠোরভাবে তা অস্বীকার করেন, আর আমাদের বন্ধুগণ সর্বদা একে সুন্নাত প্রমাণ করে, তার দাওয়াত দেয়, আর এই রফয়ে ইয়াদাইন আহলে হাদীসের প্রকাশ্য আলামত।

হানাফীঃ ভাইজান! দুনিয়াতে এমন আনেক মাসআলা রয়েছে, যার উপর আনেক বহস মুবাহাসা আলোচনা হয়। কিন্তু কিছু মুবাহাসা নিয়ম কানুন পরিপন্থি হয়, তার দ্বারা কোন লাভ হয় না। যে আলোচনা নিয়ম কানুন অনুযায়ী হবে, তা দু'পক্ষের জন্য উপকার হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরাও তো নিয়ম কানুন অনুযায়ী আলোচনা করার পক্ষে। আর সে নিয়ম কানুন কি?

হানাফীঃ দেখুন! আমরা পরামর্শক্রমে যে নিয়ম কানুন অনুসারে আলোচনার সিদ্ধান্ত হবে, তা থেকে পালায়ন করা তার বিপরীত করা উচিত নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইনশাআল্লাহ! সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়ম কানুন অনুসারে আলোচনা থেকে পালায়ন করব না। তারপরও কোন না কোন ফলাফল বের হবে।

হানাফীঃ রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলায় সর্বপ্রথম স্থান নির্ধারণ করতে করতে হবে, কোথায় করতে হবে এবং কোথায় করতে হবে না। দ্বিতীয় নাম্বার হলো, হাত কোন পর্যন্ত উঠাতে হবে? তৃতীয় নাম্বার হলো, এ কাজটা রাসূল সাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার শেষ জীবন পর্যন্ত প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ একে সুন্নাত প্রমাণ করতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইনশাআল্লাহ! সে রকমই হবে।

হানাফীঃ দ্বিতীয়তে যখন দু'পক্ষেরই হাদীস পেশ করা হবে, তখন কোন হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ প্রাধান্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়তে, সহীহ হাদীসকে গায়রে সহীহ হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। তৃতীয়তে, বর্ণনা ও হাদীসের আধিক্যতা দেখা হবে, যে পক্ষের হাদীস বেশী হবে, তার কথা গ্রহণ করা হবে ও মেনে নেওয়া হবে।

হানাফীঃ ভাই সাহেব! এ সকল নিয়ম কানুন যদি আপনি বিসমিল্লাহ পড়েই ভেঙ্গে দেন, তবে আপনাকে কে মানাবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ সকল নিয়ম কানুন তো আমিই বলছি, তবে তা ভাঙ্গব কিভাবে?

হানাফীঃ দেখুন! আপনারা কুরআন ও হাদীসের নাম নিয়ে শুরু করেন, কিন্তু শেষে এ কথার উপর শেষ করেন যে, অমুকে এ রকম বলেছে, তমুকে এ রকম বলেছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ কথা তো সঠিক! আমরা কুরআন ও হাদীস ব্যতিত কাউকেই খাতের করিনা। শুধু এবং শুধু কুরআন ও হাদীসের কথা বলি। যখন হাদীস পেয়ে যায়, তবে তার উপর জান দিয়ে দেয়। মারা যাই তারপরও হাদীস ছাড়িনা। এটা আহলে হাদীসের উসূল, নিয়ম। আমরা কিভাবে বলি যে, ইহা অমুকে বলেছে?

হানাফীঃ ভাই সাহেব! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই ওয়াদার উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ওয়াদা খেলাফ করা তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকের আলামত বলেছেন। আমরা আহলে হাদীস কিভাবে ওয়াদা খেলাফি করতে পারি?

হানাফীঃ ভাই! আমি আরয করছিলাম যে, রফয়ে ইয়াদাইন কত জায়গায় করেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা আহলে হাদীস ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়। ২. রুকুতে যেতে। ৩. রুকু থেকে মাথা উঠাতে। ৪. দ্বিতীয় রাকাত থেকে তৃতীয়

রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় রফয়ে ইয়াদাইন করি এবং ইহা কাঁধ পর্যন্ত করি। এটা আমাদের আমল।

হানাফী: আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফী নামাযের শুরুতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করি। ইহা ব্যতিত ব্যাপকভাবে নামাযে কোথায়ও করিনা।

গায়রে মুকাল্লিদ: নামাযের শুরুতে এ রফয়ে ইয়াদাইন করা এবং পূর্ণ নামাযে না করা হাদীস থেকে দেখাতে হবে। হাদীসও হতে হবে এবং সহীহও হতে হবে।

হানাফী: ভাই সাহেব! কি হয়ে গেল? এখন থেকেই আবেগ তেজ দেখানো শুরু করে দিলেন। কথা তো অনেক আগে সামনে বাড়তে দিন। হিম্মত ও উদ্দীপনা রাখুন। ধৈর্য ধারণ খুব ভাল জিনিস।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমার মনে হয় রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যাক।

হানাফী: ভাই! প্রথমে যে নিয়ম কানুন বলেছেন, তা দেখে নিন।

গায়রে মুকাল্লিদ: বন্ধু! আপনি বার বার নিয়মের কথা বলছেন। আমরা আপনার নযরে নিয়ম কানুনহীন লোক মনে হয়?

হানাফী: আমার ভাই! পেরেশান হচ্ছেন কেন? এখনি জানা যাবে যে, আপনারা নিয়ম কানুন পালনকারী লোক না কি নিয়ম কানুনহীন লোক।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমাদের কানুন সঠিক। কোন হানাফী তাদেরকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সমস্ত হানাফী একত্র হলেও আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবেনা।

হানাফী: আমার ভাই! যে ঘর থেকে কসম খেয়ে আসবে যে, আমি খিয়াল করে কথা শুনবনা। যদিও শুনি তবে মানবনা। তবে তাকে হানাফী কেন? জনাব রাসূলূল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানাতে পারবেনা। যার উদাহরণ অগণিত।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমাদের প্রথম উসূল নিয়ম হলো, মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস (অর্থাৎ যাকে ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. তাদের সহীহ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।) এর উপর অন্য কোন কিতাবের বর্ণনাকে একেবারেই প্রাধান্য দেয়না। আর বুখারী ও মুসলিম কিতাবের মোকাবেলায় অন্য কিতাবকে মানিনা।

হানাফীঃ ভাই জান! এখনই প্রমাণ হবে, আমি মাসআলা পেশ করব, আপনি সত্যায়িত করেন না কি প্রত্যাখ্যান করেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই বর্ণনা করুন।

হানাফীঃ আমার ভাই! ভাবুন, বুখারী শরীফে ১/৩৫, মুসলিম শরীফে ১/১৩৩ পৃষ্ঠাতে দাঁড়িয়ে প্রশাব করার কথা উল্লেখ আছে। আর এ দু'কিতাবে বসে প্রশাব করার কথা নেই। বসে প্রশাব করার কথা তিরমিমি শরীফ ৩/৯ এ দাঁড়িয়ে প্রশাব করা থেকে নিষেধ নামক অধ্যায়ে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, দাঁড়িয়ে প্রশাব করা যুলুম। হযরত ওমর রাযি. কে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আগামী থেকে দাঁড়িয়ে প্রশাব করবে না। হযরত ওমর রাযি. বলেন, আমি তারপর আর দাঁড়িয়ে প্রশাব করিনি। (তিরমিযি ১/৪৪) হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রশাব করেছে বলে বলবে তার কথা বিশ্বাস করবে না। এখন আপনার কানুন মোতাবেক ইনসাফ করুন যে, বুখারী ও মুসলিমে তো বসে প্রশাব করার হাদীস নেই। তবে তা তিরমিযি শরীফে আছে। সমস্ত উম্মত বুখারী ও মুসলিম এর মুত্তাফাক হাদীস ছেড়ে বসে প্রশাব করে। আর এর উপর উম্মতের ইজমা। আপনার কি ধারণা? যে সকল ইংরেজ দাঁড়িয়ে প্রশাব করে, তারা আপনার কানুন মোতাবেক পাক্কা আহলে হাদীস হবে। আর যে সকল মুসলমান বসে প্রশাব করে, তারা হাদীস অস্বীকারকারী হবে। বিশেষভাবে ইমাম তিরমিযি রহ. যিনি ইমাম বুখারীর ছাত্র। এবং বুখারীর খেলাফ হাদীস নকল করেছেন। তার ব্যাপারে আপনার কি ফতওয়া? তা প্রকাশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি কথা পেশাবের দিকে কেন নিয়ে গেলেন? কথা তো রফয়ে ইয়াদাইনের ছিল।

হানাফীঃ ভাই জান! আপনি প্রতিদিনই প্রশাব করেন, তবে কিভাবে? বসে না কি দাঁড়িয়ে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ বসে।

হানাফীঃ কেন? এটা তো বুখারী মুসলিম এর মুত্তাফাক আলাইহি মাসআলার খেলাফ আমল। আপনি আল্লাহর জন্য আপনার কানুন ভঙ্গ করবেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দাঁড়িয়ে প্রশাব করেছিলেন, তা অপারগতার জন্য ছিল, হাশিয়াতে (টিকাতে) তা লেখা আছে।

হানাফীঃ আমার ভাই! প্রথমে আপনি বলেছিলেন যে, আমি উসূল নিয়ম কানুন মোতাবেক কথা বলব। এখন আপনি কুরআন হাদীস ছেড়ে হাশিয়ার দিকে তাওয়াফ করা করছেন। যদি আপনি কুরআন, হাদীস ও উসূল মতে সত্যবাদি হন, তবে হাশিয়া ছেড়ে দিন। “অপারগতা” এর কথা শুধু হাদীস থেকে দেখান, এবং এ প্রশ্নের উত্তর দিন যে, ইমাম তিরমিযি ও অন্যান্য মুসলিমগণ হাদীস অস্বীকারকারী না কি অন্য কিছু? দাঁড়িয়ে প্রশাবকারী ইংরেজ আহলে হাদীস না কি না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! প্রশাব করার উদাহরণ ভাল নয়, অন্য কোন উদাহরণ দিন।

হানাফীঃ প্রিয়! যদি আপনার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর না থাকে, তবে অবশ্যই উত্তর দিতে পারবে না। তবে আমরা আরো কিছু উদাহরণ পেশ করছি। আপনি তা গ্রহণকারী হয়ে যান। আল্লাহ তা’আলা তা মানার তাওফিক দান করুন। শুনুন! আপনার যে সকল হাদীস বুখারী মুসলিমের মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের বর্ণনা ছেড়ে দেন, তা হলো, বুখারী শরীফে “এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া” পরিচ্ছেদ ১/৩১,৩২ এবং মুসলিম শরীফে অযুর বৈশিষ্ট বিষয়ে অন্য পরিচ্ছেদ ১/১২৩ এ হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অযু করার জন্য কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন, তখন একই আঁজলা থেকে দু’টি কাজই করতেন। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা করে আঁজলা পারি ভরতেন না। এখন কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জন্য আলাদা আলাদা আঁজলা পানি নেওয়ার হাদীস বুখারীতেও নেই, মুসলিমেও নেই। তবে হ্যাঁ ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণনা নকল করেন যে,

إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا

যদি এক আঁজলা থেকে কুলিও করে, নাকেও পানি দেয়, তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু যদি পৃথক পৃথক আঁজলা পানি ভরে তবে সেটা আমাদের নিকট অধিক পসন্দ। (তিরমিযি ১/১৪, এক আঁজলা থেকে কুলি করা ও নাকে পানে দেওয়া পরিচ্ছেদ।)

অর্থাৎ মুত্তাফাক আলাইহি এর যে হাদীস তার উপর আমল করা জায়েয তো আছে, তবে অধিক পসন্দনীয় আমল হলো, পৃথক পৃথক আঁজলা পানি নেওয়া। ফায়সালা আপনার উপর যে, ইমাম শাফেয়ী রহ. মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস ছেড়ে দিয়ে কি হয়েছেন? একটু ফতওয়া দিন এবং আপনার কানুন ফিট করুন।

আর শুনুন! জুতা পায় দিয়ে নামায পড়ার হাদীস বুখারী শরীফে “জুতা পায়ে নামায পরিচ্ছেদ” ১/৫৬, আর মুসলিম শরীফে দু’পায়ে জুতা পরিধান করে নামায আদায় জায়েয পরিচ্ছেদ ১/২০৫,২০৮ এ আছে। আর জুতা খুলে নামায পড়া না বুখারী শরীফে আছে, না মুসলিম শরীফে আছে। তবে আবু দাউদ শরীফে আছে। এখন যত গায়রে মুকাল্লিদ জুতা খুলে নামায পড়ে, বুখারী ও মুসলিমের মুত্তাফাক আলাইহি এর বর্ণনা ও হাদীস ছেড়ে আবু দাউদের হাদীসের উপর আমল করে। বলুন! ঐ সকল গায়রে মুকাল্লিদগণের উপর হাদীস অস্বীকারকারীগণ হওয়ার ফতওয়া দিবেন? যেভাবে হঠাৎ করেই আমাদের উপর ফতওয়া দেন।

বুখারী শরীফে “আযান শুরু পরিচ্ছেদ” ১/১৬৫, আর মুসলিম শরীফে “আযানের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ” ১/১৬৪ পৃষ্ঠাতে তারজী’বিহীন আযান দেই। আপনাদের মসজিদে তারজী’ ওয়ালা আযান দিয়ে মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের অস্বীকার করা হয়। আপনিই তো বলেছিলেন, আমাদের কানুন হলো, আমরা বুখারী মুসলিমের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেই।

এ মাসআলা ব্যতিত আরো অনেক মাসআলা রয়েছে, যাতে আপনারা বুখারী মুসলিম ছেড়ে পালিয়ে যান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! এ কানুনকে ছেড়ে দিন, রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলার উপর আলোচনা করি।

হানাফীঃ রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলার উপর আলোচনা নিয়ম কানুন অনুযায়ী হলে, ফায়দাজনক হবে। প্রথমে বলেছিলেন যে, নিয়ম কানুন অনুযায়ী হবে। এখন বলছেন যে, উসূল নিয়ম কানুন ছেড়ে দিতে। এটা কেন কি কারণে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ যে সকল জায়াগায় আমরা আহলে হাদীস রফয়ে ইয়াদাইন করি, আপনারা কেন করেন না?

হানাফীঃ আপনারা কোথায় কোথায় করেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনাকে প্রথমেই বলেছি যে, তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে মাথা উঠাতে, এবং দ্বিতীয় রাকাত থেকে তৃতীয় রাকাতে যেতে।

হানাফীঃ আমিও অনেক মুহাব্বতের সাথে প্রশ্ন করতে পারি, আপনারা সিজদাতে কেন রফয়ে ইয়াদাইন করেন না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আশ্চর্যের কথা! যখন আমরা সিজদাতে রফয়ে ইয়াদাইন করিনা, তখন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার কি প্রয়োজন?

হানাফীঃ জ্বী হ্যাঁ! এটা ঐ রকম আশ্চর্যের কথা! যেভাবে আমরা রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন করিনা। আর আপনারা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। আর আপনি সিজদাতে রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। আর আমরা আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি। রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়ার কারণে আপনারা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে আমরাও সিজদার রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়ার উপর আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ভাই! আমরা সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়। এ প্রশ্ন কেন করা হয়?

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! আমরাও রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়, তবে আমাদের কাছে এ প্রশ্ন কেন করা হয়?

গায়রে মুকাল্লিদঃ সিজদাতে রফয়ে ইয়াদাইন করা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। যদি প্রমাণিত হয়ও, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবন পর্যন্ত করেননি।

হানাফীঃ আমার ভাই! এ কথায় আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি তিনটি কথা বলেছেন, প্রথম কথা হলো, সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। আপনার এ কথা ভুল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কেন ভুল? কোন আহলে হাদীসে সিজদার হাদীসসমূহকে গ্রহণ করেননি।

হানাফীঃ মুহতারাম! এখনি দেখাব, একটু ধৈর্য ধারণ করুন!

গায়রে মুকাল্লিদঃ দ্বীনি মাসআলার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করব না। শিগগির দেখান যে, সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা কোন আহলে হাদীস গ্রহণ করেছে।

হানাফীঃ ভাই! আমার হাতে আপনাদের কিতাব "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" তার ৪ নং খণ্ডে ৩০৫,৩০৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

১. সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা সঠিক। বাঁধা প্রদানকারী ভুলকারী।
২. সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা হাদীস সহীহ।
৩. সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা যারা ছেড়ে দিয়েছে, তারা গাফলাত ও অলসতায় ছেড়ে দিয়েছে।
৪. এ রফয়ে ইয়াদাইন মানসূখ নয়। ইহা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল।

৫. এ রফয়ে ইয়াদাইনের উপর আমলকারী সাহাবায়ে কেরাম হলেন, হযরত ইবনে ওমর রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তারা এ আমল করতেন।

৬. এ রফয়ে ইয়াদাইন এর উপর আমল করলে একশত শহীদের সওয়াব পাওয়া যাবে।

৭. নিঃসন্দেহে এ রফয়ে ইয়াদাইনকে যিন্দাকারী মৃত সুন্নাতকে যিন্দাকারী।

৮. যে একে না জায়েয বলবে সে শরীয়তের ভেদ থেকে বঞ্চিত।

৯. যে এ রফয়ে ইয়াদাইন থেকে বাঁধা দিবে, সে হকের দুশমন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" থেকে আপনি যে হাওয়ালা দেখালেন, এটা আমাদের কোন গ্রহণযোগ্য কিতাব নয়।

হানাফীঃ ভাল! গ্রহণযোগ্য তো আপনাদের কোনটাই নয়। আর না আপনাদের গ্রহণযোগ্য কোন আলোম। যে কিতাব থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যের কথা পাওয়া যাবে, সেটাই গ্রহণযোগ্য। আপনাদের এটা অভ্যাস। নিজের যে আলেমের কথা পসন্দ হবে না, ততক্ষণাৎ বলে দিবে তাকে আমরা মানিনা। প্রথমে তাকে মানতো। তাদের পথপ্রদর্শকও বটে। যখন সে কিতাব লিখে দিল, হুবাহু সে সময়ই বেচারা মৌলভী অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এ জন্য গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভীদের জন্য আমার একটি পরামর্শ হল, কিতাব লিখে অগ্রহণযোগ্য হবে না। কিতাব লেখা ব্যতিতই গ্রহণযোগ্য থাকবে। আর এতে আপনাদেরই কল্যান রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা ঐ সকল আলেমদের কথা মানি, যে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক লেখে।

হানাফীঃ তবে এর উদ্দেশ্য হল যে, "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" এর লেখক সবকিছু কুরআন ও হাদীস এর বিপরীত লিখেছে। যখন আপনাদের উলামায়ে কেরাম কুরআন হাদীস এর বিপরীত লেখাকে ভয় পায় না। ভয়হীন লিখে চলে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি সে আহলে হাদীস হওয়া তো দূরের কথা সে কি ঈমান না কি না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ যা হোক, আমরা "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" এর কথা মানিনা।

হানাফীঃ ভাই জান! আপনারা যে তার কথা ও তাহকীক ছেড়ে দিয়েছেন, তো কোন তাহকীক মতে তা ছেড়ে দিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! আমরা কি কোন মুকাল্লিদ যে, প্রত্যেক কথা মেনে নিব। যে কথা ভাল লাগে তা গ্রহণ করি। আর যা খারাপ লাগে তাকে ছেড়ে দেয়।

হানাফীঃ এর উদ্দেশ্য হল যে, আপনাদের শুধু এবং শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসই খারাপ লাগে। কেননা "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" এর লেখক হাদীস পেশ করেছেন, আর আপনি বলছেন যে, আমরা খারাপ কথা কে ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ আপনি হাদীসকে খারাপ জেনেই ছেড়েছেন। হায় আফসোস! আল্লাহ খারাপ করুন ঐ জিদ ও হটকারীতাকে ব্যাপকভাবে সঠিক কথা থাক তো দূরের কথা, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মানতেও তা প্রাচীরের মত হয়ে যায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা মুকাল্লিদদের মত তাহকীক বিহীন কথা মেনে নেয়, তবে আমাদের ও মুকাল্লিদগণের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়? আপনারা তো তাহকীকবিহীন ইমামের তাকলীদ মেনে নেন। আপনাদের তো এটা বলা উচিত-

তাকলীদের মদে কি উন্মাদ করিল, না পয়গম্বরের লজ্জা থাকল, না খোদার ভয় থাকল

হানাফীঃ আমার ভাই! আপনি হিংসা ও ক্রোধের আগুনে ভুনা হয়ে গিয়েছেন। কথা তো চলছিল যে, আপনারা আপনাদের উলামাদের কথা তো দূরে থাক, পয়গম্বরের কথাও তো মানেন না। আর নিজেরা জাহেল হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের আলেমদেরকে জাহেল বলে তাদের তাহকীকের উপর জজ বিচারক হয়ে যান। তাই আমিও আপনাদের বিষয়ে এটা বলা উচিত বলে মনে করছি-

ইমামগণের অনুসরণহীন এই আহলে হাওয়া, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে হবে তাবাহ, ধ্বংশ

ফিকহের দুশমনির মিলেছে সাজা, না হাদীসের উপর আমল, না খোদার ভয়

গায়রে মুকাল্লিদঃ কিতাব গ্রহণযোগ্য তখন হবে, যখন উলামায়ে কেরামের সত্যায়ন থাকবে।

হানাফীঃ অর্থাৎ যখন উলামায়ে কেরামের সত্যায়ন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে লেখা কুরআনের আয়াত ও হাদীসও অগ্রহণযোগ্য থাকবে। ঐ সকল কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ উলামায়ে কেরামের সত্যায়নে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এর থেকে বেড়ে তাকলীদ আর কি হবে? ইহা ব্যতিত তাকলীদ কাকে বলে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! আপনি তাকলীদের কথা বাদ রাখুন, আমরা কারো তাকলীদ করিনা, চার ইমামের মধ্যে কারো কথা মানিনা।

হানাফীঃ ভাই জান! চার ইমামকে সঠিক জেনে ছেড়েছেন নাকি ভুল বুঝে ছেড়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ যদি সঠিক বুঝতাম তবে কেন ছাড়তাম? ভুল বুঝেই ছেড়েছি।

আবু হানিফা কখন বলেছে এটা ভাল, সর্বদা কর আমার তাকলীদ
কোথায়ও তিনি এমন বলেনি তার কিতাবে, কোথায়ও তা পাওয়া যায় না

হানাফীঃ আমার ভাই! যখন কেউ কারো তাহকীকের উপর প্রশ্ন করে, তখন প্রশ্নকারী সে নিজেকে বড় বুঝেই প্রশ্ন করে, আপনারা নিজেদেরকে চার ইমাম থেকে বড় মনে করেন, আর তাই তাদেরকে ভুল বলেন। আমার খেয়াল, আপনারা আরবী ইবারতও ঠিক করে পড়তে পারবেন না। যে সঠিকভাবে ইবারতও পড়তে পারে না। তারা চার ইমামকে ভুল বলে। এর থেকে বড় অজ্ঞতা আর কি হতে পারে? যদি প্রত্যেক কথাই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই মানতে হয়, তিনি ব্যতিত কারো কথা দলিলই না হয়, তবে আপনার কবিতার উত্তর এটা দিবনা?

রাসূল সা. কখন বলেছে এটা ভাল, কুরআন ব্যতিত বুখারীই শ্রেষ্ঠ
তবেই তো তাকলীদ থেকে তুমি গোপন, উলূল আমর থেকে নযর হটেছে
পড়বে তুমি বেআদবীতে বেহায়া, জাগায় জাগায় উঠাতে হবে অপমান

গায়রে মুকাল্লিদঃ "ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস" ওয়ালা বলে দিয়েছেন যে, সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল। আর তা করলে একশত শহীদের সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু তা তো ইমাম বুখারী বলেনি তাই না?

হানাফীঃ যদি ইমাম বুখারী রহ. ই এই হাদীসকে সহীহ বলেন তবে আপনাদের সাথে আমাদের কি চুক্তি?

গায়রে মুকাল্লিদঃ চুক্তি কি? ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসকে সহীহ বলতেই পারেনা।

হানাফীঃ এই নিন, ইমাম বুখারী রহ. এই রফয়ে ইয়াদাইনকে সুন্নাত লিখেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর লিখিত কিতাব "জুযউ রফউল ইয়াদাইন" যার উর্দূ অনুবাদ করেছেন গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভী খালেদ গিরজাখী। (বাংলা অনুবাদ

করেছেন, গায়রে মুকাল্লিদ আলেম খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান) তার ৬৬ পৃষ্ঠাতে বিদ্যমান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাত হওয়ার কথা ইমাম বুখারী রহ. এর নয়। বরং আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. এর।

হানাফীঃ প্রিয় দেখুন! ইমাম বুখারী রহ. এর এ বিষয়ে ইখলিতাফ মতভেদ হলে, তার কথাকে অবশ্যই রদ করতেন। আর তার কথার উপর প্রশ্নবিদ্ধ করতেন। ইমাম বুখারী রহ. এর ইখতিলাফ, মতভেদ না করা এবং চুপ করে অতিবাহিত অতিক্রম করে চলে যাওয়া তার সন্তুষ্টির প্রমাণ। যেভাবে উলামায়ে কেরাম বলেন, বয়ানের স্থানে চুপ থাকাই বয়ান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! দ্বীনের তাহকীক কেয়ামত পর্যন্ত হতেই থাকবে এবং উলামায়ে কেরামও করতেই থাকবেন। এখন নতুন কোন এমন আহলে হাদীস মুহাক্কিক নেই যিনি সিজদার রফয়ে ইয়াদাইনকে সহীহ বলবে।

হানাফীঃ আমার ভাই! এ জন্য আমরা বলি যে, আপনারা এক কথার উপর কখনই থাকেন না। প্রথমে ইমাম বুখারী রহ. এর হাওয়া চাইলেন, আমরা দেখিয়ে দিলাম। এখন নিজে মুহাক্কিকের কথা চাচ্ছেন। যখন দেখাব, তখন তাকেই অগ্রহণযোগ্য বলে টক্কর দিবেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যখন আমি নিজেই তা চাচ্ছি তখন টক্কর দিব কিভাবে?

হানাফীঃ মুহতারাম! যেভাবে প্রথমে হাওয়ালা চাওয়ার পর তা দেয়ার পরে টক্কর দিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন নতুন আলেমের হাওয়ালা দেখান তবেই যথেষ্ট।

হানাফীঃ আপনি বলছেন দ্বীনের তাহকীক কেয়ামত পর্যন্ত হতেই থাকবে। আমাদের নিকট দ্বীনের তাহকীক খায়রুল কুরূনে হয়ে গিয়েছে। দ্বীন কোন খেলনা নয় যে, যে চাইবে সে তার নতুন তাহকীক পেশ করবে। আর পূর্বের লোকদের তাহকীক অর্থাৎ খায়রূল কুরুনের মুজতাহিদগণের তাহকীকের উপর কলম ফেরাবে। এ রকমভাবে মহান দ্বীনের সাথে খেলার অনুমতি আমরা কাউকেই দেয়না। যদি প্রত্যেক জাহেল ইরা (দাবা খেলায় যে রাজা চেক পড়লে যে ঘুঁটি দিয়ে চেক সামলানো হয়) তাহকীক শুরু করে, তবে তাই দ্বীনের হাশর সেটাই হবে। যা বৃদ্ধায় বাযের করেছিল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যা হোক, আপনি দেখান যে, আমাদের কোন নতুন মুহাক্কিক সিজদার রফয়ে ইয়াদাইনকে সহীহ বলেছে।

হানাফী: এই দেখুন! "সিফাতু সালাতিন নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" ১/১৪৬,১৪৭ গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভী নাসির উদ্দিন আলবানীর হাশিয়াহ সহ। বর্তমান সময়ের নতুন মুহাক্কিক। তিনি লিখেছেন যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাতে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। আর হাশিয়াহতে লিখেছেন, সালাফের মধ্যে এক জামাত এটি শরিয়তসম্মত বলেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। আমার ভাই! এখন তো শিয়ারা সিজদাতে রফয়ে ইয়াদাইন করে। তারা পাক্কা আহলে হাদীস হয়ে গিয়েছে। আর আপনারা ঐ সহীহ হাদীসসমূহ ছেড়ে যে ফতওয়া নিজেদের জন্য প্রকাশ করবেন। সেই ফতওয়ায় রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমাদের উপর লাগাবেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: নাসির উদ্দিন আলবানী কোন নবী যে, তার প্রত্যেক কথা মানতে হবে?

হানাফী: তবে কি আপনারা নবুওয়াতের মর্যাদা, পদের কৃতকার্য, সফলকাম যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেক কথা মানতে হবে?

গায়রে মুকাল্লিদ: নাসির উদ্দিন আলবানী হোক বা বড় ছোট যে কেউ হোক, ভুল সকলের থেকেই হয়ে যায়।

হানাফী: প্রত্যেকের ভুলের স্বীকার করবেন, তবে নিজেকে কখনো ভুল বলবেন না। আমি ঐ সকল আলেমকে কক্ষনো নবী মানাতে চাইনি, আমি আপনার ওয়াদা মোতাবেক আপনাকে আপনাদের আলেমদের হাওয়ালা দেখাচ্ছি। আর আপনি তা সত্ত্বেও পুরা এবং নিরেট গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে আছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: উহা ব্যতিত আর কোন হাওয়ালা থাকলে তা পেশ করুন।

হানাফী: এই নিন! ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিমে ১/১৬৮ তে লিখেছেন,

وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث: يستحب أيضاً في السجود. باب استحباب رفع اليدين

অর্থাৎ সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমার বুঝে আসেনা এত দলিল থাকা সত্ত্বেও আমাদের আহলে হাদীস সিজদায় কেন রফয়ে ইয়াদাইন মানেনা?

হানাফী: এটা ঐ রকম যে রকম আপনি মানছেন না। আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চলেছেন। এমন কোন কিতাবের নাম বলেন, যা আপনাদের উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, আর আপনারা তার উপর পূর্ণ ভরসা রাখেন যে, তিনি কোন ভুল করেননি। আর তার কিতাবে কোন ভুল নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আলেমগণ কি মিথ্যা বলে?

হানাফীঃ পূর্বের আলোচনায় যে আপনি আলেমগণকে অগ্রহণযোগ্য ও নবী নয় বলে গুতা মেরেছেন, তা আপনি মিথ্যা মনে করেই এমন বলেছেন। যদি সত্য হত তবে আপনারা তাদেরকে কেন ছেড়ে দিলেন? এখন আপনি নিজেই ইনসাফ সহকারে বলুন, সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করাকে যে আলেমগণ সুন্নাত বলেছেন এবং শেষ জীবনের আমলও বলেছেন, এবং এর উপর একশত শহীদের সওয়াবের কথা বলেছেন, এ বিষয়ে তারা সত্যবাদি না কি মিথ্যাবাদি?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এখন আমি এ বিষয়ে কি বলতে পারি?

হানাফীঃ আপনাদের কি বলার আছে? মনে মনে মিথ্যা ভাবছেন, এবং আমলেও তাদেরকে মিথ্যা বলছেন, কিন্তু মুখে স্বীকার করছেন না। যদি সত্য মনে করতেন তবে তাদেরকে অবশ্যই মানতেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু আপনি আমাকে সংকির্ণমনা করে ফেলছেন। যদি আমি তাদেরকে সত্যবাদি বলি তবে কি করবেন?

হানাফীঃ আমি বলব যে, তারা যদি সত্যবাদি হয়, তবে আপনারা মিথ্যাবাদি। আর আপনারা যদি সত্যবাদি হন, তবে তারা মিথ্যাবাদি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তাহকীক করতে পারেন, কারো পিছে পড়ে লেগে থাকার কি প্রয়োজন?

হানাফীঃ প্রত্যেক মাসআলায় পূর্বের আলেমগণ এর তাহকীক অগ্রহণযোগ্য না কি শুধু সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করার ক্ষেত্রে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ প্রত্যেক মাসআলায় তাহকীক করা উচিত।

হানাফীঃ দেখুন! আপনার এ কানুন না জানি কোয়ায়ও আপনার জানের জন্য মুসিবত হয়ে পড়ে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি তো বলছি যে, প্রত্যেক মাসআলায় প্রত্যেক মানুষের তাহকীক করা উচিত।

হানাফীঃ তবে ঠিক আছে, আমি প্রশ্ন করতে থাকছি, আপনি শুধু আপনার তাহকীক পেশ করুন। অন্য কোন আলেমের তাহকীকে হাত লাগাতে পারবেন না। আর সাথে সাথে আয়াত বা হাদীস পেশ করতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি প্রশ্ন করবেন?

হানাফীঃ প্রথমে নামায সম্পর্কে করি।

১. দিন রাতে মুসলমানের উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয?

২. আর প্রত্যেক নামাযের রাকাত কত?
৩. তারপর প্রত্যেক নামাযে ফরযের সংখ্যা কত, সুন্নাতের সংখ্যা কত, নফলের সংখ্যা কত?
৪. প্রত্যেক নামাযের সময়ও অন্য আলেমদের তাহকীক ছেড়ে দিয়ে নিজের তাহকীক মোতাবেক বর্ণনা করুন।
৫. নামাযের কোন রুকন বাদ পড়লেও নামায হয়ে যায়, আর কোন রুকন বাদ পড়লে নামায পূণরায় আদায় করতে হয়?
৬. নামায কোন জিনিস দ্বারা ভেঙ্গে যায়?
৭. নামাযের শর্তাবলী শরীর পাক, কাপড় পাক, ইত্যাদি পাক হওয়ার হায়সিয়াত ও আবস্থান কি? এ সকল শর্তাবলী সঠিক না কি ভুল? আপনি শুধু এবং শুধুমাত্র আপনার নিজের তাহকীক মোতাবেক বর্ণনা করুন।
৮. নামাযে কিছু ওযর বা অপারগতার কারণে মুসল্লির জন্য রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে সহজ আসে কি না?
৯. নামাযের পূর্বে পবিত্রতা শর্ত না কি না? আপনার তাহকীক পেশ করুন।
১০. অযুতে কতটি ফরয, কতটি সুন্নাত ও কতটি ওয়াজিব রয়েছে?
১১. ফরয ও সুন্নাতের সংজ্ঞা আপনার তাহকীক পেশ করুন।
১২. হাদীস শরীফ এর সংজ্ঞা কোন উলামায়ে কেরামের থেকে চুরি না করে আপনার তাহকীক পেশ করুন।

ইহা ব্যতিত অনেক দ্বীনের মাসআলা রয়েছে, আশা করি সবকিছুর তাহকীক আপনি করে থাকবেন, বর্ণনা করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনার প্রশ্নসমূহ অত্যাধিক পরিমাণে হয়ে গেছে। এত তাহকীক আমি কিভাবে করতে পারি? আমার সমস্ত যেন্দেগীও যদি এর পিছনে লাগিয়ে দেয়, তারপরও সঠিক মাসআলা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারব কি না তা জানি না।

হানাফীঃ আমরা এ কথাই বলি, মানুষ যদি নিজে মুজতাহিদ না হয়, তবে অন্য কোন একজন মুজতাহিদ কে মেনে নিবে, এতে কল্যাণ রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি রফয়ে ইয়াদাইন এর উপর দলিল পেশ করা শুরু করুন।

হানাফী: দেখুন! আপনার আমাদের পূর্ণ নামাযের উপর জিজ্ঞাসা না কি শুধু রফয়ে ইয়াদইনের উপর?

গায়রে মুকাল্লিদ: মাসআলা তো অনেক, তবে আজকে শুধুমাত্র রফয়ে ইয়াদাইনের উপর মাসআলার জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন শেষ করি।

হানাফী: আপনাদের কথা ও ধারণা অনুযায়ী আমরা সে সকল মাসআলায় অল্প জ্ঞান রাখি, সে মাসআলাগুলি কি কি? বলুন।

গায়রে মুকাল্লিদ: রফয়ে ইয়াদাইন, উচ্চস্বরে আমীন, ইমামের পিছনে কেরাত, বুকে হাঁত বাঁধা।

হানাফী: আপনার কথার উদ্দেশ্য হল, হানাফীগণ এ চার মাসআলা ব্যতিত নামায সঠিক ভাবে পড়ে।

গায়রে মুকাল্লিদ: জ্বী হ্যাঁ, আহনাফের বাকি নামায সঠিক আছে। তবে এই চার মাসআলায় ভুল।

হানাফী: আপনি এ চার মাসআলা ব্যতিত আমাদের নামায তাহকীক করেছেন যে, সেগুলি ঠিক আছে?

গায়রে মুকাল্লিদ: প্রায় করেছি। বন্ধু শেষ আপনি কি চাচ্ছেন?

হানাফী: আমি চাচ্ছি যে, আমাদের নামাযের যে সকল অংশ সঠিক, তার সঠিক হওয়ার বিষয়ে দলিলসমূহ আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আর যে অংশ ভুল, তার ভুল ও দূর্বল হওয়ার বিষয়ে দলিলসমূহ আপনার কাছ থেকে নেয়?

গায়রে মুকাল্লিদ: জনাব আপনি কিভাবে প্রশ্ন করবেন?

হানাফী: মুহতারাম! এ রকমভাবে প্রশ্ন করব যে, নামাযের ঐ সকল আমলসমূহ ও কাজসমূহ যেগুলো আপনাদের ও আমাদের মাঝে এক, এবং আপনারা সেগুলোকে সঠিক মনে করেন যে, হানাফীগণের নামাযে এ সকল কিছু সঠিক করে, সে সকল বিষয়ে কুরআনের আয়াত বা হাদীস দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ: এটা কেমন প্রশ্ন? আমলসমূহ ও কাজসমূহ আপনারা করেন, আর আমরা দলিল দিব? এটা কেন?

হানাফী: দলিলসমূহ আপনার থেকে এ জন্য প্রশ্ন করছি যে, আপনি নামাযের যে অংশ সঠিক বলেছেন, তা কি তাকলীদ করে সঠিক বলেছেন, না কি তাহকীক করে সঠিক বলেছেন। আর যে অংশকে ভুল বলেছেন তা কি তাহকীক করে বলেছেন না কি শুধু তাকলীদ করে সঠিক বলেছেন? আপনি নিজেই বলেছিলেন যে, এই উপরোক্ত মাসআলা ব্যতিত আপনাদের নামায সঠিক।

গায়রে মুকাল্লিদ: সঠিক অংশ নিয়ে প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দিব।

হানাফীঃ নামাযের পূর্বে কিছু নামাযের শর্তাবলী রয়েছে, যা আমাদের ফিকহের প্রত্যেক কিতাবে লেখা হয়েছে,
নামায পড়ার জন্য কাপড়ের, শরীরের, নামাযের স্থান পাক হওয়া ফরয, মুখ কিবলার দিকে হতে হবে, নামাযের নিয়্যত, সতর ঢাকা, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। এ সাতটি ফরয কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত? হাদীস সহীহ, সরীহ (স্পষ্ট), মারফূ, গায়রে মাজরূহ, ও গায়রে মুআরিয পেশ করুন, যাতে কেয়াস করা না লাগে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার এতগুলি হাদীস মুখস্থ আছে?

হানাফীঃ আমার ভাই! এখনও তো নামাযে দাখিল হয় নাই, আর কথা নামাযের সহীহ অংশের উপর, তারপর মতভেদপূর্ণ অংশের উপর হবে। আপনি বলছেন যে, আমার হাদীস মুখস্থ নেই। আপনাকে সহজ করে দেয়, প্রথমে তিন মাসআলার উপর হোক, কাপড় পাক হওয়া, শরীর পাক হওয়া, জায়গা পাক হওয়া কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি ঐ তিন অংশকে সহীহ হওয়া বুঝেন না?

হানাফীঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আমরা তো সহীহ হওয়া বুঝি। আপনার কাছে প্রশ্ন হল, আমাদের মাসআলা সঠিক হলে, কোন দলিলে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনাদের নিকট কোন দলিল তো হবেই, যার ভিত্তিতে আপনারা ঐ শর্তাবলীকে নামাযের জন্য জরুরী মনে করেন।

হানাফীঃ যদি আমাদের দলিল হওয়ায় আপনাদের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে রফয়ে ইয়াদাইন না করার দলিলও আপনাদের জন্য কেন যথেষ্ট নয়? আপনারা এক মাসআলায় আমাদের তাকলীদ করেন, আর অন্য মাসআলায় প্রত্যাখ্যান? শেষ এর কারণ গায়রে মুকাল্লিদ হওয়া ব্যতিত আমার নযরে পড়েনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের কাছেও এগুলো নামাযের শর্ত, কাপড়, শরীর, নামাযের জায়গা পাক হওয়া।

হানাফীঃ সম্পূর্ণ ভুল কথা। গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নূরুল হাসান খাঁ সাহেবের কিতাব "ওরফুল জাদী" ২২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, নাপাক কাপড়ে নামায সর্ম্পূর্ণ সহীহ।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনাদের ফিকহের কিতাবে লেখা আছে যে, এক দিরহাম পরিমাণ নাজাসাতে গলিযা কাপড়ের উপর হলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে।

হানাফীঃ ভাই সাহেব! এখনই দেখে নিন কোথায় আছে? এই যে পেয়ে গেছি, দলিল "হিদায়া" ১/৭২, এই পরিমাণ মাফ হওয়া নামায সহীহ হওয়ার জন্য

গোনাহ সহকারে, এ পরিমাণ কে আহনাফের ফুকাহায়ে কেরাম মাকরুহে তাহরীমী বলেছেন, তবে কথা পরিস্কার হয়ে গেল, আমাদের নিকটে কেউ ভুল করে নামায পড়ে নিল, এবং কাপড়ে এই পরিমাণ নাপাক অর্থাৎ এক দিরহাম থেকে কম হলে নামায সহীহ হয়ে যাবে, কিন্তু যদি জেনেও কাপড়ের নাপাক না ধোয় তবে সে গোনাহগার হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ফুকাহায়ে আহনাফ কোথায় মাকরুহে তাহরীমী বলেছে?

হানাফীঃ আদদুররুল মুখতারে আছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! আপনাদের উলামায়ে কেরামের এ মাসআলা লেখার কি প্রয়োজন ছিল?

হানাফীঃ গায়রে মুকাল্লিদ নূরূল হাসান খাঁ এর কি প্রয়োজন ছিল এ মাসআলা লেখা যে, নাপাক কাপড়ে নামায হয়ে যায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ নূরূর হাসান খাঁ কে ছেড়ে দিন, তাকে আমি মানি না। আমি তো বুখারীকে মানি।

হানাফীঃ যদি আপনি নূরূল হাসান খাঁ কে না মানেন, তবে যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করেন, সেভাবে নূরূল হাসান খাঁ এর বিরুদ্ধেও করুন। তাকে সিনার সাথে মিলান, আর হেদায়ার লেখকের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালান। বুঝা যায় যে, একজনের সাথে ভালবাসা আছে, আরেকজনের সাথে কারণহীন দুশমনী।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বুখারী শরীফের কথা বলুন! এটা এমন একটা কিতাব যে তার সব সঠিক।

হানাফীঃ এই যে নিন, বুখারী শরীফ। তার অনুচ্ছেদ,

بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

যখন মুসল্লির পিঠে নাপাকি ফেলে দেওয়া হবে, বা মৃতদেহ, তবে তার নামায ফাসেদ নষ্ট হবে না। ১/৩৭ । আমাদের দিরহাম আপনার ভাল লাগছিল না, আর এই দিরহামের কারণে চিল্লাচিল্লি করছিলেন। বুখারী শরীফ থেকে তো প্রমাণিত হয়ে গেল, নাপাকের পুরো টুকরি শরীরে ফেললেও নামায নষ্ট হবে না। এখন বলুন টুকরিই কত দিরহাম আসবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ টুকরি শব্দ বুখারীতে কোথায়?

হানাফীঃ সেখান থেকেই প্রমাণিত হয়, যেখানে ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

এখন মৃতদেহ কোন জিনিসের ভিতর নিয়ে ফেলা হয়? এবং নাপাকও কোন জিনিসের মধ্যে নিয়ে ফেলা হয়? আমি তো টুকরি শব্দ ব্যবহার করেছি। আপনি কড়াই শব্দ ব্যবহার করুন। যেহেতু সাধারণভাবে মানুষ নাপাকি টুকরিতে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করে, এজন্য টুকরির নাম নিয়েছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! ইমাম বুখারী রহ. এটা তো বলেননি যে, নাপাক কাপড়ে নামায হয়ে যায়।

হানাফীঃ যে হাওয়ালা উপরে অতিবাহিত হল, তা থেকে বেড়ে আর কি হতে পারে? নিন শুনুন। বুখারী শরীফে এই পৃষ্ঠাতে বলেন,

إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ

যখন কোন মানুষ এমন কাপড়ে নামায পড়বে, যাতে রক্ত, বা নাপাকি, বা কেবলা থেকে ঘুরে নামায পড়ল, বা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল, আর এখনও নামাযের সময় রয়েছে, আর পানিও পেয়েছে, তারপরও নামায পুণরায় আদায় করা লাগবেনা।

এখানে ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন যে, কাপড়ে নাপাক থাকলেও নামায আদায় হয়ে যাবে। আহনাফের সাথে দুশমনিতে এমন ছাই ভস্ম হয়ে গেছেন যে, বুখারীও মস্তিস্ক থেকে চলে গেছে। না কি জেনে শুনে বুঝে হাওয়ালা হজম করতে চান? দেখুন! আপনারা “হেদায়া” এর লেখকের উপর এক দিরহাম নাপাকির উপর যে প্রশ্ন করেছেন, বুখারী শরীফ দেখলে উত্তম পদ্ধতিতেই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। না কি আপনারা মূর্খ? না কি বুখারীরও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। না কি আপনাদের ওজুদেও ফুকাহায়ে কেরামের দুশমনিতে ইনসাফের এক টুকরাাও বিদ্যমান নেই। না কি কম সে কম লওয বাদাম বা বাদামের হালুয়া করেছেন তা এখন কাজে আসছেনা। ২/২৪

মুজতাহিদ সর্বাবস্থায় প্রতিদানপ্রাপ্ত
দু’জগতেই তাকলীদ অস্বীকারকারীর গজব
যে ইজতেহাদ ছেড়েছে, হক থেকে দুরে সরেছে
মুসিবতগ্রস্থের আস্তানা হয়েছে, রবের এটি সংবিধান

ইনসাফ ছিল তো, প্রথমে ইমাম বুখারী রহ. এর উপর প্রশ্ন করে পরবর্তীতে ফুকাহায়ে আহনাফের উপর।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম বুখারী রহ. ও ভুল বললে আমিও তাকে মানিনা। আমি তো তার সে কথা মানি যা তিনি সঠিক বলেছেন।

হানাফীঃ এর উদ্দেশ্য হল যে, বুখারী শরীফে সহীহ ও ভুল সঠিক ও বেঠিক দু'প্রকারেরই কথা আছে। তবে এটা সহীহ বুখারী হল কিভাবে থাকল?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি কখন বললাম যে দু'প্রকারেরই কথা সহীহ ও ভুল বুখারী শরীফে আছে?

হানাফীঃ আপনি নিজেই বললেন যে, ইমাম বুখারী রহ. এর ভুল কথা আমরা মানিনা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুখারীতেও ভুল কথাও বলেন। দ্বিতীয়তে এটা প্রমাণিত হল যে, আপনি ইমাম বুখারী রহ. থেকেও বড় আলেম যে, ইমাম বুখারী রহ. এর মত বুযুর্গদের ভুলও বের করেন। তৃতীয়তে এটা প্রমাণিত হলো যে, সহীহ ও ভুল পরখ করতে আপনার স্থান ইমাম বুখারী রহ. থেকেও অনেক উচ্চে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! আমি তো পেরেশান হয়ে গেলাম। আপনি এত প্রশ্ন কেন করলেন?

হানাফীঃ এ সকল প্রশ্ন এ জন্য করলাম যাতে আপনার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের কি দাবী? আমি তো কোন দাবী করিনি।

হানাফীঃ আমার ধারণা মতে আপনার ভুলে যাওয়া রোগ আছে। এ জন্য ভুলে গেছেন। প্রথমে আপনি নিজেই বলেছিলেন, মানুষের জন্য প্রত্যেক মাসআলায় তাহকীক করা উচিত। আমি কয়েকটি মাসআলা আপনার সামনে পেশ করেছিলাম যে, আপনি তার মধ্যে কয়টা মাসআলার তাহকীক করেছেন? না কি শুধু তাকলীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ঐ সকল মাসআলাগুলি ছেড়ে দিন। আজ রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলার উপর কথা বলি।

হানাফীঃ আমার প্রিয়! আমি এ কথা ভাল করেই জানি যে, আপনাদের সমস্ত দ্বীন একত্রিত হয়ে রফয়ে ইয়াদাইনের মধ্যে রয়ে গেছে। তা ব্যতিত আপনাদের আর কোন মাসআলা নেই। আমাদের কয়েকটি প্রশ্নেই আপনার তাহকীকের ঝুলি ছেড়ে দিয়েছেন। আর এ সকল প্রশ্নে আপনার তাহকীকের নেশার শেষ অবস্থা আশা করা যায় কর্পুর হয়ে যাবে। যেভাবে আপনার সূরত অবস্থা বলছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রফয়ে ইয়াদাইনের একটি হাদীস দেখান, আমি মেনে নিব যে, বাস্তবেই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবন পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদাইন করেন নি।

হানাফী: এই রফয়ে ইয়াদাইনই আপনাদের পূর্ণ জগত। ইনশাআল্লাহ এখনই এর উপর আপনার তবীয়ত পরিস্কার হয়ে যাবে। নামাযের মধ্যে কাপড় পাক হওয়া তো হাদীস থেকে প্রমাণিত হল না। এখন শুধু রফয়ে ইয়াদাইনই রয়ে গেল।

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনি পূণরায় কাপড় পাক হওয়ার কথা বলছেন। হাদীস শরীফে আসেনি যে, لا تقبل صلاة بغير طهور পবিত্রতা ব্যতিত নামায হবে না।

হানাফী: এ হাদীস কি শুধু আপনারই মুখস্থ আছে, না কি ইমাম বুখারীরও মুখস্থ ছিল। তারপরও সে বলল যে, নাপাক কাপড়ে নামায হয়ে যাবে। তিনি এ হাদীস থেকে কেন দলিল পেশ করলেন না?

গায়রে মুকাল্লিদ: দেখুন! এর ভিতরে প্রত্যেক জিনিস পবিত্র হওয়ার কথা এসে গেল। শরীর পাক, কাপড় পাক, ও জায়গা পাক। এখন ইমাম বুখারী রহ. এর প্রয়োজন থাকল না।

হানাফী: আচ্ছা! এ হাদীস থেকে পাক হওয়া ব্যাপক বলেছেন, এখন বর্তমানে মেনে নিলাম যে, তিন জিনিষ পাক হওয়া প্রমাণিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আপনি নিজেই প্রমাণ করে দিলেন যে, ফিকহের মধ্যে নামাযের যে শর্তাবলী রয়েছে, তা সম্পূর্ণ সঠিক।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমি ভুল কখন বলেছি?

হানাফী: আপনি বলেছিলেন যে, নামাযের কিছু অংশ সহীহ আর কিছু অংশ ভুল। তো প্রিয়! ইহা ব্যতিত তার সাথে মিলে যায় এবং প্রশ্ন করতে পারি?

গায়রে মুকাল্লিদ: প্রশ্ন করুন। আমারও কিছু উপকার হতে পারে।

হানাফী: لا تقبل صلاة بغير طهور প্রবিত্রতা ব্যতিত নামায হয় না। এতে কি শুধু তিনটি জিনিষই আসে না কি অন্য কিছুও আসে?

গায়রে মুকাল্লিদ: এই তিন অর্থাৎ শরীর, কাপড়, জায়গা পাক হওয়া প্রকাশ্যভাবে জানা যায়।

হানাফী: আপনি ব্যাপককে সিমাবদ্ধ করে দিলেন। আমি প্রশস্ত করতে চাচ্ছি। আমার খেয়াল হল, নামাযের পূর্বে নিয়্যতকেও রিয়া লোক দেখানো থেকে পবিত্র হওয়া উচিত। মন কে হিংসা থেকে পাক হওয়া উচিত। মুখকে ইমামগণ বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. কে গালি দেওয়া থেকে পাক হওয়া উচিত। মনকে ফিকহের দুশমনি এবং আহনাফকে ঘৃণা করা থেকে পাক হওয়া উচিত। মুখ কে মিথ্যা, চোগলখুরী, গালি ও মুখ খারাপ করা থেকে পাক হওয়া উচিত।

গায়রে মুকাল্লিদ: নামাযের জন্য এ সকল শর্ত তো আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি।

হানাফী: কেউ শর্ত দিক আর না দিক, যেভাবে তারা ব্যাপক ইজতেহাদের দাবী করেছিল, ঐ রকমভাবে কেউ যদি এ শর্তসমূহও এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে, তবে কোন গায়রে মুকাল্লিদের নামায কক্ষণো হবে না।

গায়রে মুকাল্লিদ: তবে বলূন, আমি এখন কি করব?

হানাফী: আমার পরামর্শ হল, কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করেন, তাতেই কল্যাণ নিহিত। আচ্ছা ভাইজান! এটা বলেন যে, কাপড় প্রশাব, পায়খানা থেকে নামাযের পূর্বেও পাক হওয়া উচিত। প্রশাব নাপাক। এর কোন সরীহ হাদীস আছে?

গায়রে মুকাল্লিদ: জ্বী হ্যাঁ! একজন ব্যক্তিকে কবরে প্রশাবের জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছিল। সে প্রশাবের ছিটা থেকে নিয়ন্ত্রণ করত না।

হানাফী: এটাও আপনি কিয়াস করলেন, যাকে আপনারা শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দেন। এ হাদীসে প্রকাশ্য ভাবে এটা নেয় যে, নামাযের মধ্যে প্রশাব থেকে কাপড় পাক হওয়া উচিত। শুধু কিয়াস।

গায়রে মুকাল্লিদ: বন্ধু! এতটুকু কিয়াস না করলে কোথায় যাবে?

হানাফী: দেখুন! প্রশাব থেকে পাক হওয়া আপনি অনেক বড় লৌকিকতা করে প্রমাণ করেছেন। এ হাদীসে এটাও আছে যে, ঐ মানূষকে প্রশাব ও চোগলখুরী দু'গুণাহের জন্য আযাব হচ্ছিল। তাই যেভাবে প্রশাব থেকে পাক হওয়া নামাযের শর্ত। চোগলখুরী থেকে পাক হওয়াও নামাযের শর্ত হওয়া উচিত। পূর্বে তো নামাযের বিষয়ে আপনাদের কেউ এমন কিতাব লেখেনি, যার নামাযের পূর্ণ মাসায়েল শর্ত সহ লিপিবদ্ধ। এখন এমন একটা কিতাব লেখা উচিত যাতে এই শর্ত অবশ্যই লেখবে যে, চোগলখুরী থেকে পাক হওয়া নামাযের শর্তাবলীর একটি।

গায়রে মুকাল্লিদ: তাড়াতাড়ি করুন বন্ধু! রফয়ে ইয়াদাইনের বহস করি।

হানাফী: মুহতারাম! একটু শর্ত প্রমাণ করে নেই, ইনশাআল্লাহ, রফয়ে ইয়াদাইনের বহস করা ব্যতিত আপনাকে যেতে দিব না।

গায়রে মুকাল্লিদ: শর্তাবলী নিয়ে যথেষ্ট মগজ ধুলাই ধরলেন।

হানাফী: মগজ ধুলাই নয়, আপনার মাতলামী বের করলাম। আচ্ছা প্রশাব থেকে পাক হওয়া তো আপনি প্রমাণ করলেন, পায়খানা নাপাক। এর কোন হাদীস আছে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার জানা নেই যে, কোন হাদীস থেকে পায়খানা পাক হওয়া প্রকাশ্য ভাবে প্রমাণিত।

হানাফীঃ এটাও আমাদের ইমামে আযম আবু হানিফা রহ. এর কারামত যে, তার বিরির ২/২৮ নিজের পায়খানারও ইলম নেয় যে, তা পাক না কি নাপাক। আবার ফতওয়াও দেন যে, খায়রুল কুরুনের মুজতাহিদগণও বাচতে পারেনা। সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা স্পষ্ট করেন, আজকের ফায়সালা করেন।

হানাফীঃ আপনি বলুন! আপনারা যেখানে যেখানে রফয়ে ইয়াদাইন করেন, তার কি হুকুম?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

হানাফীঃ আরে ভাই! হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য শরয়ী ও ফিকহী হুকুম যে, রফয়ে ইয়াদাইন করা ফরয, না কি ওয়াজিব, না কি সুন্নাতে মুআক্কাদা, না কি সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা, না কি মুস্তাহাব?

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! এতে ফরয, ওয়াজিব এর কি কথা? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, আমরাও করি।

হানাফীঃ দেখুন! যে আমলসমূহ ও কাজসমূহও রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, তারও স্তর আছে। রমযানের রোযা ফরয, আয়্যামে বিয এর রোযা নফল, নয়, দশ মুহাররমের রোযা নফল। আপনি অযুতে চেহারাও ধুয়েছেন, কুলিও করেছেন। চেহারা ধোয়াকে ফরয বলেন, কুলি করাকে সুন্নাত। এ দু'টি কাজই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজ। দু'টিরই পৃথক পৃথক অবস্থান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ নামায বিষয়ে প্রশ্ন করুন! অন্য বিষয় ছাড়ুন।

হানাফীঃ নামায সম্পর্কেই প্রশ্ন করি, নামাযে তাকবীরে তাহরীমাকে ফরয বলা হয়, সানাকে সুন্নাত, আউযুবিল্লাহ সুন্নাত, বিসমিল্লাহ সুন্নাত, কিরাত ফরয। মাসআলা হল, এ সকল জিনিষ নামাযে আছে, আর তা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই প্রমাণিত, কিন্তু প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক অবস্থান। কিছু সুন্নাত, কিছু ফরয। ঐ রকমভাবে রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে বলুন যে, এটা কি? ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, না কি গায়রে মুআক্কাদাহ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ যদি আমি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলে দেয় বা গায়রে মুআক্কাদাহ বলে দেয়, তবে আপনি কি ধরণের প্রশ্ন করবেন?

হানাফী: ভাই! আপনি যদি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলেন, তবে তাতে তাকীদ জানতে চাইব যে কোন হাদীস এ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ করেছেন যে, অবশ্যই রফয়ে ইয়াদাইন করো।

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনি প্রথমে এই রফয়ে ইয়াদাইনের হুকুম দেখান যেটা আপনারা করেন, অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার।

হানাফী: ঐ রফয়ে ইয়াদাইন তো আপনাদের ও আমাদের মধ্যে একই। এ বিষয়ে হাদীস জিজ্ঞাসা করার কি প্রয়োজন?

গায়রে মুকাল্লিদ: এক হলেও আমি আপনার থেকে প্রথমে প্রথম বার রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস জানতে চাই।

হানাফী: ভাই জান! আপনার খেয়াল হবে যে, শুনা হাদীস দেখানোর দ্বারা ঘাবড়িয়ে পড়বো? আলহামদুলিল্লাহ ঘাবড়াবো না। অবশ্যই দেখাব। কিন্তু তারপর আপনাকে রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস দেখাতে হবে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফয়ে ইয়াদাইন করার হুকুম দিয়েছিলেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: বন্ধু! আপনি হুকুমের উপর জোর দিয়ে কেন কথা বলছেন?

হানাফী: এ জন্য যে রফয়ে ইয়াদাইনের কোন গুরুত্ব থাকলে তার হুকুম দিতেন, যেভাবে মেসওয়াক করার হুকুম দিয়েছেন, ডান হাত দ্বারা খাওয়ার হুকুম দিয়েছেন, খাবার খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়ার হুকুম দিয়েছেন। রফয়ে ইয়াদাইনে আবস্থান মেসওয়াকের মত হলে অবশ্যই তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিতেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: যা হোক! আপনি আমাকে প্রথমবার রফয়ে ইয়াদাইন করার হাদীস দেখান।

হানাফী: এই যে নিন জ্বী। তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের হুকুম আপনাকে দেখাচ্ছি-

عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ الثُّمَالِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ،

হাকাম ইবনে উমায়র রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন যে, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন রফয়ে ইয়াদাইন করবে। নসবুর রায়াহ ১/৩১৩ নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ।

গায়রে মুকাল্লিদ: যদি আমি মুআক্কাদাহ বলি তবে তাকিদের প্রশ্ন হবে, আর গায়রে মুআক্কাদাহ বললে কোন প্রশ্ন করবেন?

হানাফীঃ দেখুন! আবু দাউদ ১/১৭৯ পৃষ্ঠাতে ফজরের দু' রাকাত অনুচ্ছেদ এ ফজরের সুন্নাত সম্পর্কে হাদীস এসেছে, **لاَ تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ** তোমরা ঐ দু'রাকাতকে ছেড়োনা যদিও জিহাদের ময়দানে তোমাদেরকে ঘোড়ায় পিষ্ঠ করে। সকালের সুন্নাতকে ছাড়বেনা। দেখুন, কত জবরদস্ত তাকীদ এসেছে, সুতরাং সকালের সুন্নাত মুআক্কাদাহ হয়ে গিয়েছে। যদি আপনি রফয়ে ইয়াদাইন কে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলেন, তবে এ জাতীয় তাকীদ আপনার কাছ থেকে চাইব। আর যদি গায়রে মুআক্কাদাহ মানেন, তবে ইখতিলাফই খতম হয়ে গেল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! এ রফয়ে ইয়াদাইন আমরা করি, সুন্নাতও মানি, ফরয ইত্যাদি তো আমরা বুঝি না। আর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, গায়রে মুআক্কাদাহ আপনাদের ফিকহের পরিভাষায় আছে, আমরা তা মানিনা।

হানাফীঃ এখনই মানবেন, ইনশাআল্লাহ! দেখুন সকালের দু'রাকাত সুন্নাত, আর আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত। এ দু'টির মাঝে কোন পার্থক্য আছে? মুআক্কাদাহ, গায়রে মুআক্কাদাহ শব্দে ভয় পান, তবে ছেড়ে দিন, এ দু'টি যে পার্থক্য তা বলুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ পার্থক্য তো প্রকাশ্য, সকালের সুন্নাত জরুরী, আসরের সুন্নাত পূর্ণ জীবনে কেউ না পড়লেও তাকে গুনাহগার বলা যাবে না, না তাকে মারপিট করা যাবে, না তাকে হাদীস অস্বীকারকারী বলা যাবে।

হানাফীঃ আলহামদুলিল্লাহ! মাসআলা হল হয়ে গিয়েছে, এখন বলুন, রফয়ে ইয়াদাইন সকালের সুন্নাতের মত জরুরী? পরিভাষা বুঝে পালিয়েছিলেন, কিন্তু জরুরী, গায়রে জরুরী শব্দে আটকে গেলেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা আহলে হাদীস রফয়ে ইয়াদাইনকে সকালের সুন্নাতের মত মনে করি, না কি আসরের সুন্নাতের মত মনে করি, তাতে আপনার কি উপকার?

হানাফীঃ প্রিয় ভাইজান! এতে আমাদের অনেক বড় উপকার হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ প্রকাশ্য বলুন, তাতে কি উপকার? আর সাধারণ মানুষ তা থেকে কি উপকার অর্জন করবে?

হানাফীঃ যদি আপনি বলেন, সকালের সুন্নাতের মত। তবে আপনার থেকে তার তাকীদ চাইব, যেভাবে সকালের সুন্নাতে তাকীদ রয়েছে। আর যদি বলেন, আসরের সুন্নাতের মত, তবে বলব আসরের পূর্বের সুন্নাত যদি কেউ জীবনে একবারও না পড়ে তবে তাতে কোন সমস্যা নেই, সে গুনাহগার হবে না, তাকে

মারপিট করা যাবে না। তবে রফয়ে ইয়াদাইন না করলেও নামাযেও কোন ক্ষতি হবে না, না রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়ার জন্য মানুষ গুনাহগার হবে, আর যে রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়, তার সাথে চ্যালেঞ্জ, মুনাযারাও জায়েয হবে না, যেভাবে আপনারা এ সকল না জায়েয কাজ করছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা রফয়ে ইয়াদাইনকে সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসূখা বলি।

হানাফীঃ প্রথমে আমরা সুন্নাতের দু'প্রকার শুনেছি, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ। আর এখন আপনি এ তৃতীয় প্রকারের সুন্নাত পুরা উম্মতের বিপরীত বানালেন। শুধুমাত্র প্রশ্নের বুঝাসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। ভাই সাহেব! নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। একে সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসূখা বলে জান বাচাতে পারবেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসূখাহ এর উদ্দেশ্য হল, এটা প্রমাণিত, ও মানসূখ নয়। শেষ পর্যন্ত আমরা কেন এটা নিয়ে ঝড়গা করব না? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন।

হানাফীঃ আজ আমার একীন হয়ে গেল যে, আপনারা রফয়ে ইয়াদাইনকে সুন্নাত, গায়রে সুন্নাত এর অন্তর্ভুক্ত করেন না। এবং এটাও একীন হল যে, আপনারর সরাসরি রফয়ে ইয়াদাইন কে ওয়াজিব পর্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু আমাদের সামনে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলেন না, আর না সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ বলার দুঃসাহস আছে। বরং তৃতীয়তে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অপ্রচলিত অপ্রসিদ্ধ সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসূখার পথ, গলি বের করেছেন। কিন্তু এ গলির পথ সামনে থেকে বন্ধ। গায়রে মুকাল্লিদ পার হতে পারবে না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সুন্নাতে সাবেতাহ, গায়রে মানসূখাহ তে আপনি কেন অসন্তুষ্ট?

হানাফীঃ অসন্তুষ্ট এ জন্য যে, দাবী করার সময় আপনাদের আকাবীর আজ পর্যন্ত এ নতুন ও মর্ডান "সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসূখা" নাম ব্যবহার করেননি। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক কথাসমূহ, কাজসমূহ আছে, যা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, এবং মানসূখও নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার উপর না চ্যালেঞ্জ মুনাযারা হয়েছে, না পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কারের লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে। আর না বিশ্বজগতের হানাফীগণ, মালেকীগণ এর নামায কে বেকার এবং খেলাফে সুন্নাত বলা হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সেগুলো কোন সুন্নাতে গায়রে মানসূখা যেগুলোর দিকে আপনার ইশারাহ।

হানাফীঃ ১. অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। ২. অযুতে কুলি করা সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা।। ৩. অযুতে অঙ্গগুলি তিন তিন বার ধোয়া। ৪. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতাসহকারে নামায আদায় করা। (বুখারী ১/৫৬ জুতা পরে নামায আদায় অনুচ্ছেদ) ৫. এক কাপড়ে নামায পড়া। বার জন সাহাবা রাযি. এই হাদীসকে বর্ণনা করা। (তিরমিযি ১/৪৫,৭৯ এক কাপড়ে নামায আদায় করা অনুচ্ছেদ) ৬. স্বামী স্ত্রী একপাত্রে অযু করা। (তিরমিযি ১/১০,১৯ একপাত্রে স্বামী স্ত্রীর অযু অনুচ্ছেদ) ৭. অযুর পর স্ত্রীকে চুম্বন করাও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (তিরমিযি ১/১৩,২৫ চুম্বন করে অযু না করা অনুচ্ছেদ) ৮. গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভীগণ লেখে দিয়েছেন যে, সিজদায় রফয়ে ইয়াদাইন করা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ আমল। সুতরাং এটাও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। ৯. নামাযে সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। ১০. নামাযের সময় স্ত্রীকে সামনে থাকতে নিষেধ করা এবং সিজদা করতে হাত দ্বারা সরিয়ে দেওয়াও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (বুখারী ১/৭৪ সিজদায় যেতে স্বামী স্ত্রীকে ইশারা করা অনুচ্ছেদ)। ১১. রোযাবস্থায় স্ত্রীর সাথে শুয়ে থাকাও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (বুখারী ১/২৫৮ রোযাদারের সংশ্রব)। ১২. রোযাবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করাও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (বুখারী ১/২৫৮ রোযাদারের চুম্বন করা অনুচ্ছেদ)। ১৩. স্ত্রীর হায়েযাবস্থায় কোলে মাথা রেখে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (বুখারী ১/৪৩,৪৪ হায়েযওয়ালী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর কেরাত পড়া অনুচ্ছেদ)। ১৪. ইতেকাফ অবস্থায় স্ত্রী দ্বারা ধোয়ানোও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (বুখারী ১/৪৩ হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও চিরুনী করে দেওয়া)। ১৫. ফজরের সুন্নাত আদায় করে ঘুম যাওয়াও সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসুখা। (বুখারী ১/১৫৫ ফজরের দু'রাকাত নামায পর ডান কাতে ঘুম যাওয়া)। ইহা ব্যতিত অনেক হাদীস জমা করা যেতে পারে। কিন্তু দৃঢ়ভাবে আশা করছি, এর দ্বারা জরুরত পূর্ণ হয়ে যাবে। এই সুন্নাতের মধ্যে কোন কোন সুন্নাতের উপর আমল করেছেন? আর কতটা অন্যের কাছে প্রচার কওে তাদেরকে এ কাজে লাগিয়েছেন? আর উল্লেখিত সুন্নাতের মধ্যে কোন একটির ছেড়েছে, তার জন্য কত লক্ষ টাকার লিফলেট

ছাপিয়ে ছড়িয়েছেন যে, অযুর পর যে চুম্বন মানসূখ প্রমাণ করতে পারবে তার জন্য বিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার।

যে হায়েযা স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করেনা, তার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার, যদিও সে আমল না করে। এ সকল সুন্নাতের তাবলীগ, প্রচার করেননি এবং লিফলেটও ছাপেননি। অর্থাৎ তরককারীদের খেলাফ তার মানসূখ হওয়া প্রমাণ কর।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! রফয়ে ইয়াদাইনের কথা চলছিল, আপনি চুম্বন এর দিকে কেন নিয়ে গেলেন?

হানাফীঃ উদ্দেশ্য হলো, পূর্বে উল্লেখিত জিনিষসমূহ হাদীস থেকে প্রমাণিত না কি না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই প্রমাণিত।

হানাফীঃ এখন প্রিয়! যখন তা প্রমাণিত এবং মানসূখও নয়, তবে তার উপর হুকুম লাগাও। ১. জুতা পরে নামায পড়া। ২. অযুর পর চুম্বন করা। ৩. রোযাবস্থায় স্ত্রীর পায়ে শোয়া। ৪. ই'তিকাফাবস্থায় মাথা ধোয়া। ৫. স্বামী স্ত্রী একপাত্রে অযু করা। ৬. হায়েযা স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করা ফরয নাকি সুন্নাত নাকি ওয়াজিব?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি ঐ সকল হাদীসের দিকে আগে লক্ষ করিনি।

হানাফীঃ এর উদ্দেশ্য হল, আপনার সমস্ত খেয়াল রফয়ে ইয়াদাইনের দিকে। আপনাদের পরিপূর্ণ দ্বীন পরিপূর্ণ মাযহাব রফয়ে ইয়াদাইনই। এ জন্য সমস্ত শক্তি, সমস্ত টাকা পয়সা, সমস্ত সময় রফয়ে ইয়াদাইনের পিছনে খরচ করছেন। আর অন্য হাদীসের দিকে কখনো লক্ষই করেননি। আফসোস! আহলে হাদীস একথা বলার জন্য। কিভাবে আপনারা আহলে হাদীস? আচ্ছা ভাই! এখন আমার একটি প্রশ্ন, আপনি এ সকল সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে শুধু রফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নাতকে প্রাধান্য দিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ শেষ তো সেটা সুন্নাত সেটা।

হানাফীঃ প্রথমে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ থেকে পালিয়েছিলেন, তারপর সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ থেকে পালানোর চেষ্টা করেছেন, অতপর সুন্নাতে সাবেতাহ গায়রে মানসূখাহ শব্দ ছেড়ে দিলেন, শুধু সুন্নাত রয়ে গেল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা! আপনি কি চাচ্ছেন?

হানাফীঃ আমি চাচ্ছি, কথাটা একটু স্পষ্ট হয়ে যাক, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাজের হাদীস দেখে পুরো উম্মতের নামাযকে খেলাফে

সুন্নাত বলা, আর বাকি সুন্নাতের ভাণ্ডারকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কি হিকমত, কৌশল? অতিবাহিত অন্য সুন্নাত নিয়ে কোন লিফলেট নেয়, চ্যালেঞ্জ নেয়, পুরস্কার নেই। এর কারণ কি?

গায়রে মুকাল্লিদঃ রফয়ে ইয়াদাইন করা আহলে হাদীসের প্রকাশ্য আলামত। এ জন্য এর উপর জোর দেয়।

হানাফীঃ এটা কোন হাদীসে আছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, অন্য সুন্নাত ছেড়ে শুধু রফয়ে ইয়াদাইন কে নিজেদের প্রকাশ্য আলামত বানাতে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এটা তো কোন হাদীসে নেই। তবে এটা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন।

হানাফীঃ ঐটা তো অন্য অন্য অতিবাহিত সুন্নাতের ক্ষেত্রেও এসেছে যে, এটা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। এবং সেটাকে নিষেধ করেছিলেন। এরকম কোন হাদীসে আসেনি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা! আপনারা প্রথম বার রফয়ে ইয়াদাইন করেন, এ বিষয়ে আপনারা কি বলেন?

হানাফীঃ প্রথমে আপনি তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের মৌখিক হাদীস চেয়েছিলেন, আমি পেশ করেছিলাম। আপনি রুকুর সময় রফয়ে ইয়াদাইনের মৌখিক হাদীস পেশ করেননি। এখন আমার কাছ থেকে রফয়ে ইয়াদাইনের হুকুম জানতে চাচ্ছেন। আমার ভাই! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট প্রথম বার রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা যে সকল জাগাতে রফয়ে ইয়াদাইন করি তা হলো, তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে মাথা উঠাতে, এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে।

হানাফীঃ মুহতারাম! আমি একটু উহার বর্ণনা জানতে চাইবো যে, সম্ভবত চার রাকাতে দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করেন, আর আঠারো জায়গায় ছেড়ে দেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ দশ ও আঠারোর ভাগ আমি বুঝলাম না।

হানাফীঃ অবশ্যই! বুঝাচ্ছি। চার রাকাতে চারটি রুকু, আর প্রত্যেক রুকুতে যেতে ও উঠতে দু'বার করে রফয়ে ইয়াদাইন হয়, তবে আটটি হলো। প্রথম রাকাতে একবার, তৃতীয় রাকাতে একবার, দু'বার। মোট দশ বার।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বাস্তবেই আমরা দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করি। এটা বুঝেছি। তবে আঠারো জায়গায় ছেড়ে দেয়, সেটার ব্যাখ্যা দিন।

হানাফীঃ সেটাও পেশ করছি। চার রাকাতে আট সিজদা হয়, প্রত্যেক সিজদায় দু'টি করে রফয়ে ইয়াদাইন। (সিজদায় যেতে, ও সিজদা থেকে উঠতে)। তবে আট সিজদায় ষোল রফয়ে ইয়াদাইন হলো। এই ষোলটাও আপনারা করেননা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতেও করেন না। ষোল এবং দুই আঠারো। আপনারা এ আঠারো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেন, করেন না। আর যেখানে করেন, তা হলো দশ জায়গা। যা পূর্বে গণনা করে দিয়েছি। অর্থাৎ মোট আঠাইশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এ আঠাইশ জায়গার মধ্য থেকে দশ জায়গাকে মজবুত করে ধরেছেন। আর আঠারো জায়গাকে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনার উদ্দেশ্য হল যে, দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা, আঠারো জায়গায় না করা আপনাকে সহীহ হাদীস থেকে দেখাব?

হানাফীঃ আপনি পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য বুঝে নিন, যেখানে আঠারো জায়গায় না করা সেখানে শুধু দশ জায়গায় করা প্রমাণ নয়, বরং সর্বদার সাথে প্রমাণিত হওয়াও দেখাতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করার প্রমাণ দেখাতে পারি।

হানাফীঃ বাকি যে জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেন, সেগুলো কেন দেখাবেন না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার না করার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। আমি শুধু দশ জায়গার রফয়ে ইয়াদাইন করার প্রমাণ দেখাতে পারি।

হানাফীঃ না করার সাথে আপনার সম্পর্ক আছে। আপনারা যে সকল জায়গায় ছেড়ে দেন তা কেন ছেড়ে দেন? বাকি যেখানে দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা প্রমাণ দেখাবেন, সেখানে সর্বদা প্রমাণিত দেখাতে হবে। এটা স্বরণে রাখেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দশ শব্দও হাদীসে আসেনি, আঠারো শব্দও হাদীসে আসেনি।

হানাফীঃ দশ শব্দ ও আঠারো শব্দ নিয়ে আমাদের কোন একগুয়েমি নেই। ঐ রকমভাবে করা ও না করা গণনা করে পূর্ণ করে দিন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ না করা আমার জন্য দেখানো জরুরী?

হানাফী: দেখুন! আমাদের কালেমাতেও না ও হ্যাঁ রয়েছে। ইসলামের প্রথম রুকনই (খুটিঁ) না এবং হ্যাঁর মাঝে প্রতিষ্ঠিত। লা ইলাহা, না বাচক এবং ইল্লাল্লাহ হ্যাঁ বাচক। যখন না বাচক ও হ্যাঁ বাচক ব্যতিত কালিমাও সম্পূর্ণ নয়, তবে আপনার দাবী কিভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

গায়রে মুকাল্লিদ: আমি হ্যাঁ বাচক ও না বাচক পরে দেখাব। আপনি প্রথমে আঠাইশ জায়গায় হ্যাঁ বাচক দেখান। তারপর সাতাইশ জায়গায় না বাচক এবং এক জায়গায় হ্যাঁ বাচক দেখান।

হানাফী: জনাব! বহুত সুন্দর। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর মেহেরবাণীতে না বাচকও দেখাব এবং হ্যাঁ বাচকও দেখাব।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমার খেয়াল হলো, চার রাকাতে আঠাইশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করা এর বর্ণনা দেখান।

হানাফী: বায়আতে রেযওয়ানের স্থানে চৌদ্দশত সাহাবীল উপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামায পড়িয়েছিলেন, সেখানে এ ব্যাক্য ব্যবহার হয়েছে,

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে নামাযের প্রত্যেক তাকবীরে রফয়ে ইয়াদাইন করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৪৩৬৯) ঐ রকম ভাবে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস ইবনে মাজাহ ১/৬২ পৃষ্ঠাতে রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করা অনুচ্ছেদ এ এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة

হযরত উমায়র ইবনে হাবীব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (৮৬১)।

এখন তাকবীর রুকুতে যেতেও হয়েছে, সিজদায় যেতেও হয়েছে, সিজদা থেকে উঠতেও হয়েছে, রফয়ে ইয়াদাইনও প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের শুরুতেও হয়েছে, এবং চতুর্থ ও দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতেও তাকবীরও হয়েছে। ঐখানেও রফয়ে ইয়াদাইনও প্রমাণিত হয়ে গেল। নামাযে তাকবীর বাইশটি। অর্থাৎ চার রাকাত নামাযে বাইশ তাকবীর হয়। ঐ বাইশ রফয়ে ইয়াদইনকে তো মান্য করেন, আর চার বার সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। এ চার জায়গায় তো আপনার রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষেই। বাইশ এবং চার ছাব্বিশ হল। আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে এটাও সহীহভাবে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক উচু নিচুতে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (মুহাল্লা ইবনে হযম ৩/২৩৫, নুরুস সবাহ পৃ. ৯১)। যখন প্রত্যেক উচু নিচুতে রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণিত হলো, তবে আঠাইশ জায়গায় প্রমাণিত হলো। সিজদার রফয়ে ইয়াদাইন প্রথমে ইমাম বুখারী রহ. তারপর গায়রে মুকাল্লিদ নাসির উদ্দিন আলবানী, ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস থেকে প্রমাণ করেছিলাম যে, সিজদার রফয়ে ইয়াদাইন সহীহ।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! আমাদের দলিলসমূহ বুখারী, মুসলিমে আছে। আর আপনার দলিলসমূহ অন্য কিতাবে।

হানাফীঃ আমি প্রথমেই প্রমাণ করেছিলাম যে, আপনারা বুখারী, মুসলিমের নামই নেন, বাকি তার উপর আমল করেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বুখারী শরীফ নিন, আমি আপনাকে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস দেখাচ্ছি।

হানাফীঃ জনাব! এই নিন বুখারী শরীফ। এ থেকে আপনার পরিপূর্ণ দাবী অনুসারে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আবার দাবীর কথা বলছেন, দাবী কোনটি?

হানাফীঃ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন? ফিকহের দুশমনীতে সব ভুলিয়ে দিল? দাবী এটা যে, দশ জায়গা, যা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফয়ে ইয়াদাইন শেষ জীবন পর্যন্ত করেছেন। এবং আঠারো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করতে নিষেধ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাড়াতাড়ি বুখারী শরীফ খুলুন। রফয়ে ইয়াদাইন যখন তাকবীর দিবে, যখন রুকু করবে, যখন রুকু থেকে উঠবে অনুচ্ছেদ। ১/১০২ এ দেখুন। প্রথম হাদীস ইবনে ওমর রাযি. এর। এতে আছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধ পর্যন্ত সর্বদা রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

হানাফীঃ আমার প্রিয়, আপনি আপনার দাবী মোতাবেক এই বর্ণনা থেকে রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণ করে দিন, আমি মেনে নিব।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এখানে দশ জায়গা তো প্রমাণিত হয় না। তবে নয় বার। আঠারো বার না করাও নেই। সর্বদা শব্দ আছে।

হানাফীঃ সর্বদা শব্দ আছে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হানাফিদের কি অবস্থা যে, আবরীতে যখন ফেলে মুজারে এর পূর্বে كان(কানা) শব্দ আসে, তখন সর্বদা, লাগাতার অর্থ দেয়।

হানাফীঃ এটা কি পাক্কা, সঠিক কথা?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কেন নয়? এটা মূলনীতি। এর বিপরীতে আপনি একটা হাওয়ালাও দেখাতে পারবেন না। আর যখন রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন কাজের উপর كان (কানা) শব্দ আসে, তখন আমরা আহলে হাদীসগণ তাকে সর্বদা এর জন্য গ্রহণ করি।

হানাফীঃ ভাই! এটাও দেখছি যে, আপনি কোন পর্যন্ত এ কানুন এর উপর চলতে পারেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীস যখন কোন কানুন বর্ণনা করে, তখন তার উপর পরিপূর্ণভাবে তা পালন করে, তার উপর চলে। যদি নিজের ওয়াদা নিয়ে ধোঁকাবাজি করে, তবে সে আহলে হাদীস হবে না। তাই না?

হানাফীঃ আমার খেয়াল হলো যে, আপনাকে বুখারী শরীফ থেকে কিছু হাওয়ালা দেখিয়ে আপনার অহংকার ভেঙ্গে দিব, এবং আপনাকে ওয়াদা খেলাফী গায়রে মুকাল্লিদ প্রমাণ করব আপনার কথা অনুযায়ী।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বুখারী শরীফে এমন কোন হাদীস নেই যা "মাযি ইস্তেমরারী" এর সিগায় এসেছে, এবং কোন দুর্ভাগাও নেই যে তা অস্বীকার করতে পারে।

হানাফীঃ আপনি জুতা খুলে নামায পড়েন না কি জুতা খুলে নামায পড়েন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা দু'ভাবেই পড়া জায়েয মনে করি। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কখনো জুতা পরে নামায পড়তেন, কখনো জুতা খুলে নামায পড়তেন।

হানাফীঃ দেখুন! ১. বুখারী শরীফ, জুতা পরিধান করে নামায পড়া অনুচ্ছেদ। ১/৫৪ এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في نعليه

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পায়ে নামায আদায় করতেন। এ হাদীস বুখারীতেও আছে, এবং ফেলে মুজারে এর উপর **كان** শব্দও আছে। তবে জুতা খুলে নামায আদায় করা বুখারী শরীফের হাদীসের খেলাফ। এবং মাজি ইস্তেমরারীরও খেলাফ।

২. দ্বিতীয় হাদীস **كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ** রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন যায়নাবের মেয়ে উমামা রাযি.কে উঠিয়ে। (বুখারী ১/৭৪ **بَاب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقه فِي الصَّلَاةِ**) এখানেও মুজারের উপর **كان** শব্দও আছে। আপনার কথা অনুযায়ী মাজি ইস্তেমরারীও আছে। আপনি

কত নামাযে এই হাদীসের আমল ছেড়ে দুর্ভাগা হয়েছেন? আপনি এই দুর্ভাগাদের মধ্যে একা না কি সকল গায়রে মুকাল্লিদও?

৩. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি. এর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আর তিনি হায়েযা ছিলেন। (বুখারী ১/৪৪ بَاب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ) এ হাদীস বুখারী শরীফেরও, এখানেও মুজারের উপর كان শব্দও আছে। যা আপনাদের নিকট মাজি ইস্তেমরারী হয়। আপনি এই মাজি ইস্তেমরারীর উপর কত বার আমল করেছেন? আর আপনার স্ত্রীর কোলে তার হায়েয আবস্থায় মাথা রেখে কুরআন পড়েছেন। বা আপনাদের কথা অনুযায়ী ঐ সুন্নাতকে এবং মাজি ইস্তেমরারীকে ছেড়ে দুর্ভাগাই হয়েছেন।

৪. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

আমি হায়েয অবস্থায় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল আঁচড়াতাম। (বুখারী ১/৪৩ بَاب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ) এ হাদীসও বুখারী শরীফের এবং এখানেও মুজারের উপর كان শব্দও আছে। অর্থাৎ আপনাদের কথা অনুযায়ী মাজি ইস্তেমরারী, এবং মাজি ইস্তেমরারী ছেড়ে দেয়া দুর্ভাগাও। আপনি এ হাদীসের উপর কত বার আমল করেছেন? নাকি এখনো আমল ছেড়ে দিয়ে দুর্ভাগার খাতায় নাম লেখিয়েছেন?

৫. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর নামায আদায় করতেন। (বুখারী ১/৫৮ بَاب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ)

এই হাদীসও বুখারীর, এতে আপনার পরিপূর্ণ শর্তও আছে। মাজি ইস্তেমরারীও। আপনার কথা অনুযায়ী অর্থ হবে, কেউ তার সওয়ারী থেকে নেমে নামায আদায় করেনি। আপনি আপনার যিন্দেগীর প্রত্যেক নামায এমনকি শেষ নামাযও সওয়ারীর উপর পড়বেন। (যেভাবে অনুবাদ রফয়ে ইয়াদাইনের ভিতর করেন) এ অনুবাদও হুবাহু ঐরকম। এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই

মাজি ইস্তেমরারীর উপর সর্বদা আমল করেছেন না কি সর্বদা আমল ছেড়ে দুর্ভাগা হয়ে আছেন?

৬. হযরত আনাস রাযি. বলেন,

كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলের বাসস্থানে নামায আদায় করতেন। (বুখারী ১/৬১ بَاب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) এ হাদীসও বুখারী শরীফের। ফেলে মুজারের উপর كَانَ এসছে। আপনাদের কথা অনুযায়ী মাজি ইস্তেমরারীও। একে যে ছেড়ে দেয় সে দুর্ভাগাও। আপনি যদি আমাকে বলার অধিকার দেন, তবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব যে, আপনি এই মাজি ইস্তেমরারীর উপর কতবার আমল করেছেন। আর ছাগলের বাসস্থানে কতবার নামায আদায় করেছেন? নাকি সারা জীবন এই হাদীসকে ছেড়ে দুর্ভাগাই ধাকবেন?

৭. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ইশার নামায দেরি করে পড়তেন। (বুখারী ১/৮০ بَاب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ) এ হাদীসটি বুখারীর হওয়ার সাথে সাথে মাজি ইস্তেমরারীও। জনাব আপনার মসজিদে এর উপর কতখানি আমল হয়? নাকি মাজি ইস্তেমরারী ছেড়ে দুর্ভাগা হচ্ছেন?

৮. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পূর্বে ঘুমানো ও ইশার পর কথা বার্তা বলাকে অপসন্দ করতেন। (বুখারী ১/৮০ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ) এখানেও মাজি ইস্তেমরারী। ইশার পর সর্বদাই কি সাথে সাথে শুয়ে পড়েন? নাকি কথাবার্তা বলে দুর্ভাগা হচ্ছেন?

৯. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ অবস্থায় মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন, আমি হায়েয অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম। (বুখারী শরীফ ১/৪৪ بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ) হাদীস বুখারী শরীফের। এবং মাজি ইস্তেমরারীও। আপনার পূর্ণ যেন্দেগীতে কখনো ই’তিকাফে বসে হায়েযা স্ত্রী থেকে মাথা ধুয়েছেন? নাকি এখনো দুর্ভাগা আছেন?

১০. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ

আমি এবং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একপাত্র থেকে গোসল করেছিলাম আমরা দু'জনই নাপাক ছিলাম। (বুখারী ১/৪৪ **بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ**) জনাব আপনি মাজি ইস্তেমরারীর ভয় দিয়েছিলেন, আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কতবার একপাত্র থেকে গোসল করেছেন? নাকি দুর্ভাগা হয়ে আছেন?

১১. হযরত আনাস রাযি. বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে সকল স্ত্রীর কাছে ঘুরেছেন। তখন তার স্ত্রী নয় জন ছিল। (বুখারী শরীফ **بَاب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ**) তিনি শেষ রাতে একবারই গোসল করেছিলেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সর্বদা পবিত্র থাকা পসন্দ করতেন। আর এ কথার উপর সকলে একমত যে, এ ঘটনা একবারই। তারপরও ফেলে মুজারের উপর كَانَ এসছে এবং এস্তেমরারীও। যদি ইস্তেমরারীর অর্থ করা হয়, যা আপনারা রফয়ে ইয়াদাইনে করেন, তবে এ আমল রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরা যিন্দেগীর হবে। যারা এটা ছাড়বে তারা সকলেই দুর্ভাগা হবে।

আমি এ সকল জায়গা বুখারী শরীফ থেকে পেশ করেছি, এ বিষয়ে আপনার কি মতামত?

গায়রে মুকাল্লিদ: ঐ সকল হাদীস ছেড়ে দিন, আমি যে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস পেশ করেছি, সে বিষয়ে কথা বলেন।

হানাফী: আমার ভাই! ঐখানে এক كَانَ আর এখানে আরেক كَانَ ?

গায়রে মুকাল্লিদ: আমার উদ্দেশ্য তো অন্য কিছু নয়, কথা এরই হোক। আপনি এত হাদীস পেশ করলেন? আমি তার উত্তর কিভাবে দিব?

হানাফী: আমি এ كَانَ যুক্ত হাদীস পেশ করে এটা বুঝাতে চেয়েছি যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবন পর্যন্ত সর্বদা ছাগলের বাসস্থানে নামায আদায় করেননি, তারপরও মুজারের উপর كَانَ আছে। সর্বদা সওয়ারীর উপর নামায আদায় করেননি, তারপরও মুজারের উপর كَانَ আছে। পূর্বে **১১** হাদীসে

যে কথা উল্লেখ করেছি, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পুরো জীবন আমল করেননি। বরং দু'এক বার করেছেন। তো যেভাবে ঐ সকল হাদীসে মুজারের উপর كَانَ আসা সত্ত্বেও ঐ সকল কাজকে সারা জীবনের কাজ বলতে পারেননা, ঐরকমভাবে كان يرفع يديه থেকে পুরো যেন্দেগী রফয়ে ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয় না। যদি তা থেকে পুরো জীবন রফয়ে ইয়াদাইন করা বুঝাতো তবে উল্লেখিত কাজগুলোও পুরো জীবনের আমল হিসেবে প্রমাণিত হত। আপনি যদি ঐ সকল কাজ কে পুরো জীবনের আমল মানতে তৈরী না থাকেন, তবে আমরাও মুজারের উপর كان আসার কারণে পুরো যিন্দেগীর আমল মানতে তৈরী নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ একটু বুখারীর كَانَ ওয়ালা হাদীস দেখে কথা বলুন।

হানাফীঃ ভাই! দেখুন, আমি ১১ টি হাদীস উদাহরণস্বরূপ দিয়েছি, এবং তা বুখারী শরীফ থেকেই, আর আপনি পুণরায় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন যে, ঐ হাদীস দেখব? এই হাদীসের দিকে যদি এসে যান তবে ঐ كَانَ এর জন্য আপনাকে বেশী মুল্য দিতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার মূল্য দিতে হবে না, হানাফীদের দিতে হবে। আমাকে কিভাবে বেশী মূল্য দিতে? একটু বর্ণনা করুন।

হানাফীঃ একটু দেখুন, বুখারী শরীফ ১/১০২আছে, بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الِافْتِتَاحِ سَوَاءً এ শব্দ আছে, كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন কাঁধ পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এখানে মুজারের উপর كَانَ আছে। আর এ থেকে আপনাদের ইসতিদলাল। এখন দেখুন, স্পষ্ট এভাবে হবে যে, এক হলো, তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা। দ্বিতীয় হলো, রুকুতে যেতে। যেভাবে وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا থেকে প্রমাণিত হয়, এ হাদীস থেকে দু'টি জিনিস প্রমাণিত হয়, ১. রফয়ে ইয়াদাইন উল্লেখিত তিন জায়গায় করা। ২. কাঁধ পর্যন্ত করা। যেভাবে كَانَ রফয়ে ইয়াদাইনের সাথে লাগে। আপনাদের কথা অনুযায়ী রফয়ে ইয়াদাইন সর্বদার জন্য প্রমাণিত করা। ঐ রকমভাবে كَانَ রফয়ে ইয়াদাইনের সাথেও লাগে। আর কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো আপনাদের কথা অনুসারে প্রমাণিত হয়।

একটু সহজ হওয়ার জন্য আরো স্পষ্ট করে বলছি যে, كَانَ শব্দটা দু'টি কাজকেই সর্বদা প্রমাণ করল। এক হাত উঠানো, দুই কাঁধ পর্যন্ত উঠানো। যদি সর্বদা এর অর্থ হাত উঠানোর জন্য প্রমাণিত হয়, তবে সব সূরতেই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো প্রমাণিত হবে, কেননা একই বাক্য। তবে হাদীসের অর্থ হবে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত তিন জায়গায় সর্বদা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ একেবারেই সঠিক। আমরা মানি, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, এবং কাঁধ পর্যন্তই করেছেন। যেভাবে উল্লেখিত হাদীস থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, এখন এ হাদীসকে কে অস্বীকার করবে?

হানাফীঃ আপনি এখনই অস্বীকার করবেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু আপনি রাগানোর কথা বলছেন।

হানাফীঃ প্রিয়! যখন কাউকে তার দোষ বলা হয়, তখন সে অসন্তুষ্ট হয়। আপনার অসন্তুষ্ট না হওয়া উচিত। বরং নিজের ভুল মেনে নেওয়া উচিত যে, আমরা ওয়াহহাবী এক কথার উপর অটল থাকিনা। আমি আরয করছি দেখুন আমার হাতে মুসলিম শরীফ, ১/১৬৮ আছে, بَاب اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ এতে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস মালেক ইবনে হুওয়ায়রিস রাযি. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ

নিশ্চয় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন।

এখন দেখুন! এ হাদীসে কান পর্যন্ত হাত উঠানোর আলোচনা। আর বুখারীর উল্লেখিত বর্ণনায় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাঁধ পর্যন্ত বর্ণনা। এখন দু' বর্ণনাতেই كَانَ শব্দ আছে। আপনার কথা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ সর্বদা করেছেন। তবে যদি বুখারীর কাঁধ পর্যন্ত হাদীস সহীহ হয়, তবে মুসলিমের কান পর্যন্ত হাদীস ভুল ও মনগড়া। আর যদি মুসলিমের কান পর্যন্ত হাদীস সহীহ হয় তবে বুখারীর কাঁধ পর্যন্ত হাদীস ভুল বলতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দু'টি বর্ণনার কোন একটি ভুল কিভাবে মানা লাগবে? এটা আমার বুঝে আসছেনা।

হানাফীঃ যদি জেনে শুনে বুঝতে না চান তবে অন্য কথা, আমি অপারগ। আর যদি বাস্তবেই না বুঝেন তবে আমি বুঝানোর জন্য বসেছি, বুঝিয়েই ছাড়বো। খেয়াল করুন। বুখারী শরীফের হাদীস আপনি মেনে নিলেন যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবন পর্যন্ত কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন। যেভাবে রফয়ে ইয়াদাইন থেকে খালি কোন নামায নয়, সে রকমভাবে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো থেকেও কোন নামায খালি নয়। যখন কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো ব্যতিক্রমহীন প্রমাণ হলো, তবে মুসলিমে কান পর্যন্ত হাত উঠানোর বর্ণনা এসেছে, তার কি করব? তাকে সহীহ বলব না কি যয়ীফ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ মুসলিম শরীফও হাদীসের কিতাব। তার হাদীসও সহীহ। তাকে যয়ীফ কিভাবে বলা যায়?

হানাফীঃ এখন এটা বুখারী শরীফের হাদীসের সাথে টক্কর থেকে যাচ্ছে, এ টক্করকে কিভাবে শেষ করব?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আসল কথা হলো, আমার ভুল হয়েছে যে, আমি অনুবাদ করতে সর্বদা শব্দ বাড়িয়ে দিয়েছি। এর থেকে সবকিছুই উলোট পালোট হয়ে গিয়েছে। "সর্বদা" শব্দ এর জায়গায় "কখনো" অনুবাদ করা সঠিক। যাতে দুই বর্ণনাকেই সহীহ মানা যায়। এবং দু' হাদীস থেকে কোন একটা হাদীসের অস্বীকার করা থেকে বাঁচা যায়। এখন বুখারীর হাদীসের অর্থ হলো, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। (আর মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী কান পর্যন্ত)

হানাফীঃ আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার জ্ঞানে অনেক তাড়াতাড়ি এ কথা ঢেলে দিলেন, সঠিক অনুবাদ হলো, "সর্বদা কাঁধ পর্যন" নয়, বরং "কখনো কান পর্যন্ত"। যদি অনুমতি দেন তবে একটু প্রশ্ন করি, অনুবাদ থেকে "সর্বদা" শব্দটা কেটে কোন অপরাগতায় "কখনো" শব্দ ব্যবহার করেলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ অপরাগতা এটা ছিল যে, যদি বুখারী, বা মুসলিমের হাদীসে "সর্বদা" অনুবাদ করলে কোন একটি হাদীস অস্বীকার করতে হচ্ছে। এ জন্য "কখনো" অনুবাদ করব। যাতে দু'টি রেওয়াতের উপরই আমল করা সম্ভব হয়। আর কোনটাকে অস্বীকার করা না লাগে।

হানাফীঃ ভাই জান! অনেক ভাল! আপনি একটা কানুন বুঝে নিলেন যে, যেখানে দু'টি হাদীস একে অপরের বিরোধ হয়, সেখানে দু'টিকে মিল করার কোন সুরত পয়দা করতে হয়, হাদীস অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করার চেয়ে মিল দেওয়া সঠিক ও উত্তম। আমরাও তো এ কথা বলি যে, যেভাবে

আপনি অনুবাদে “সর্বদা” শব্দ বাড়িয়ে একটি ভুল করেছেন এবং পুনরায় তাকে মেনেও নিয়েছেন। ঐ রকম ভাবে অন্য জায়গাতেও আপনি “সর্বদা” শব্দ বাড়িয়ে অনেক অনেক হাদীসের ভাণ্ডার অস্বীকার করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সে রকম জায়গা কোথায় যেখানে আমরা “সর্বদা” শব্দ বাড়িয়ে ভুল করেছি?

হানাফীঃ দ্বিতীয় স্থান “রফয়ে ইয়াদাইন” এর, যেখানে আপনারা রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে মাথা উঠাতে **“সবদা”** হাত উঠাতেন। এটাও প্রথম ভুলের মত দ্বিতীয় ভুল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কাঁধ পর্যন্ত “সর্বদা” হাত উঠানোর ক্ষেত্রে তো আমি দু’টি হাদীসের বৈপরিত্ত্বের কারণে আমি তা সুধারিয়ে নিয়েছি। কিন্তু রফয়ে ইয়াদাইনের মধ্যে তো কোন বৈপরিত্ত্বই নেই। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা রুকুতে যেতে এবং তা থেকে মাথা উঠানোর সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

হানাফীঃ হয়ত যে আপনাকে রফয়ে ইয়াদাইন করা শুরু করিয়েছে, তিনি শুধু রফয়ে ইয়াদাইন করারই হাদীস দেখিয়েছে। অন্য দিকে রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস সে দেখায়নি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অন্য দিকে রফয়ে ইয়াদাইন না করার তো হাদীসই নেই। আপনাদের নিকট তো শুধু ইমামদের কথা আছে। মারফু, মাওকুফ হাদীসও তাদের কাছে নেই। আমি বুখারী শরীফ থেকে ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস পেশ করেছি। আপনি ইবনে ওমর রাযি. থেকে রফয়ে ইয়াদাইন ছাড়ার হাদীস দেখাতে পারবেন?

হানাফীঃ আল্লাহর ফযলে আমরা রফয়ে ইয়াদাইন ছাড়ার হাদীস ইবনে ওমর রাযি. থেকেই দেখাতে পারি। আপনার মানার যোগ্যতা অর্জন করুন। মেনে নিন। এই যে, আমার হাতে “মুসনাদে হুমায়দি”। এখানের ২/২৭৭ এ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে,

إذا أفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন, আর যখন রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে মাথা উঠানোর ইচ্ছা

করতেন, তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। হাদীসটি মারফুও এবং হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিতও। এখন দেখি, হাদীস দু'টি দেখে কি ফায়সালা করেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: হাদীসটি মুনকাতি' অর্থাৎ সনদে বিচ্ছিন্ন। কেননা হুমায়দির যুহরীর সাথে মুলাকাত হয়নি। মাঝখানে বর্ণনাকারী গায়েব।

হানাফী: ভাই! যয়ীফ শব্দ তো আপনারা বাচ্চাদেরকেও এমনভাবে শেখান যে, যখনই কোন কথা হবে, যেমন হাদীস হোক, এ বিষয়ে ইলম থাক বা না থাক, সাথে সাথে যয়ীফ বলবে। আল্লাহর নামও এত মুখস্থ নয়, যত যয়ীফ শব্দটা মুখস্থ। যে নুসখা আপনার নিকটে আছে, তাতে হুমায়দি ও যুহরীর মাঝে কোন সুফয়ান নেই। এই নিন, আমার নিকট যে নুসখা আছে, তাতে সুফয়ান আছে। এখন মেনে নিন যে, হাদীস যয়ীফ, মুনকাতি নয়। মারফু এবং মুত্তাসিল।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমার নুসখাতে হুমায়দি ও যুহরী এর মাঝখানে বর্ণনাকারী নেই, তাই আমি মানবনা।

হানাফী: এ কথার উদ্দেশ্য হল, আপনার নিকট যে কিতাব আছে, তার উপর আপনার ভরসা অন্যের উপর নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ: এখন আমি কি করব? এক নুসখাতে সুফয়ান আছে, অন্য নুসখায় নেই। আপনি বলুন।

হানাফী: অন্য কারো নসিহত এবং কথা মানবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: কেন নয়? অবশ্যয়, আমাদের উলামায়ে কেরাম তো সঠিক কথা বলেন।

হানাফী: এই নিন, আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদ গ্রুপের মুহাক্কিক মাওলানা ইরশাদুল্লাহ আসরী এখনো জীবিত। তার কিতাব "নয়ী কাউশ কা তাহকীকী জায়েযাহ" নামক কিতাবে ২৫ পৃষ্ঠাতে লেখেন, "মুসনাদে হুমায়দিতে হুমায়দির পর সুফয়ানের নাম ভুলে পড়ে গেছে। এই অনুচ্ছেদ পুরো দেখা হোক। যেখানে হুমায়দির পর যুহরী। এদু'জনের মাঝে সুফয়ান আছে। কিন্তু এ হাদীস বর্ণনায় কিছু কিছু নুসখাতে না থাকে, তবে ভুলে ছুটে গেছে।"

আমার ভাই! আপনি যদি বানোয়াটি না থাকে, আর যদি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রেমিক হন, তবে একে মুত্তাসিল, মারফু, এবং সহীহ হাদীস মেনে নিন।

গায়রে মুকাল্লিদ: হাদীস তো আপনি পেশ করলেন, কিন্তু না জানি হুমায়দি কে? তার অবস্থান কি? তার কিতাবের কি অবস্থান?

হানাফী: ভাই জান! দুআ করুন! আল্লাহ তা'আলা জিদ এর অসুস্থতা কাউকেই না দিক। এ ইমাম হুমায়দি রহ. ইমাম বুখারীর উস্তাদ। যার পরিপূর্ণ নাম "আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর" মৃত্যু ২১৯ হিজরী।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইমাম বুখারী রহ. তার ছাত্র কিভাবে হতে পারে? এর দলিল চাই। দলিল ব্যতিত মানব না। ইমাম বুখারী রহ. কি বুখারী শরীফে তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন?

হানাফী: ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আলহুমায়দি রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদে মুহতারাম। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসের বর্ণনাকারী। বুখারী শরীফের ১/২ এর হাদীস **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** এর বর্ণনাকারী। যদি আপনাদের কথা অনুযায়ী হুমায়দি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে মুসনাদে হুমায়দি অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে বুখারী শরীফের কি অবস্থা হবে? যেখানে কয়েকটি জায়গায় হুমায়দি এর বর্ণনায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদ: এ হাদীস তো যেভাবে মাওলানা ইরশাদুল হক বলেছেন যে, সুফয়ান এর নাম ভুলে রয়ে গেছে। সহীহ প্রমাণিত হলে, সহীহ প্রমাণিত হবে। এটা ব্যতিত অন্য হাদীস দেখান।

হানাফী: অন্য অনেক হাদীস আছে, আপনি মানার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই নিন, "সহীহ আবু আওয়ানা" ২/৯০ রফউল ইয়াদাইন পরিচ্ছেদ এ হযরত আব্দুলল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে হাদীস আছে যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি দেখেছি যে,

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ،

যখন নামায শুরু করতেন, তখন দু'হাত কান বরাবর উঠাতেন, কেউ কেউ বলেছেন, কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এবং যখন রুকু করতেন, রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন দু'হাত উঠাতেন না। কেউ কেউ বলেছেন যে, সিজদাতেও হাত উঠাতেন না, দু'টির কথা একই।

গায়রে মুকাল্লিদ: এ কিতাব কি ঠিক? এর লেখক কি গ্রহণযোগ্য?

হানাফী: আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী এ কিতাব সম্পর্কে লেখেন যে, সহীহ আবু আওয়ানা এর সনদ সহীহ হওয়া তো প্রকাশ্য।

কেননা তিনি তার কিতাবে সহীহ হওয়ার শর্তই গ্রহণ করেছেন। (তাহকীকুল কালাম ১২২)

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! আমি বুখারী শরীফের হাদীস দেখিয়েছি। আপনি বুখারী শরীফ থেকে হাদীস দেখান যে, যেখানে তাকবীরে তাহরীমার রফয়ে ইয়াদাইন হবে, অন্য জায়গায় হবে না।

হানাফীঃ ভাই জান! যদি বুখারী শরীফে হাদীস না পাওয়া যায়, তবে অন্য কিতাব মানবেন না? অন্য কিতাবের সব হাদীস তো যয়ীফ নয়? হাদীস সহীহ হতে হবে, যে কিতাবেই থাকুক।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! বুখারী শরীফ কে আজ পর্যন্ত কেউ ভুল বলেনি। আর না বুখারীর কোন বর্ণনার উপর কোন অভিযোগ তুলেছে।

হানাফীঃ বুখারী শরীফের অনেক হাদীসের উপর অনেকেই অভিযোগ করেছেন। আর হতেও পারে। কিন্তু এখানে সব অভিযোগ পেশ করা কঠিন। কাজ লম্বা হয়ে যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অন্য কেউ অভিযোগ তুললে তুলতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আহলে হাদীস পয়দা হয়নি যে, বুখারী শরীফের উপর যাররাহ পরিমাণ অভিযোগের শব্দ ব্যবহার করেছে।

হানাফীঃ আপনি দাবী করতে অনেক বড় দাবী করেন, আর ভালভাবেই ফেসে যান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি বলছি যে, বুখারী শরীফের উপর কোন আহলে হাদীস অভিযোগ করেনি, করলে কেন দেখাচ্ছেন না?

হানাফীঃ ভাই জান! আপনি অনেক গরম হয়ে গেছেন। আমার নিকট দলিল আছে। হাকীম ফয়েয আলম সিদ্দীকী জাহলমী গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভী। তার "সিদ্দীকা কায়েনাত" নামক কিতাবে লেখেন, যে বুখারীর সমস্ত বর্ণনা সহীহ মনে করে, তার জ্ঞান বুদ্ধির মুত্যুশোকে কান্না করতে ইচ্ছা করে। (পৃ. ১১৩)। কেউ লেখেন, ইমাম বুখারী "মারফুউল কলম" (যার উপর থেকে ভুল তুলে নেওয়া হয়)। (পৃ. ১১৩)। বুখারী শরীফে জাল ও মনগড়া কথা আছে। (পৃ. ৮৮)। এখন বলুন, এ অভিযোগকারী গায়রে মুকাল্লিদ কি না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! আমি আপনার থেকে বুখারী শরীফেল দলিল চেয়েছিলাম যে, যাতে তাকবীরে তাহরীমায় রফয়ে ইয়াদাইন থাকবে, রুকু ও সিজদার রফয়ে ইয়াদাইন থাকবেনা। হাদীস থাকলে দেখান, না থাকলে অস্বীকার করেন।

হানাফী: ভাই! এ সকল প্রশ্নগুলি আপনি করেছেন, আর আমি তার উত্তর দিয়েছি। তারপর পাঁয়তারা বদলিয়ে রফয়ে ইয়াদাইনের দিকে চলে এসেছেন। প্রথমে যে কোন হাদীস দেখানোর কথা বলেছিলেন, তখন মুসনাদে হুমায়দি ও মুসনাদে আবী আওয়ানা দেখালে এখন বুখারী শরীফ থেকে হাদীস দেখতে চাচ্ছেন? তাও পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে সহীহ হাদীস মেনে নিন। আমার হাতে বুখারী শরীফ। **১/১১৪**, তাশাহহুদে বসার সুন্নাত পরিচ্ছেদে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা বলেন,

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের সাথে তাশরীফ নিলেন, আমরা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের আলোচনা করলাম, তখন আবু হুমায়দ সায়েদী বললেন যে, আমি তোমাদের থেকে রাসূল রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায অধিক স্বরণে রেখেছি, আমি তাকে দেখলাম, যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন, হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠালেন, যখন রুকু করলেন, তখন হাত দ্বারা হাঁটুকে আকড়ে ধরলেন, আর যখন মাথা উঠালেন, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এমনকি প্রত্যেক জোড়া তার আপন জায়গায় পৌঁছলো।

দেখুন! এ হাদীসে শুধুমাত্র একটি রফয়ে ইয়াদাইন, যা আবু হুমায়দ সায়েদী বর্ণনা করেন। রুকুতে যেতে ও উঠাতে রফয়ে ইয়াদাইন নেই। আর মজার ব্যাপার হলো, আবু হুমায়দ সায়েদী বলেন, رَأَيْتُهُ আমি খোদ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। এখন আপনার বুখারীর শর্তও পুরো হয়ে গেল, হাদীস মারফুও। এখানে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার রফয়ে ইয়াদাইন আছে, রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন নেই। আপনার সমস্ত শর্ত পূর্ণ হয়ে গেল। এখন গায়রে মুকাল্লিদের জিদ ছেড়ে দিন এবং মেনে নিন।

গায়রে মুকাল্লিদ: এ হাদীসকে আমি কিভাবে মানতে পারি? এখানে রুকুর রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা করা হয়নি। অন্য রফয়ে ইয়াদাইন না করা এ থেকে প্রমাণিত হয় না।

হানাফী: ভাই জান, শান্ত মনে ভাবুন, এখানে যদি সাহাবায়ে কেরাম রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা আলোচনা না করতেন, তবে ভিন্ন কথা ছিল। যখন প্রথম

বার রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা করেছেন, আর রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন আলোচনা করেননি, এবং বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করতে দেখেছি। যেহেতু তিনি তাকবীরে তাহরীমার রফয়ে ইয়াদাইন দেখেছেন, সেহেতু তাকে বর্ণনা করেছেন, আর যদি রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখতেন, তবে অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

জানা গেল যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমার রফয়ে ইয়াদাইন দেখেছেন, এবং রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন দেখেননি, এ জন্য তাকে বর্ণনাও করেননি।

গায়রে মুকাল্লিদ: একটি জিনিষের আলোচনা না করা দ্বারা সে জিনিষের না হওয়াকে অবশ্যক করেনা।

হানাফী: ভাই আপনি সেই প্রশ্নই করেছেন, যার উত্তর আমি পেশ করেছি। বাকি আপনি আমাকে এ কানুন এর ভয় দেখাতে পারবেন না, আলোচনা না করা, কোন জিনিষ আলোচনা না করার দ্বারা তার না হওয়া অবশ্যক নয়। কেননা শুধুমাত্র এটা কানুন নয়, বরং এ কানুনও আছে যে, السكوت في معرض البيان بيان এমন কোন জায়গা, যেখানে একটা জিনিষ বর্ণনা করার দরকার ছিল, সেখানে তা বর্ণনা না করার উদ্দেশ্য হল, ঐ জিনিষের আলোচনা না করাই উদ্দেশ্য। এ জন্য এখানের এ হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা না করা বরং চুপ থাকার উদ্দেশ্য তা ছেড়ে দেওয়াই। বাকি থাকল আপনার "আলোচনা না করা" এর কানুন, কেননা ইমাম বুখারী রহ. আপনার এ কানুনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন। দেখুন বুখারী শরীফ ১/১৩৮ এ উল্লেখ আছে,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

নিশ্চয় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ইস্তেস্কা নামাযে চাদর উল্টাননি।

এখন এ কথা কোথেকে প্রমাণিত হলো? এ জন্য সামনে হাদীস লেখেন وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ যেহেতু চাদর উল্টানোর আলোচন নেই, সেহেতু প্রমাণিতও নয়। ইমাম বুখারী রহ. একথা বলতে চান যে, আলোচনা না করা প্রমাণিত না হওয়া আবশ্যক হয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: এ হাদীসে তো সানা এর আলোচনাও নেই, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ফাতেহা, অন্য সূরা, ও তাশাহহুদেরও আলোচনা নেই। আপনার কানুন অনুযায়ী তো এ সকল জিনিষও হবেনা।

হানাফীঃ ভাই! যদি হাদীসের শব্দের উপর যদি গবেষণা করতেন, তবে এ জাতীয় প্রশ্ন আসতো না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হাদীসে কোন শব্দ আছে যা আমার বুঝে আসে না?

হানাফীঃ আমার ভাই! আপনার رَأَيْتُهُ (আমি তাকে দেখলাম) বুঝে আসছে না। এখানে رؤية শব্দ থেকে, যেহেতু আপনি যে সকল জিনিষের আলোচনা করেছেন, তা হাদীসে নেই। তার সম্পর্ক শুনার সাথে। সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ফাতেহা, সূরা এসকল জিনিষ শুনা যায়, দেখা যায়না। সাহাবী রাযি. বলেন, আমি যা দেখেছি, তা হলো শুধু প্রথম রফয়ে ইয়াদাইন। রফয়ে ইয়াদাইন এমন একটা আমল, যা দেখা যায়। তার সম্পর্ক رؤية এর সাথে। আপনার প্রশ্ন এ কেমন উল্টা যে, সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এর আলোচনা নেই। আরে ভাই! এ হাদীসে ঐ সকল আমলের আলোচনা হচ্ছে যে, যার সম্পর্ক رؤية দেখা এর সাথে। যে আমলের সম্পর্ক শুনার সাথে, তা তো এ হাদীসে স্পর্শও (আলোচনাও) করা হয়নি। এ জন্য রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের رؤية দেখার মধ্যে শুধু রফয়ে ইয়াদাইন, রুকুর নয়। যদি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর রফয়ে ইয়াদাইন করতেন, তবে তা দেখার মধ্যে চলে আসতো। যেহেতু রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, তাই তা দেখার মধ্যেও আসেনি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইন কাঁধ পর্যন্ত। আর হানাফীগণ কান পর্যন্ত তুলে। এ বর্ণনা তো আপনাদের কাজের থাকল না।

হানাফীঃ আরে ভাই! আপনি যদি আমাদের কিতাব অধ্যায়ন করতেন, তবে এ জাতীয় প্রশ্ন করতেন না। আমাদের কিতাবে আছে যে, রফয়ে ইয়াদাইন ঐভাবে করবে যে, হাতের নিচের অংশ কাঁধ বরাবর হবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর হবে, আর অন্য আঙ্গুলসমূহ কানের উপরের অংশ বরাবর হবে। তিন হাদীসের উপরই আমল হয়ে যাবে। এ হাদীস আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত তখন হত, যখন কাঁধ পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদাইনের অস্বীকারকারী হতো। আমরা কান পর্যন্তের হাদীস এবং কাঁধ পর্যন্তের হাদীস দু'টির আমল করছি যাতে কোন সুন্নাত এর আমল বাদ না থাকে। (আওজাযুল মাসালিক ২/৪২,৪৩ নামাযের প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ, শায়খ যাকারিয়া রহ.)

গায়রে মুকাল্লিদঃ বুখারী শরীফের এই হাদীসের শেষ অংশ আহনাফের বিপরীত। কেননা এ হাদীসে তাশাহহুদে বসার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে,

তা হলো, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম পাকে ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসেছে। এ পদ্ধতি শেষ বৈঠকের জন্য ছিল। কিন্তু হানাফীগণ ডান পাকে খাড়া করে বাম পাকে বিছিয়ে তার উপর বসে, তবে হাদীসের শেষ অংশ কেন মানেনা?

হানাফী: প্রশ্ন করতে না শব্দের দিকে খেয়াল রাখেন, না অর্থের দিকে খেয়াল রাখেন। শুধু প্রশ্ন করারই ইচ্ছা প্রবল, তবে আপনি নিজে নিজেই ভুলে যান। হাদীস শরীফের শব্দের উপর খেয়াল করুন- বুখারী ১/১১৪

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِه

একটু قَدَّمَ শব্দের উপর লক্ষ করুন। **قَدَّمَ** শব্দের অর্থ একদিকে বের করা নয়, বরং সামনে বের করা। তাশাহহুদে আপনারাও সামনে বের করেননা, আমরাও করিনা। যেভাবে হাদীসের শেষাংশ আমাদের বিপরীত, তেমনিভাবে আপনাদেরও বিপরীত। বরং আমরা কখনো কখনো এর উপর ওজর অবস্থায় আমলও করি, আর একে ওজর উপর ধর্তব্য করি। তবে এ দিকে লক্ষ করে আমরা হাদীসের প্রথমাংশ ও শেষাংশ আমাদের পক্ষের। আর আপনাদের পক্ষে শুধুমাত্র উলামায়ে কেরামের উপর ঘৃণা, হিংসা বিদ্বেষ।

গায়রে মুকাল্লিদ: অশ্চর্যের কথা! প্রত্যেক হাদীস নিজেদের পক্ষে বানিয়ে নিচ্ছেন। আমি হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনা বুখারী শরীফ ১/১০২ থেকে পেশ করেছি, সেখানে রুকু করার সময় তিনটি আমল ছিল, ১. তাকবীর বলা। ২. রফয়ে ইয়াদাইন করা। ৩. রুকু করা। দেখুন! ডাক্তার যখন রোগীকে ঔষুধ দেয়, তখন সে তিনটি দেয়, আর রোগী ঔষধ ব্যবহার করে, আর একটি বের করে ফেলে দেয়, তবে সে রোগী ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করলনা। বরং তার বিপরীত কাজ করল। এ থেকে সুস্থা কবে হবে? আপনারাও তিনটি আমলের মধ্য থেকে রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দিয়েছেন, আর দু'টির উপর আমল করেছেন, আপনারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেননি।

হানাফী: প্রিয় ভাই! এ উদাহরণ থেকে অন্য কাউকে ধোঁকা দেয়া। আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো, প্রথম দিন ডাক্তার ঔষধ তিনটা দেয়, দ্বিতীয় দিন একটি কমিয়ে দেন, তবে দ্বিতীয় দিনের এ কমানো টা ডাক্তার সাহেবরই পরামর্শ বলা হবে।

গায়রে মুকাল্লিদ: আরয করছি যে, বুখারী শরীফের ১/১০২ থেকে হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনা পেশ করেছি। তাতে রুকু করতে তিনটি কাজ। আপনি

বলছেন যে, ডাক্তার একটি ঔষধ কমিয়ে দিয়েছেন, তবে আপনি আমাকে বুখারী শরীফ থেকে হাদীস দেখান যেখানে রুকুর সময় কাজ দু'টির আলোচনা, রুকু ও তাকবীর। রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা নেই। তারপর প্রমাণ হবে যে, ডাক্তার সাহেব একটি ঔষধ কমিয়েছেন।

হানাফীঃ পূর্বের দাবীর মত আপনার এ দাবীও পূর্ণ করা হবে ইনশাআল্লাহ! কিন্তু হিম্মত শর্ত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি বুখারী শরীফ থেকে হাদীস দেখতে চাচ্ছি যেখানে রুকুর সাথে শুধু তাকবীর।

হানাফীঃ ভাই! এ নিন বুখারী শরীফ ১/১১০, بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ । হাদীস লম্বা। সেখানের শব্দ হলো, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ অতপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলতেন যখন রুকু করতেন। এখানে তো তৃতীয় কাজটি ডাক্তার সাহেব নিজেই বাদ দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য হল, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কাজ করেন, রুকু করা, এবং তাকবীর বলা। এ বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর। শেষে বলেন, আমার কসম ঐ স্বত্তার উপর যার হাতে আমার জান। আমি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখি। এবং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ পর্যন্ত এ আমলই ছিল যে, তিনি দুনিয়া থেকে ফারেগ হয়ে চলে যান। অর্থাৎ শেষের নামায এ পদ্ধতির উপরই ছিল। আপনার ঐ দাবী যা আপনাকে আসমানের উপর চড়িয়ে রেখেছেন। আল্লাহর ফযল ও করমে পূর্ণ হলো। এখন মেহেরবানী করে গায়রে মুকাল্লিদের জিদ ছেড়ে দিন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ হাদীসের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা নেই। এটাকে বাদ দিন।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! প্রথমে আপনি দাবী করেছিলেন যে, বুখারী শরীফ থেকে এমন হাদীস দেখাও যেখানে তাকবীরে তাহরীমার রফয়ে ইয়াদাইন আছে. আর বাকিগুলোর নেই। সেটা আমরা ১/১১৪ থেকে দেখিয়েছি। দ্বিতীয় আপনার ব্রেনে যে বড় প্রশ্ন ছিল যে, এমন হাদীস বুখারী থেকে দেখান যেখানে রুকুর সাথে তাকবীর হবে, আমরা তাও বুখারী শরীফ ১/১১০ থেকে দেখিয়েছি। এখন আবার প্রশ্ন করছেন যে, এতে প্রথমে রফয়ে ইয়াদাইন নেই। আমি এ কথা জানতে চাচ্ছি যে, দাবী পূর্ণ হয়েছে কি না? মন তো প্রশান্তি হয়েছে, তবে মুখে স্বীকার করা গুনাহ বুঝতেছেন। তাকবীরে তাহরীমার রফয়ে ইয়াদাইনে

তো কারো কোন মতভেদ নেই। মতভেদ হলো তো, তাকবীরে তাহরীমার পরে রফয়ে ইয়াদাইন নিয়ে এবং তা এ হাদীসে নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ পূর্বের আলোচনার একটি প্রশ্ন আমার ব্রেনে আসছে যে, যদি كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ এর অর্থ সর্বদা না হয়, তবে আর কি করা?

হানাফীঃ ভাই! যে অনুবাদ كَانَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ এ এবং كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ এ করবেন, তা এখানেও করবেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার তো ঐখানেও একটি অর্থ ব্যতিত বুঝে আসছেনা, কি অনুবাদ করব?

হানাফীঃ আমার প্রিয়! উল্লেখিত দশ জায়গার অনুবাদ "কয়েক বার" শব্দ অনুবাদ থেকে উত্তম কোন অনুবাদ আহলে ইনসাফের নিকট নেই। তবে রফয়ে ইয়াদাইনেও ঐ অনুবাদ করুন যে, কয়েকবার রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। তার সাথে "সর্বদা" লাগানো একেবারই ভিত্তিহীন কানুনহীন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যদি দলিল মিলে যায় যে, كَانَ শুধু ইস্তেমরারের জন্য নয়, বরং "কয়েকবার" এর জন্য হয়, তবে আমি মেনে নিব।

হানাফীঃ দলিল তো দেখানো হবে, কিন্তু যদি আপনি মেনে নেন, তবে আপনাকে গায়রে মুকাল্লিদ কে বলবে? গায়রে মুকাল্লিদ তো সেই হয়, যে মানেনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি ইনশাআল্লাহ মেনে নিব। আপনি তাড়াতাড়ি দেখান।

হানাফীঃ মুহতারাম! আমার হাতে নববী শরহে মুসলিম, ১/২৫২ তে আছে-

فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظه كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها (باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه و سلم في الليل)

নিশ্চয় উসূলী মুহাক্কিকগণ এই কথার উপর একমত যে, كان শব্দ থেকে সর্বদা এবং বারবার প্রমাণ হয় না। এটা ফেলে মাযি, একবারের উপর প্রমাণিত হয়। তবে হ্যাঁ كان ব্যতিত অন্য কোন দলিল থাকে যা বারবার বুঝায়, তবে ঠিক, নতুবা كان তার নিজস্ব বানানো অর্থের দিক দিয়ে বারবার, সর্বদা এর উপর প্রমাণ হয় না।

এ দলিলের পরও কি অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন আছে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ মেনে নিলাম যে, كان থেকে সর্বদা ও বারবার করা প্রমাণিত হয় না। তবে إِذَا এর কি উত্তর দিবেন?

হানাফীঃ কোন إِذَا ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন হাদীস শরীফের শব্দ إِذَا এসেছে, যার অর্থ যখনই রুকু করতেন, রফয়ে ইয়াদাইন করতেন, সর্বদা তো প্রমাণিত হয়েই গেল।

হানাফীঃ কখনোই তা প্রমাণিত হয় না। হাদীসেও إِذَا শব্দ ব্যবহার হয়, কুরআনেও إِذَا শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু "সর্বদা" অর্থ করা ভুল। وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো যেন্দেগীতে একবার এমন হয়েছে যে, জুমআর খুতবা প্রদান করছিলেন, বাহিরে কোন ব্যবসার মাল এসেছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম রাযি. খুতবা ছেড়ে মালের দিকে গেলেন। এ ঘটনা একবার হয়েছে, কিন্তু إِذَا শব্দ এসেছে। ঐরকমভাবে রফয়ে ইয়াদাইনের বর্ণনাতেও إِذَا শব্দ থেকে সর্বদা ও বারবার প্রমাণ করা যাবে না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! কুরআনে আরো একজায়গায় إِذَا আছে, সেখানে বারবার করা এর অর্থ করে, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ যখনই নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তবে চেহারাকে ধুবে। অর্থাৎ অযু করবে। যেভাবে সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে যেভাবে অযু ব্যতিত নামায হয় না। ঐরকমভাবে রফয়ে ইয়াদাইন ব্যতিত নামায না হওয়া চায়।

হানাফীঃ আমার ভাই! আপনি এভাবে প্রমাণ পেশ করলেন যে, সমস্ত উম্মতের ব্যাখ্যার বিপরীত। এটা আপনাকে কে বলেছে যে, যখনই নামাযের জন্য দাঁড়াই তখন অযু করে। কখনো তায়াম্মুম করা প্রয়োজন হলে, অযু নয়, এবং কখনো পূর্বের অযু থাকে, সে সময়ে অযুর প্রয়োজন নেই। আপনার ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, যেভাবে পূর্বের অযু থাকে, আর নামাযের সময় এসে যায়, তখন অযুর প্রয়োজন নেই। বরং পূর্বের অযু দ্বারা কাজ হয়ে যাবে, ঐরকমভাবে আপনি কখনো রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, এবং পরে নামায পড়ছেন, তবে সঠিক। আরেকটি অযু ঘরে করা হয়, নামায মসজিদে পড়া হয়, আপনিও রফয়ে ইয়াদাইন ঘরে করে নিলেন, এবং মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অযু যেমন মসজিদে ভেঙ্গে যায়, সেরকমভবে রফয়ে ইয়াদাইনও মসজিদে হয়।

হানাফীঃ মুহতারাম! অযু ভাঙ্গার উপর হয়, তবে রফয়ে ইয়াদাইনও ভাঙ্গতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আমার মস্তিস্ক খারাপ করে দিয়েছেন। আমি এখন কি করব? إِذَا থেকেও সর্বদা প্রমাণ হল না।

হানাফীঃ আপনার উদ্দেশ্য হল যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সব কাজের উপর إِذَا আসে, তবে তা তিনি সর্বদা করেছেন, সর্বদা করা উচিত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হ্যাঁ! হ্যাঁ! জ্বী হ্যাঁ। আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছেন।

হানাফীঃ আমি আপনাকে এমন কাজ দেখাতে পারি, যার উপর إِذَا এসেছে, অথচ তার উপর আপনাদের আমল নেই। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

(بَاب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ)

আপনার কথা অনুযায়ী অনুবাদ করছি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকাত পড়তেন, তখন ডান কাতে ঘুম যেতেন।

এখানে দু'রাকাত অর্থ ফরয না কি সুন্নাত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ থেকে সুন্নাত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যখন ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়তেন, তখন ডান কাতে ঘুম যেতেন।

হানাফীঃ বহস সংক্ষিপ্ত করার জন্য মেনে নিলাম যে, দু'রাকাত থেকে সুন্নাত উদ্দেশ্য। আপনাদের সমস্ত গায়রে মুকাল্লিদ রফয়ে ইয়াদাইনের মত এর উপর আমল করেন? নাকি কিছু করেন, আর কিছু ছেড়ে দেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সকলেই তো করেনা।

হানাফীঃ যদি সকলে না করে তবে إِذَا ইস্তেমরার হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়েছে না কি না? যেমন এখানে إِذَا ইস্তেমরারের জন্য নয়। যার উপর আপনাদের কাজ প্রমাণ করছে, তবে রফয়ে ইয়াদাইনের বর্ণনার মধ্যেও إِذَا এর অর্থ ইস্তে মরার ও সর্বদা নয়।

আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করি, সকালের নামাযের শুরু হতে আর মাত্র একটি মিনিট বাকি আছে। আপনি তাড়াতাড়ি সকালের দু'রাকাত সুন্নাত পড়েন, এর

মধ্যেই জামাত দাঁড়িয়ে যাবে, আপনি জামাতে শরীক হবেন নাকি যমিনে ডান কাত হয়ে শুয়ে সুন্নাত আদায় করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি অপরাগতার জন্য জামাতে শরীক হব। কেননা সকালে সুন্নাতের পর ডান কাত হয়ে শুয়া সুন্নাত। আর জামাতে শরীক হওয়া ফরয। আমরা ফরযে শরীক হবো সুন্নাত ছেড়ে দিব।

হানাফীঃ যেভাবে সকালের সুন্নাত ছুটে গেলে কাযা করা হয়, আহলে সুন্নাতের নিকট সূর্য উদিত হওয়ার পর, আর গায়রে মুকাল্লিদের নিকট জামাতের পর। যদি শুয়ে থাকার সুন্নাত ছুটে যায়, তবে সমস্ত গায়রে মুকাল্লিদ কাযা করে কি না? যদি কাযা করে তবে হাদীস থেকে প্রমাণ করুন, আর যদি না করে, তবে তাও হাদীস থেকে প্রমাণ করুন যে, অমুক হাদীসের উপর ভিত্তি করে কাযা করিনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার মস্তিস্ককে খারাপ করিও না। যখন জামাত দাঁড়িয়ে যাবে, তখন আহলে হাদীসের নিকট সুন্নাত হয়না, আর না আদায় করা উচিত।

হানাফীঃ আমি আপনাকে অনেক গায়রে মুকাল্লিদ দেখায়, যারা ফরজের জামাতের সময় সুন্নাত পড়ে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যে ব্যক্তি ফরজের জামাতের সময় কোন সুন্নাত আদায় করে, সে আহলে হাদীস হতে পারেনা।

হানাফীঃ আমার প্রিয় ভাই! যখন নামাযের জামাত দাঁড়ায়, আপনারা অযু করেন, এতে নাকে পানি দেন, কুলি করেন, এগুলো সুন্নাত নয়? আপনার কি খেয়াল যে, যখন জামাত দাঁড়িয়ে যাবে, তখন চার ফরযই আদায় করতে পারবে? তা ব্যতিত অন্য কিছু করতে পারবেনা? অযু করার সময় কি কোন আহলে হাদীস হয় না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কি করি, না জানি আপনি আমার সাথে কি কি করেন? আমার উদ্দেশ্য হল যে, যখন নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে যাবে, তখন দু'রাকাত নামায হতে পারেনা।

হানাফীঃ ভাই জান! আপনার উদ্দেশ্য এটা কখনো নয়, শুধুমাত্র জান বাচানো। প্রথমে বলছিলেন যে, জামাতের সময় শুয়ার সুন্নাত আদায় হতে পারেনা। এখন বলছেন যে, শুধু দু'রাকাতের কথা। কত বড় বক্তব্যে বৈপরীত্ত্ব।

এ إِذَا ব্যতিত আরো এক জায়গায় إِذَا আসছে। যার উপর গায়রে মুকাল্লিদের আমল নেই। এই যে দেখুন, আমার হাতে সুনানে তিরমিযি, সিসাহে সিত্তার

অন্তর্ভূক্ত। ১/৩৬ এ একটি অনুচ্ছেদ, **باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع** এ হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض ومل ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد

যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ থেকে নিয়ে দু'আর শেষ পর্যন্ত পড়তেন।

দেখুন! আপনার কথা অনুসারে **إذا رفع رأسه** এর অর্থ করেছি যে, যখনই রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। আমার প্রবল ধারণা এই যে, হাজার হাজার গায়রে মুকাল্লিদের মধ্যে এমন একটাও পাওয়া যাবেনা, যে এই দু'আ পড়ে। শুধু আমাদের সাথে রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলায় **إذا** এর উপর আমল করাতে চান যা নিজেরা করেন। যদি **إذا** এর অর্থ রফয়ে ইয়াদাইনের মধ্যে সর্বদা হয়, এবং রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়ার বিপরীতে লিফলেট ছাপানো হয়, তবে এ উল্লেখিত দু'আ, যা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, তা যে সকল গায়রে মুকাল্লিদ পড়ে না তাদের বিপরীতেও শ্লোগান হওয়া উচিত, এবং দশ লক্ষ টাকারও লিফলেটও ছাপানো উচিত। যাতে বুঝা যায় যে, যারা কুরআন হাদীসের নাম নেয়, তারা শুধুমাত্র কয়েক হাদীসের উপর আমল করে, আর অধিক হাদীসকে ছেড়ে দেয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের নিকট বুখারী মুসলিমের আরো অনেক হাদীস আছে, যাতে রফয়ে ইয়াদাইনের আলোচনা আছে, বুখারী শরীফে ১/১০২ এ অনুচ্ছেদ, **بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ** এ হযরত ইবনে ওমর রাযি. ব্যতিত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর হাদীস রয়েছে। হযরত ইবনে ওমর রাযি. শিশু ছিল, আর মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. মুসাফির ছিলেন, তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং তিনি চলে গেলেন, নিজের এলাকার মানুষদেরকে রফয়ে ইয়াদাইন এর নামায শিক্ষা দিলেন।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! আল্লাহ তা'আলা আপনার মুখ থেকে চরম সত্য কথা বের করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে ওমর রাযি. শিশুই ছিলেন। (বুখারী ১/১৭ **بَاب الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ**) আর মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. বিশ দিন রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সফরে ছিলেন, তার দু'বার আসার সুযোগ

হয়েছিল। মাসআলা তো তার থেকেই জিজ্ঞেস করা উচিত যিনি সমস্ত যেন্দেগী রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন, পরবর্তীতে কি হলো, তা তিনিই জানতে পারেন, যিনি তার সমস্ত যেন্দেগী রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি আমার কথা বুঝুন, আসল তো সাহাবীর নিজের আমল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. ও মালেক ইবনে হুওয়ায়রিস রাযি. এর আমল কি ছিল? তা থেকে প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে তিনি নিজে কি করতেন?

হানাফীঃ ইনশাআল্লাহ! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর আমলও রফয়ে ইয়াদাইন না করা। তা আমি পেশ করছি। আমার হাতে "শরহু মাআনিল আসার" রয়েছে, এখানে বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد قال صليت خلف بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة .(باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا)

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত আর রাফউল ইয়াদাইন করেননি। ১/৬৩

গায়রে মুকাল্লিদঃ হাদীসটির সনদ দেখা উচিত, তা কেমন?

হানাফীঃ প্রথম বর্ণনাকারী "ইবনে আবু দাউদ" অর্থাৎ "ইবরাহিম ইবনে সুলায়মান ইবনে দাউদ"। তিনি হাফেযের একজন। (লিসানুল মিযান ২৭৫) তারপর "আহমাদ ইবনে ইউনুস", "আবু বকর ইবনে আয়্যাশ, তিনি হুসাইন থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে"। এ সনদ বুখারী শরীফে ২/৭২৫ بَاب { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ } এর উপর এভাবে আছে। এতে বহস করার কি প্রয়োজন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহমাদ ইবনে ইউনুস থেকে হুসাইন পর্যন্ত বুখারীতে আছে। কিন্তু সেখানে মুজাহিদের নাম তো নেই।

হানাফীঃ মুজাহিদও বুখারী শরীফের বর্ণনাকারী। বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদ "ইরশাদুল হক আসরী" তার রিসালা "আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা" নামক কিতাবে লেখেছেন যে, বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারীগণের মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাদের

উপর কোন "জরহ" অভিযোগ নেই। আপনার নিকটে এ রেওয়ায়েতের নিকট কোন প্রকার অভিযোগ হতেই পারেনা। এখন দেখুন, ইবনে ওমর রাযি. নিজেই রফউল ইয়াদাইন করতেন না। জানা গেল যে, তার নিকটেও এ হাদীস অর্থাৎ রফউল ইয়াদাইনের হাদীস মানসূখ।

ভাই সাহেব! আমি তো প্রথমেই কয়েক বার আরয করেছি যে, দশ জায়গায় সর্বদা রফয়ে ইয়াদাইন করা এবং আঠারো জায়গায় হারাম বা না করা আপনি দেখিয়ে দেন, তবে আপনার দাবী পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আপনি এখনো তা থেকে অপারগ। হযরত ইবনে ওমর রাযি. নিজেই রফউল ইয়াদাইনের উপর আমল নেই। দ্বিতীয়ত ইমাম বুখারী রহ. এর কথা অনুযায়ী এ হাদীসের উপর কোন একজন সাহাবীরও আমল নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম বুখারী রহ. কোথায় বলেছেন যে, এই হাদীসের উপর একজন সাহাবীরও আমল নেই। তিনি তো এটা বলেছেন যে, কোন একজন সাহাবীও রফউল ইয়াদাইন করা ছাড়া নামায আদায় করেননি। তাবে আপনার নিকট তার কি জবাব?

হানাফীঃ আমার প্রিয় ভাই! আপনি এখানে দু'টি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্ন হলো, ইমাম বুখারী রহ. কোথায় বলেছেন যে, ইবনে ওমর রাযি. এর বুখারী শরীফের ১/১০২ এর হাদীসের উপর কোন সাহাবায়ে কেরামের উপর আমল নেই। এটা কোথায়?

এর প্রমাণ হলো, "জুযউ রাফউল ইয়াদাইন" যা ইমাম বুখারীর দিকে নিসবতকৃত। তার ৪৮ নং পৃষ্ঠায় আছে। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ইস্তেসনা ব্যতিতই সকল সাহাবায়ে কেরাম কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। আর এ হাদীসে কাঁধ পর্যন্ত হাত পর্যন্ত উঠাতেন। তবে সাহাবায়ে কেরামের আমল এ হাদীসের উপর ছিল না। বাকি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, কোন সাহাবীই রফউল ইয়াদাইন ব্যতিত নামায পড়েননি। আমি তার উত্তর অন্য কোন ব্যক্তি থেকে না দিয়ে ইমাম বুখারী রহ. এর ছাত্র ইমাম তিরমিযি রহ. থেকে পেশ করছি। ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর ছাত্র। তিরমিযি শরীফ ১/৩৫ রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর বলেন,

وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবগণের মধ্যে যারা আহলে ইলম ছিলেন, তাদের মধ্যে এত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রফউল ইয়াদাইন ছাড়তেন

যে, তার গণনাও করা যেত না। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কেউ রফউল ইয়াদাইন ছাড়তেন না। আর তিরমিযি রহ. বলেন, রফউল ইয়াদাই ছেড়েছে অনেকেই। যখন ইমাম বুখারী রহ. এর কথার প্রত্যাখ্যান তার নিজের প্রিয় ছাত্রই করছেন। ইমাম তিরমিযি বলেন, ইমাম বুখারী রহ. আমাকে বলেন,

وَقَال أبو الفضل البيلماني : سمعت نصر بن محمد الشيركوهى يقول : سمعت محمد بن عيسى التِّرْمِذِيّ يقول : قال لي محمد بن إسماعيل ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. (9 / 389). تهذيب الكمال مع حواشيه

আমি যতটুকু তোমার থেকে উপকৃত হয়েছি, তা থেকে বেশি যা তুমি আমার থেকে উপকৃত হয়েছো। এখন আপনি আন্দাযা লাগান যে, ইমাম তিরমিযি রহ. ছাত্র হয়ে ইমাম বুখারী থেকে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. এর কথায় ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম থেকে যতটুকু উপকৃত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি ইমাম বুখারী রহ. ইমাম তিরমিযি থেকে উপকৃত হয়েছেন। যখন এমন একজন ছাত্র কোন কথায় তার উস্তাযের কথার প্রত্যাখ্যান করে, তবে তা থেকে বেড়ে আর কোন দলিল পেশ করব?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম তিরমিযি রহ. কোন সাহাবা কে নামায পড়তে দেখেছেন? তার কথা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! যদি ইমাম তিরমিযি রহ. সাহাবাকে নামায পড়তে না দেখেন, তবে ইমাম বুখারী রহ. সাহাবায়ে কেরামকে কখন নামায পড়তে দেখলেন? যিনি এত বড় দাবী করলেন যে, কোন সাহাবীই রফউল ইয়াদাইন ছাড়তেন না। যদি না দেখাই অগ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যই যথেষ্ট হয়, তবে প্রথমেই ইমাম বুখারী রহ. এর কথাই অগ্রহণযোগ্য হবে, তারপর দ্বিতীয় নাম্বারে তিরমিযি রহ. এর কথা অগ্রহণযোগ্য হবে। আপনার কথা অনুযায়ী।

আপনি যে বলছেন, বুখারী, মুসলিমের আরো অনেক হাদীস আছে, যাতে রফউল ইয়াদাইনের আলোচনা বিদ্যমান। শুধু আলোচনা দ্বারাই কাজ হবে না। সর্বদা দাবী। সর্বদা দ্বারাই কাজ চলবে। সর্বদার হাদীস পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হযরত ইবনে ওমর রাযি. রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। বলতে তো তাদের ভুল হয়ে যায়নি? আমি তো শুনেছি যে, যারা রফউল ইয়াদাইন ছেড়ে দিত, তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করা হত।

হানাফীঃ কোন রাফউল ইয়াদাইন ছাড়লে পাথর নিক্ষেপ করত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ রুকুতে যেতে, ও রুকু থেকে মাথা উঠাতে রফউল ইয়াদাইন যারা করত না, তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করা হত।

হানাফীঃ আপনার নিকটে কি তার কোন দলিল, প্রমাণ আছে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হ্যাঁ! ঐ কিতাব যা শুধুমাত্র রাফউল ইয়াদাইনের উপর লেখা হয়েছে। তার নাম "আর রাসায়েল" তার ৩১৫, ৩৩৭ নং পৃষ্ঠায় এ হাদীস আছে যে, যারা রফউল ইয়াদাইন ছাড়তো, তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করা হত।

হানাফীঃ আমার ভাই! এটা বলুন যে, মিথ্যা বলা আপনাদের মাযহাবে কি জায়েয?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কক্ষনো জায়েয নেই। আমি কখন মিথ্যা বললাম?

হানাফীঃ "আর রাসায়েল" এর ৩১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন, তাতে বাক্য এমন এসেছে যে,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ حَتَّى يَرْفَعَ يَدَيْهِ . مسند الحميدي (أحاديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه)

নিশ্চয় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. যখন দেখতেন কোন মানুষ পড়ছে, অথচ প্রত্যেক উঁচু, নিচুতে রাফউল ইয়াদাইন করছেনা, তাকে পাথর নিক্ষেপ করতেন। আর ৩৩৭ পৃষ্ঠায়ও এই বাক্য এসেছে। একন "আর রাসায়েল" এর লেখক **كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ** এর অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছে। শুধু এতটুকুর অনুবাদ করেছে যে, রাফউল ইয়াদাইন করত না, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হত। অথচ **كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ** হাদীসের ইবারতে বিদ্যমান। যার অর্থ হলো, যে প্রত্যেক উঁচু ও নিচুতে রাফউল ইয়াদাইন করত না, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হত। এ বর্ণনা যেহেতু মুসান্নিফের দাবীর খেলাফ ছিল, তাই হাদীসের তরজমা করতে খেয়ানত করাই নিজের ভাল মনে করেছে, আর জান বাঁচিয়েছে, এবং হাদীসকে নিজের উদ্দেশ্যের উপর রেখে দিয়েছে।

চার রাকাত নামাযে প্রত্যেক উঁচু নিচুতে রাফউল ইয়াদাইনের উপর যখন পাথর নিক্ষেপ করতেন, তবে তাতে সিজদার রাফউল ইয়াদাইনও চলে এলো। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতের শুরুর রফউল ইয়াদাইনও এসে গেল। আপনারা এ জায়গাগুলোতে ছেড়ে দেন। যদি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বর্তমান সময়ে থাকতেন, তবে সিজদায় রফউল ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়া গায়রে মুকাল্লিদগণকে পাথর নিক্ষেপ করে চোখ নষ্ট কওে দিতেন। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে

রাফউল ইয়াদাইন ছাড়ার জন্য গায়রে মুকাল্লিদগণের পা এবং হাত ভেঙ্গে দিতেন। এ বর্ণনা যেভাবে আমাদের বিপরীতে পেশ করেন, জনাবেরও বিপরীত। তবে শিয়াদের উপকার করছে, তারা প্রত্যেক উঁচু, নিচুতে রফউল ইয়াদাইন করে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বাস্তবেই "আর রাসায়েল" এর লেখক হাদীসের অনুবাদে খেয়ানত করেছে, এবং ভুল বর্ণনা দিয়ে উদ্দেশ্য অর্জন করেছে। এখন বলুন, এ বর্ণনা তো আপনাদেরও বিপক্ষে হয়ে গেল, এখন তার কি করবেন?

হানাফীঃ আমার ভাই! যতক্ষণ আপনাদেও পক্ষে ছিল, ততক্ষণ কোন চিন্তা ছিল না। যখন পর্দা উঠানোর দ্বারা জানতে পারলেন যে, তা আমাদের খেলাফ, তখন এ চিন্তা হল যে, কিভাবে তা উড়িয়ে দেওয়া যায়, আর একটি জবাব দেওয়া যায়। আমার জবাব হল, যদি যয়ীফ বলে দেয়, তবে রুকু ও সিজদার রফউল ইয়াদাইনও থাকবেনা, সিজদারও না। আমাদের দাবী প্রমাণিত হয়ে যাবে। মুহতারাম! আমি আপনার থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. তার পিতা ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. কে কেন পাথর নিক্ষেপ করল না? তাকে ছাড় দিলেন কেন? আর অগণিত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে কেন পাথর নিক্ষেপ করল না? (তিরমিযি ১/৩৫) তাদেরকে তিনি কেন পাথর নিক্ষেপ করলেন না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. কখন রাফউল ইয়াদাইন ছাড়লেন? তার তো কোন দলিল নেই।

হানাফীঃ আল্লাহর ফযলে হযরত ওমর রাযি. থেকে রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস আছে। তহাবী শরীফ ১/১৬৪ তে আছে-

عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود

হযরত আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, আমি দেখেছি, হযরত ওমর রাযি. নামাযের প্রথম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করতেন, পরবর্তীতে আর করতেন না। হাফেয ইবনে হজর রহ. এ সনদের বিষয়ে বলেন, হাদীসের সকল বর্ণনাকারী ছিক্বাহ তথা নির্ভর্যোগ্য। দিরায়া ১/১১৩)।

হযরত ইবনে ওমর রাযি. নিজের পিতাকেও দেখেছেন যে, তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন না, তাকেও পাথর নিক্ষেপ করেননি, যদি পাথর মেরে থাকেন, তবে দলিল দিন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি যে কিতাব দলিল দিয়েছেন, তা হাদীসের কিতাব নয়, বরং তা ফিকহের কিতাব। এতে ইমাম তহাবী রহ. প্রথমে হাদীস লেখেন, তারপর ফিকহের মাসআলা লিপিবদ্ধ করেন। একে হাদীসের কিতাব কিভাবে বলা যেতে পারে?

হানাফীঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! তহাবী শরীফ হাদীসের কিতাব নয়? এটা আজই আপনার কাছ থেকে শুনছি, দলিলও অত্যন্ত অসাধারণ ও দুষ্প্রাপ্য যে, প্রথমে হাদীস ও পরবর্তীতে ফিকহ বর্ণনা করেছে। ইমাম তহাবী রহ. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস প্রথমে বর্ণনা করেন, বিভিন্ন প্রকারের হাদীসকে লিপিবদ্ধ করেন, তারপর তার মাঝে মুনাসিব মত মিল তাতবীক, মিল দেন, সর্বাবস্থায় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস কে প্রথমে আনেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস থেকে ফিকহ প্রথমে আনেন, তার পর হাদীস আনেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম বুখারী রহ. কখন ফিকহ কে হাদীসের উপর এনেছেন?

হানাফীঃ ইমাম বুখারী রহ. এর পরিচ্ছেদসমূহ তার ফিকহ। পরিচ্ছেদসমূহের মধ্যে নিজের মাসআলা লেখে দেন, আর হাদীসকে পরে আনেন। যদি হাদীসের পরে ফিকহের মাসআলা আনার কারণে তহাবী হাদীসের কিতাব না থাকে, তবে বুখারী শরীফও হাদীসের কিতাব নয়, কেননা, তাতে ফিকহকে পরে না এনে বরং প্রথমেই আনা হয়েছে। তা ছাড়া কোটি কোটি জায়গায় উলামায়ে কেরাম ফুকাহাদের কথাসমূহ বর্ণনা করেছেন। তহাবী শরীফের বিরোধিতা করার পূর্বে বুখারী শরীফ থেকে প্রথমেই হাত ধুতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম বুখারী রহ. অনেক বড় আলেম, তিনি পরিচ্ছেদসমূহের মধ্যে সেই সকল মাসআলাই লিপিবদ্ধ করেছেন, যা হাদীস থেকে বের হয়েছে।

হানাফীঃ এটা আপনাকে কে বলেছে, যে মাসআলা হাদীসে আছে, তা পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন, এটা শুধুমাত্র তাকলীদ, যা গায়রে মুকাল্লিদগণ ইমাম বুখারী রহ. এর করে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনার নিকটে এমন কোন মাসআলা আছে, যে মাসআলার সম্পর্ক হাদীস শরীফের সাথে নেই?

হানাফীঃ অবশ্যই এমন পরিচ্ছেদ রয়েছে, যা ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেই মাসআলার সাথে হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। একটু দেখুন!

১. বুখারী ১/৩৫, পরিচ্ছেদ, بَاب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا দাঁড়িয়ে এবং বসে প্রশাব করা। পরিচ্ছেদের নিচে যে হাদীস এনেছেন, তাতে দাঁড়িয়ে

প্রশাব করার কথা আছে, বসার কোন আলোচনাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, বসার মাসআলা কোন শব্দ থেকে বের হয়েছে?

২. বুখারী ১/৪৮, পরিচ্ছেদ, بَاب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ মুকিম অবস্থায় পানি না পেলে, এবং নামায চলে যাওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম করে নেওয়া উচিত। নিচে যে হাদীস এনেছেন, তাতে সালামের জন্য তায়াম্মুমের আলোচনা আছে। ইমাম বুখারী রহ. নামায কে সালামের উপর কিয়াস করেছেন, যাতে হাদীসে নামাযের কোন শব্দ নেই।

৩. বুখারী ১/১৫০ এর পরিচ্ছেদ হল, باب صلاة القاعد بالايماء বসে ইশারা করে নামায আদায় করা পরিচ্ছেদ। ইমাম বুখারী রহ. এ পরিচ্ছেদে বলতে চাচ্ছেন যে, বসে ইশারা করে নামায পড়লে নামায হয়ে যায়, অথচ নিচে যে হাদীস এনেছেন, তাতে ইশারা করার কোন শব্দ নেই। আমার উদ্দেশ্য হল, পরিচ্ছেদে যে মাসআলা এনেছেন, তা হাদীসে নেই।

৪. বুখারী ১/১০৪ তে ইমাম বুখারী পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন, بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ এ থেকে এ কথা বলতে চান যে, কেরাত ওয়াজিব ইমামের জন্য, মুক্তাদির জন্য সকল নামাযে চাই মুকিম অবস্থার নামায হোক, চাই মুসাফিরের অবস্থার নামায হোক, জোর কেরাতে হোক, বা আস্তে কেরাতে হোক। নিচে যে হাদীস এনেছেন, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ৷ তাতে ইমাম হওয়ার শব্দ আছে, না মুক্তাদির, না মুকিম হওয়ার, না মুসাফির হওয়ার, না জোরে কেরাতের, না আস্তে কেরাতের। ইহা সম্পূর্ণ ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহ, যা তিনি হাদীসের উপর প্রথমে এনেছেন। এখন বলুন! বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব না কি ফিকহের কিতাব? ইমাম তহাবী রহ. যিনি তার হাদীস প্রথমে এনে তার মতামতকে পরে উল্লেখ করেছেন। তার কিতাব কি হাদীসের না কি ফিকহের?

৫. বুখারী ১/১৭৭ তে পরিচ্ছেদে এই মাসআলা বর্ণনা করেছেন, بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ কবরের উপর মসজিদ বানানো মাকরুহ হওয়ার বর্ণনা। সামনের হাদীসে لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى বর্ণনা করেন। এ থেকে অভিশাপ প্রমাণিত হয়। হাদীসে হারাম আছে, এ জন্য অভিশাপ দিয়েছেন। ইমাম বুখারী রহ. মাকরুহ হওয়ার কথা বলেছেন, যা হাদীসে কোন শব্দের অর্থ হয়না। এখন বলুন! বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব না কি ফিকহের কিতাব?

৬. বুখারী ১/১৩৪ তে অনুচ্ছেদ, যখন ঈদের নামায ফওত হয়ে যায়, তবে দু' রাকাতের কাযা করা উচিত। ইমাম বুখারী রহ. এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এখন পরিচ্ছেদে যে হাদীস এনেছেন, তার এ মাসআলার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং এতে ঈদের দিনে গান বাজানোর আলোচনা রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. আরো কিছু বর্ণনা করেন, এবং হাদীসে আরো কিছু রয়েছে, সাথে সাথে নিজের ফিকহের মাসআলা হাদীসের পূর্বেই উল্লেখ করেছেন। আমার প্রিয়! এখন সত্য সত্য বলেন, বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব না কি ফিকহের কিতাব?

৭. বুখারী শরীফ ১/১০৯ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী রহ. বলেন, باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী রহ. বলতে চান যে, মানুষ রুকু পুরো করেনি, তাকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু পূণরায় আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। সামনে দলিল পেশ করতে যে হাদীস দলিল দিয়েছেন, সে নামাযের ভুলকারী এর প্রসিদ্ধ হাদীস। এতে শুধু রুকু পূর্ণ করার আলোচনা নেই, নামাযের সকল রুকন পুণরায় আদায় করার হুকুম রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. শুধু রুকু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। শুধু রুকু পূণরায় আদায় করা হাদীস থেকে প্রমাণিত নেয়। এখন বলুন! বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব না কি ফিকহের কিতাব?

৮. বুখারী ১/৪৬৬ তে এ পরিচ্ছেদ بَاب خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম মাল হলো ছাগল। এ পরিচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِه فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

যখন তোমরা মুরগির আওয়াজ শ্রবণ করো, তখন আল্লাহ থেকে দয়া মেহেরবানী চাও। কেননা উহা ফেরেশতা দেখে। আর যখন গাঁধার আওয়াজ শুনতে পাও, তখন শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা উহা শয়তান দেখেছে। একটু চিন্তা করুন। পরিচ্ছেদ ছিল "ছাগল মুসলমানের উত্তম মাল।" আর হাদীস গাঁধা ও মুরগীর আওয়াজ সম্পর্কে। হাদীসের সাথে এ মাসআলার কি সম্পর্ক, যা পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। আপনি বলেন, ইমাম বুখারী রহ. পরিচ্ছেদে ঐ সকল মাসআলায় নিয়ে আসেন, যা হাদীসে প্রমাণিত হয়। এখানে পরিচ্ছেদ এক রকম বলছে, আর হাদীস অন্য রকম বলছে। এ হাদীস এবং মাসআলায় কোন সম্পর্কই নেই। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব না কি ফিকহের কিতাব?

৯. বুখারী ১/১৩২ এ পরিচ্ছেদে মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, **باب التبكير إلى العيد** ঈদের জন্য তাকবীর বলা। নিচে যে হাদীস এনেছেন, তাতে ওয়াজ, নসীহতের আলোচনা। তাকবীরের নেই। হাদীস অন্যকিছু বলে, আর পরিচ্ছেদের ফিকহে অন্য কিছু বলে। নিজের ফিকহ কে হাদীসের পূর্বে এনেছেন। এখনও কি বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব আর তহাবী শরীফ ফিকহের?

১০. বুখারী ১/১৭৭ এ **باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد** এ পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী রহ. বলতে চান যে, জানাযা ঈদগাহের নিকট বা মসজিদের নিকট বা সেখানে পড়া। এটা প্রমাণ করার জন্য দু'টি হাদীস পেশ করেছেন, প্রথম হাদীস নাজ্জাশী রাযি. এর জানাযা সম্পর্কে, যাতে নামায পড়ার জায়গার আলোচনা আছে। দ্বিতয়ি হাদীস যেখানে একজন ইহুদী মহিলা ও পুরুষের রজম করার ঘটনা, তা মসজিদের নিকটে। জানাযা মসজিদে বা মসজিদের নিকটে হওয়া কোনটাই উল্লেখ নেই। কিন্তু মাসআলা পরিচ্ছেদে লিখে দিয়েছেন, যা এই হাদীসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এখন বলুন! বুখারী শরীফ হাদীসের কিতাব না কি ফিকহের কিতাব?

تلك عشرة كاملة

ইহা দশটি উদাহরণ এ জন্য পেশ করেছি যে, কোন হাদীসের কিতাবকে গোঁড়ামির কারণে ফিকহের কিতাব বলার পূর্বে বুখারী শরীফ সম্পর্কে জানা উচিত যে, তার কি অবস্থা? আমি হযরত ওমর রাযি. থেকে রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস পেশ করেছি, আর আপনি সাথে সাথেই অভিযোগ করলেন যে, এটা ফিকহের কিতাব। অথচ তা ইমাম তহাবী রহ. প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যখন আপনি উদাহরণ বর্ণনা করেন, তখন এক শ্বাসে দশ দশটা বর্ণনা করেন। তহাবী শরীফ হাদীসের কিতাব তো ঠিকই। কিন্তু লেখক তো হানাফী। আমরা হানাফীর লেখা কিতাব কেন মানব?

হানাফীঃ হাদীস অস্বীকার করার জন্য কত রকমের উল্টা পাল্টা ঢঙ শেখায়। হানাফী হওয়া হাদীস অস্বীকারের কারণ হলে, পূর্ণ মুসলিম শরীফ এর অস্বীকার করো। কেননা ইমাম মুসলিম রহ. নিজের জামে' সহীহ তিন লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করেছেন। যদিও এ কিতাবকে অনেকেই পড়েছেন, কিন্তু এর রেওয়ায়েতের মাধ্যম যার কদমের রক্তে বিদ্যমান, তিনি হলেন, প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুফয়ান নিশাপুরী রহ.।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি তো আমাদের উলামায়ে কেরাম থেকে শুনেছি, যে বর্ণনা হানাফী করে, তা সঠিক হয় না।

হানাফীঃ ভাই সাহেব! আপনি তো আপনাকে আরয কওে দিয়েছি যে, আমাদের নিকটে মুসলিম শরীফের যে নুসখা আছে, এটা ইমাম মুসলিম থেকে তার ছাত্র "আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ" এর, যিনি হানাফী।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যখন তিনি হানাফী ছিলেন, তবে আহনাফের বিপরীত হাদীসগুলো কেন আনলেন?

হানাফীঃ এটা খাঁটি কথা, আপনি বুঝেন, যে মুহাদ্দিস হাদীস আনেন, তিনি তার হকে আনতে পারেন। ইমাম নাসায়ী রহ. শাফেয়ী, দু'পক্ষেরই দলিল দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. শাফেয়ী মাযহাবের, আহনাফের দলিলও বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. হাম্বলী মাযহাবের, তিনি দু'পক্ষের দলিলের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে কি আমি বলতে পারি যে, ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম নাসায়ী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের নয়, কেননা তিনি আহনাফের পক্ষে হাদীস এনেছেন। আবু দাউদ রহ. হাম্বলী মাযহাবের নয়, কেননা তিনি আহনাফের দলিলের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার ভাই! মুহাদ্দিসগণের

প্রত্যেক প্রকারের হাদীস আনতে হয়। বাকি ফকীহ্ যাকে প্রাধান্য দিতে চায়, দিতে পারে, তার ইচ্ছা। শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরী হানাফী ঐ রকম ভাবে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে তিনি তার উস্তাদ থেকে শুনেছিলেন, না কি তার নিজের ইচ্ছা মোতাবেক?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ঠিক আছে, কথাটি ঐখানেই থাক। বুখারী শরীফের মধ্যে তো কোন হানাফী বর্ণনাকারী নেই। ইমাম বুখারী রহ. তো হানাফীদের বিরোধী ছিলেন। হানাফী বর্ণনাকারীদের থেকে তিনি কিভাবে হাদীস গ্রহণ করতে পারেন? যদি আপনি বুখারী শরীফের মধ্যে হানাফী বর্ণনাকারী থেকে কোন হাদীস প্রমাণ করতে পারেন, তবে আমি আপনাকে মেনে নিব।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! মানবেন তো সেটাই যেটা আল্লাহ তৌফিক দিবেন। বাকি আপনার দাবী পূর্ণ করে দিচ্ছি। বুখারী শরীফের মধ্যে যতজন হানাফী বর্ণনাকারী আছেন, তাদেও বর্ণনা দাগ দিয়ে অস্বীকার করে দিবেন। এই যে, বুখারী শরীফের মধ্যে বর্ণনাকারী হানাফী।

১. আবু আসেম আন নাবীল আয যাহ্হাক। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র, বুখারী শরীফের বর্ণনাকারী।
২. মাক্কি ইবনে ইবরাহিম। ইমাম সাহেব রহ. এর খাস ছাত্র। এবং বুখারী শরীফের ১/২১,৭১,৭৯ এর সুলাসিয়াতের বর্ণনাকারী।
৩. বদল ইবনে মুহাব্বার সুলাসিয়াতের মধ্যে তিনটি হাদীস বর্ণনাকারী। এবং বুখারী শরীফে তা বিদ্যমান।
৪. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলআনসারী বুখারীর সুলাসিয়াতের বর্ণনাকারীও।
৫. আবু নুয়াইম।
৬. তালক ইবনে গান্নাম।
৭. হাসান ইবনে আতিয়্যাহ, হানাফীও বুখারীর বর্ণনাকারীও।
৮. হাফস ইবনে গিয়াস হানাফী, বুখারীর বর্ণনাকারীও।
৯. ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান হানাফীও, বুখারীর বর্ণনাকারীও।
১০. লাইস ইবনে সা'দ ইবনে আব্দুর রহমান মিশরী হানাফী।

এখন বলুন! এ সকল বর্ণনাকারীগণের হাদীসগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে হাত ধুয়ে বসে থাকবে, না কি পূণরায় তহাবী শরীফ কে মানা লাগবে।

এই যে নিন তহাবী শরীফ থেকে আরেকটি হাদীস রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস শুনিয়ে দিচ্ছি-

أن عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد

নিশ্চয় আলী মুরতাযা রাযি. নামাযে প্রথম বার রাফউল ইয়াদাইন করতেন, পরে আর করতেন না। তা ছাড়া ইবনে ওমর রাযি. রফউল ইয়াদাইন কে বেদআত বলেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বিদআত শব্দ কোথায় আলোচনা?

হানাফীঃ মিযানুল ই'তিদাল ১/৩১৫- তে

عن ابن عمر ، قال : رأيتكم ورفع أيديكم في الصلاة . والله إنها لبدعة ،

ইবনে ওমর রাযি. এর কথা- আল্লাহর কসম! এটা বিদাত। এখন আমি একটি প্রশ্ন করি, এ বর্ণনা ইমাম বুখারী রহ. কার থেকে নিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কার থেকে নিলেন দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

হানাফীঃ আমার উদ্দেশ্য কোন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস থেকে নিয়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম মালেক রহ. থেকে নিয়েছেন। কেননা ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাযের নাম মুহাম্মাদ ইবনে মাসমালা, দাদা উস্তাযের নাম ইমাম মালেক রহ.।

হানাফীঃ বহুত ভাল। এ হাদীস ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে নিয়েছেন, তবে হুবাহু বর্ণনা মুআত্তায়ে মালেকে থাকা উচিত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই হবে।

হানাফীঃ দেখে নিন! দেখাতে তো কোন ক্ষতি নেই। এই যে মুআত্তায়ে মালেক। এর **باب افتتاح الصلاة** নামায শুরু পরিচ্ছেদ দেখুন। এতে এবং বুখারীতে কত পার্থক্য আছে দেখুন। মুআত্তায়ে মালেকের মধ্যে **رَفَعَ يَدَيْهِ** শব্দ। আর বুখারীতে **يَرْفَعُ يَدَيْهِ** শব্দ। মুআত্তায়ে মালেকের মধ্যে রুকুতে যাওয়ার আলোচনা নেই, মদিনা শরীফের বর্ণনা যেভাবে ছিল। (রুসে) পারস্যে গিয়ে কি অবস্থা হয়ে গেল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনা যা বুখারী শরীফে ১/১০২ এ আছে। এটা অনেক কিতাবেই আছে। আর আপনি যে সকল বর্ণনাগুলি পেশ করেছেন, তা সকল কিতাবে নেই।

হানাফীঃ আমার প্রিয়! এটাও আপনার একটা ভাল বুঝ। একটি ঘটনা যদি বিভিন্ন কিতাবে এসে যায়, তবে ঘটনা বিভিন্ন হয় না। বরং ঘটনা একটি রয়ে যায়। যেমন কোন একটি ঘটনার খবর দশটি পত্রিকায় এলো, তবে সে ঘটনা ও খবর একটিই রয়ে যায়। চাঁদ একটিই হয়, দেখে আনেকেই, এবং প্রত্যেকেরই

মুখে মুখে চাঁদ চাঁদ শব্দ হয়। অনেক মানুষের বর্ণনা দ্বারা অনেক চাঁদ হয়ে যায় না। যেভাবে চাঁদ একটি হয়, ঐ রকম ভাবে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে আসার দ্বারা হাদীস একটিই থাকে, হাদীস অধিক হয়ে যায় না।

যা হোক বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্বারা শুধু আপনার রফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হল, সর্বদা করা প্রমাণিত হল না। আর না দশবার করা প্রমাণিত হলো, আর না আঠারো বার করার নিষেধাজ্ঞা হল। আপনার যে দাবী ছিল, তা অর্ধেকই রয়ে গেল, অপ্রমাণিত রয়ে গেল। আরেকটু তাড়াতাড়ি করে দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমাদের নিকট মুসলিম শরীফের হাদীসও আছে, যাতে রাফউল ইয়াদাইন করার প্রমাণ রয়েছে।

হানাফীঃ মুহতারাম প্রমাণের কথা নয়। এখানে "সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন করার" আলোচনা চলেছে, আর আপনারা যে আঠারো জায়গায় আপনারা করেন না, তার না করাটা নিয়েও আলোচনা। অনেক মাসআলারই প্রমাণ পাওয়া যাবে, যা আপনারা মানেন না, যেভাবে পূবে করেছিলাম। আচ্ছা বিলমিল্লাহ বলে শুরু করা যাক, এই যে মুসলিম শরীফ ১/১৬৮ এ ঐই হাদীসই যা ইবনে ওমর রাযি. এর বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এর উত্তরও আমি পেশ করেছিলাম। আর এই যে আবু দাউদ শরীফ ১/১০৪ এ ঐই হাদীসই। কিন্তু আমি আপনার থেকে ফয়সালা করতে চাচ্ছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা এসেছে।

১. সিজদায় রফউল ইয়াদাইন করা। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১০২, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা পৃ. ২৩৪, জুযউ রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৪২)
২. রুকুতে রাফউল ইয়াদাইনও তার থেকে প্রমাণিত। (বুখারী ১/১০২, মুসলিম ১/১৪৮, আবু দাউদ পৃ. ১০৪, নাসায়ী পৃ. ১২৩, রাফউল ইয়াদাইন করা পরিচ্ছেদ)
৩. শুধুমাত্র রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করাও প্রমাণিত। (মুআত্তায়ে মালেক পৃ. ৬১, ৮৯, ৯৩ মাওকুফ, নামাযের শুরু পরিচ্ছেদ)
৪. শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন (মুসনাদে হুমায়দি ২/২৭৭, আবু আওয়ানা ২/৯১, আলমুদাওওয়ানাতুর কুবরা)

এ চার প্রকার রাফউল ইয়াদাইন ইবনে ওমর রাযি. থেকে প্রমাণিত। আর ইবনে ওমর রাযি. এর যে আমল ছিল, তা আপনাকে দেখাচ্ছি। আমার হাতে

মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রিয় ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর লিখিত কিতাব। এখানে নামায শুরু পরিচ্ছেদ এ ১/৯৩ পৃষ্ঠাতে আছে-

عن عبد العزيز بن حكيم قال : رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك

আব্দুল আযীয ইবনে হাকীম রহ. বলেন, আমি ইবনে ওমর রাযি. কে দেখেছি যে, নামাযের প্রথম তাকবীরের সময় কানের লতি বরাবর রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। ইহা ব্যতিত আর করেন নি।

এটা তহাবী শরীফ ১/১৬৩ মুজাহিদ রহ. বলেন, দশ বসর পর্যন্ত আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করেছি- **صليت خلف بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة** তিনি প্রথম তাকবীর ব্যতিত রাফউল ইয়াদাইন করতেন না।

আরেক জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন বেদআত বলেছেন। (মিযানুল ই'তিদাল ১/৩১৫) এ সকল বর্ণনাগুলিতে যে বৈপরিত্য রয়েছে, তা খতম করে কোন হাদীসকে প্রাধান্য দিবেন, আর কাকে দিবেন না। যাকে প্রাধান্য দিবেন, কোন হাদীস থেকে দিবেন এবং কোন দলিলে দিবেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ অধিক বর্ণনা এবং মতভেদে আমরা বুখারী ও মুসলিম শরীফ কে প্রাধান্য দিব।

হানাফীঃ কোন নিয়মে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কেননা তা অন্য কিতাব থেকে বেশি শক্তিশালী হয়।

হানাফীঃ এ কথা কি কোন উম্মতের না কি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন উম্মতের হবে।

হানাফীঃ ঘুরে ফিরে কেন আবার উম্মতের কথা মানার কি বাধ্যবাধকতা?

গায়রে মুকাল্লিদঃ বুখারী শরীফের হাদীসকে প্রাধান্য দিব।

হানাফীঃ দাঁড়িয়ে প্রশাব করার ক্ষেত্রে বুখারীর ১/৩৫ বর্ণনাকে বৈপরিত্যের সময় কেন প্রাধান্য দিলেন না?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার বৈপরিত্যের সময় কোন হাদীসকে প্রাধান্য দেন?

হানাফী: এ রকম মুশকিলে পড়লে আমরা ফুকাহায়ে কেরামের কথা মেনে নেয়। আর হাদীস প্রাধান্য দিতে সাধারণ মৌলভির কথা বাদ দিতে আল্লাহর দেওয়া খায়রুল কুরূনের মুজতাহিদ ও ফকীহদের ফয়সালা মানি।

গায়রে মুকাল্লিদ: এ রাফউল ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের কি ফায়সালা?

হানাফী: আমার ভাই! এটাই ফায়সালা যে, রাফউল ইয়াদাইন করা যাবে না।

গায়রে মুকাল্লিদ: কোথায় লেখা আছে?

হানাফী: আমার হাতে তহাবী শরীফ ১/১৬৫ রুকু এবং সিজদার তাকবীর বলা পরিচ্ছেদ এর শেষে আবু বকর ইবনে আয়্যাশ বলেন, **ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى** আমি কোন ফকীহকে দেখিনি যে তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আবু বকর ইবনে আয়্যাশ তিনি মানুষ এবং তিনি কে?

হানাফী: ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে আয়্যাশ। বুখারী শরীফে তার হাদীস নিয়েছেন।

১. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এ পৃ. ১৮৬ তার হাদীস রয়েছে।

২. بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ এ ১/২৩২।

৩. بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ এ ১/১৬৩।

৪. بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ এ ২৭৪।

৫. كتاب المناقب এ ১/৪৯৬।

৬. بَاب { إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ } الْآيَةَ এ ২/৬৫৫।

৭. بَاب { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ } এ ২/৭২৫।

৮. بَاب كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এ ২/৭৪৭।

৯. بَاب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ এ ২/৮৮৯।

১০. بَاب الْحَذَرِ مِنْ الْغَضَبِ এ ২/৯০৩।

ইহা দশটি।

এ ছাড়াও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে ইমাম বুখারী রহ. তার থেকে বর্ণনা নিয়েছেন, এবং দলিলও পেশ করেছেন। তিনি বুখারী শরীফের বর্ণনাকারী।

তার সম্পর্কে জনাব কি ফতওয়া দিবেন? আমি আপনাকে তহাবী শরীফ থেকে দেখিয়ে দিলাম যে, কোন ফকীহ রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। আমরা তো ফুকাহায়ে কেরামের ফয়সালা গ্রহণ করেছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা ফুকাহায়ে কেরামের ফায়সালা কেন গ্রহণ করলেন?

হানাফীঃ আপনারা বুখারী শরীফের হাদীসকে কেন কানুন ও নিয়মের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ উলামায়ে কেরাম থেকে শুনেছি যে, আমরা আহলে হাদীস বুখারী, মুসলিমের মোকাবালায় কোন হাদীসকে মানি না।

হানাফীঃ আমার প্রিয়! ইহা সব মৌখিক দাবী, অসার কথা, যা শুনে আপনারা (মুতাআস্সির) আকর্ষিত হয়ে বসে আছেন। এর কিছু উদাহরণ আমি পূর্বে দিয়েছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার প্রশ্ন হল, আপনার ফুকাহায়ে কেরামের কথা কেন মানেন?

হানাফীঃ প্রিয়! এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ফুকাহায়ে কেরামের নিকট সপর্দ করেছেন। দেখুন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- সুরা তওবা আয়াত ১২২,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

এ আয়াতে একটি কথার উপর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে এক দল বের হবে, এবং ফকীহ হয়ে আসবে এবং তারা এসে গোত্রদেরকে বুঝাবে, ভয় দেখাবে। এবং গোত্রের লোকেরা তার কথা মেনে নিবে এবং বুঝবে। এ আয়াতের মাফহুম, বুঝ এটি। ফুকাহায়ে কেরামের ভয় দেখানোর হুকুম। আর গোত্রকে তার কথা মেনে নিয়ে ভয় পাওয়ার হুকুম। দেখুন ফকীহ হওয়ার পর গোত্রকে তার উপর হাওয়ালা করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তার কথা মান। এ কারণে আমরা পঞ্চদশ শতাব্দির নামে মাত্র উর্দূ পড়া কোন মৌলভীর কথা না মেনে ফুকাহায়ে কেরামের ফায়সালা মানি। এবং আমাদের ফায়সালা হলো যে, অগণিত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাফউল ইয়াদাইন না করার ফায়সালার সাথে একমত। (তিরমিযি ১/৩৫ রাফউল ইয়াদাইন পরিচ্ছেদ)। আপনাদের উচিত যে, আপনারা যেভাবে স্টেজের উপর শ্লোগান দেন যে, আমরা উম্মতের মতভেদর সময় আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফায়সালা করি। আজও মেহেরবাণী করে ঐ

শ্লোগাণ পূর্ণ করে দেখান। এ মতভেদপূর্ণ হাদীসের মধ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলের ফায়সালা কি? যদি ফায়সালা দেখাতে না পারো, অবশ্য পারবেনও না। তবে ঐ শ্লোগাণ ভুল হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করুন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে জনসাধারণকে এই খালী ওজনহীন ভিত্তিহীন শ্লোগাণ থেকে বাঁচান। সত্য বলুন। আল্লাহ ও তার রাসূলের নাম নিয়ে ইমাম বুখারীর ফায়সালা দেখানো কি ইনসাফ না কি বেইনসাফ? যারা এমন করে তাদেরকে আহলে হাদীস বলার হক আছে? কুরআন হাদীস থেকে উত্তর দিন। আরেকটি কথা স্বরণে রাখবেন যে বুখারী শরীফেই হাদীস মারফু মাওকুফ হওয়ার মধ্যেও ইখতিলাফ মতভেদ রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এটা তো মেনে নিলাম যে, আপনারা ফায়সালা ফুকাহায়ে কেরাম থেকে ফায়সালা করিয়েছেন। আমি তহাবী শরীফে আবু বকর ইবনে আয়্যাশ এর কথা, কোন ফকীহ রাফউল ইয়াদাইন করতেন না, এবং আবু বকর ইবনে আয়্যাশ তিনি বুখারীর বর্ণনাকারী। জেনে নিলাম। দু'টি কথা বুঝে আসছে না। প্রথম বুখারীর উপর প্রাধান্য কে দিতে পারে? দ্বিতীয় আমরা শুনেছি যে, যখন মারফু মাওকুফ হওয়ার মধ্যে মতভেদ হয়, তখন মারফু এর বর্ণনাই বুঝা হয়। (শরহু মুসলিম নববী পৃ. ২৮২)

হানাফীঃ মুহতারাম আপনি দু'টি প্রশ্ন করেছেন, প্রথম প্রশ্ন, বুখারীর রেওয়াতের উপর অন্য রেওয়ায়েতের প্রাধান্য কে দিতে পারে? তবে এ প্রশ্নের জবাব গায়রে মুকাল্লিদের কিতাব থেকে দিচ্ছি। দেখুন বুখারী শরীফে শহীদের উপর জানাযা নামায পরিচ্ছেদের নিচে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ উহুদের শহীদগণকে গোসল দেওয়াও হয়নি, জানাযা পড়াও হয়নি। কিন্তু এ রেওয়ায়েতের উপর গায়রে মুকাল্লিদ নাসায়ীর রেওয়ায়েত কে প্রাধান্য দেয়। নাসায়ীর রেওয়ায়েতে প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদের জানাযা পড়িয়েছেন। (শহীদের উপর জানাযা নামায পরিচ্ছেদ)

দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা ছিল যে, যখন রেওয়ায়েত মারফু ও মাওকুফ হওয়ার মধ্যে মতভেদ হবে, তখন রেওয়ায়েত মারফু হবে। এটা তো তখন, যখন ইখতিলাফ হবে। কিন্তু যখন ফায়সালাই হয়ে যায় যে, এটা মারফু নয়, তখন তার পরে তো আর কোন সুযোগ থাকে না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দৃঢ়তার সাথে কে বলেছেন যে, এটা মারফু নয় বরং মাওকুফ?

হানাফীঃ আমার হাতে আবু দাউদ ১/১০৮ রাফউল ইয়াদাইন পরিচ্ছেদে ইমাম আবু দাউদ বলেন যে, **الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ،** সঠিক কথা হলো যে, ইবনে ওমর রাযি. এর কথা মারফু নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! মাওকুফই সঠিক। আর আমরা এই মাওকুফের উপরই আমল করি।

হানাফীঃ আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদগণ লিখেছেন যে, মাওকুফ রেওয়ায়েত দলিল নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন আহলে হাদীসে লিখেছে?

হানাফীঃ এই যে আমার হাতে গায়রে মুকাল্লিদ আব্দুল মান্নান নূরপুরী এর রিসালা রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ের উপর লেখা হয়েছে, যার পৃ. ১৪,৮১,৮৪,৮৫,৮৮,৫৯ এ লিখেছেন যে, আহলে ইলমের জানা আছে যে, মাওকুফ রেওয়ায়েত কওলী হোক বা ফে'লী হোক, তা শরীয়তের দলিলের মধ্যে কোন দলিল নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি এখন কি করব?

হানাফীঃ তাকলীদ করেন, এতে মুক্তি রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি শাফেয়ী রহ. এর তাকলীদ করব, কেননা তিনি ফকীহ এবং রাফউল ইয়াদাইনেরও পক্ষে।

হানাফীঃ এ একটি মাসআলাতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর তাকলীদ করবেন নাকি তালাক, তারাবীহ, একটি চুল মাসাহ করা ফরয, মহিলার খতনা করা ফরয, এ সমস্ত মাসআলাতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কথা কে মানবে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ পেরেশান করেন না, একটি মাসআলায় তাকলীদ করে অন্য মাসআলায় তাকলীদ না করলে কোন পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে?

হানাফীঃ আরে ভাই! একটি পাহাড় নয় অনেক পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। প্রথম পাহাড় হলো, গায়রে মুকাল্লিদের নিকট মুশরিক হয়ে যাবেন, মুসলিম থাকবেন না। শাফেয়ীদের নিকটও শাফেয়ীও হবেন না। কেননা তালাক তারাবীহ ও অন্যান্য মাসআলায় পথভ্রষ্টের শিকার হবেন। হানাফীও থাকলেন না। আমার তো বুঝে আসছেনা যে, আপনার নামায কার পিছনে হবে, কার পিছনে হবে না। আপনার জানাযা কে পড়াবে? নিজেকে গায়রে মুকাল্লিদ বলবেন না কি মুকাল্লিদ? না মুকাল্লিদগণ আপনাকে তাদের গণ্ডিতে আসতে দিবে। আর গায়রে মুকাল্লিদ তো পূর্বেই তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? রাফউল ইয়াদাইনের মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর তাকলীদ জরুরী। অন্য মাসআলায় তাকলীদ জরুরী নয় কেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! তিন জন ইমাম রাফঊল ইয়াদাইন করার পক্ষে, আর একজন ইমাম আবু হানিফা রহ. রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। যখন তিনজন ইমাম এক দিকে, আর একজন ইমাম একদিকে, তখন আপনি কার কথা মানবেন? যে শুধু একজনের কথা মানে তার কি চিকিৎসা?

হানাফীঃ আমার ভুলে যাওয়া গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! যখন তিন জন ইমাম এক দিকে, আর এক জন ইমাম অন্য দিকে, তখন আপনার কথা অনুযায়ী তিন জন ইমামের কথা মানা উচিত। যদি চার ইমামই এক দিকে, আর গায়রে মুকাল্লিদ একদিকে, তখন কার কথা মানা উচিত?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা কোন মাসআলায় চার ইমামের বিরোধিতা করেছি?

হানাফীঃ মুহতারাম! তালাকের মাসআলায়, অর্থাৎ যদি এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হয়, তবে তিনটিই হয়ে যায়, বরং ইমাম বুখারী রহ. এর ফায়সালাও এটি। কিন্তু তারপরও কোন গায়রে মুকাল্লিদ এ কথা মানার জন্য তৈরী নেয়। এখন বলুন! ইমাম বুখারী রহ. সহ পাঁচ ইমামের বিরোধিতাকারীর কি চিকিৎসা?

দ্বিতীয় নাম্বার, চার ইমামের মধ্যে কেউ তারাবীহ আট রাকাত বলেননা। শুধু আপনারা গায়রে মুকাল্লিদ আট রাকাতের পক্ষে। এখন চার ইমামের বিরোধিতাকারীগণ আপনারা বলুন আপনাদের চিকিৎসা কি? আমরা তো মুজতাহিদের কথা শুনে চলে যাচ্ছি। আপনারা তো কোন ইমামের কথা মানেননা। আপনাদের চিকিৎসা কি?

আমিও আপনার থেকে কয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করি, যাতে তিন জন এবং একজনের ইখতিলাফ হবে। দেখি আপনারা কি তিনজনের সাথে, যেভাবে আমাকে সবক দিচ্ছেন। না কি এক জনের সাথে।

১. পাগড়ীর উপর মাসেহ করা শুধু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. নিকট জায়েয, বাকি তিন ইমামের নিকট না জায়েয়। এখানে গায়রে মুকাল্লিদ তিন জন কে ছেড়ে এক জনকে মানে। আর রাফউল ইয়াদাইনের মাসআলায় একজনকে ছেড়ে তিন জনকে মানার কথা বলে।
২. অযুতে কান মাসাহ করার জন্য শুধু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট নতুন পানি নেওয়া উচিত। আর বাকি তিন ইমামের নিকট পূর্বে হাতে

থাকা পানিই যথেষ্ঠ। (খাযায়েনে সুনান- ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মাওলানা মুহাম্মাদ সারফারায খাঁন সফদর) না জানি আপনারা আপনাদের কানুনের গুরুত্ব দেন নাকি কানুন ভেঙ্গে এক জন ইমামের কথা মেনে অন্য ইমামকে টক্কর দেন।

৩. অযুতে আঙ্গুলগুলি খেলাল করা তিন ইমাম তাকে ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। আর শুধুমাত্র একজন ইমাম অযুতে আঙ্গুলগুলি খেলাল করা তিন ইমাম তাকে ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। আর শুধুমাত্র ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ওয়াজিব বলেন। এখানে গায়রে মুকাল্লিদ তিন ইমাম কে ছেড়ে একজনের সাথে এবং আমাদেরকে রফউল ইয়াদাইনের মাসআলায় তিন ইমামের তাকলীদ করার হুকুম দেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আঙ্গুল খেলাল করা আহলে হাদীস কোথায় ওয়াজিব বলেছেন?

হানাফীঃ গায়রে মুকাল্লিদ শওকানী রহ. নায়লুল আওতারে ১/১৭১ এবং গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. তুহফাতুল আহওয়াযি ১/৪৯ এ ওয়াজিব বলেছেন। আমি কি প্রশ্ন করতে পারি উল্লেখিত মাসআলাতে তিন ছেড়ে এক কেন ধরলেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ কথা তো প্রমাণিত হলো যে রফউল ইয়াদাইন এর অস্বীকারকারী শুধুমাত্র একজন ইমাম।

হানাফীঃ এটাও একটি মিথ্যা যা তাহকীক ছাড়াই রটেছে। ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ. রফউল ইয়াদাইনের প্রবক্তা নন। ইমাম মালেক রহ. বলেন- لا

أعرف رفع اليدين

(আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরা, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯৭)

ইবনে রুশদ মালেকী রহ. বলেন- রফউল ইয়াদাইন ছেড়ে দেওয়া ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব। ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিম ১/১৬৮ ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব নকল করে বলেন যে-

وهو اشهر الروايات عن مالك

ইমাম মালেক রহ. এর প্রশিদ্ধতম রেওয়ায়েত রফউল ইয়াদাইন না করা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা! দু'জন ইমাম তো করেন না কি না?

হানাফী: আমার ভাই! প্রথমে আপনার কথা অনুযায়ী তিন জন করেন। এখন দু' জন হয়ে গেল? ঠিক আছে, একেও দেখছি যে, ইমাম আহমাদ রহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর রফউল ইয়াদাইনের মধ্যে গায়রে মুকাল্লিদের সাথে কতটুকু ঐক্যমত ও কতটুকু মতানৈক্য। ১. কিছু জায়গায় ২. রফউল ইয়াদাইনের হুকুম। তবে দু'জন ইমামও প্রত্যেকেই ঐ স্থানে রফউল ইয়াদাইন করেন না যেখানে গায়রে মুকাল্লিদ করেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আহলে হাদীস কোথায় করেন?

হানাফী: ১. তাকবীরে তাহরীমা। ২. রুকুতে যেতে। ৩. রুকু থেকে মাথা উঠাতে। ৪. তৃতীয় রাকাতে উঠতে। ৫. এবং গায়রে মুকাল্লিদ মাসবুকও রফউল ইয়াদাইন করে।

গায়রে মুকাল্লিদ: মাসবুকের রফউল ইয়াদাইন জাহেল জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। আহলে হাদীসের মাসলাক নয়।

হানাফী: আপনার মাসলাক কোনটি? এবং কোথায় লেখা আছে? একজন মৌলভি যিনি কিতাব লেখেন, যখন তিনি মেহনত করে ছাপেন, গায়রে মুকাল্লিদ তাকে প্রত্যাহার করেন যে, তিনি আহলে হাদীস নন। যা হোক দু'জন ইমাম করেন, রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতে। (বেদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৯৬) এবং এ সকল জায়গাতে একে মুস্তাহাব বুঝেন। (শরহে মুসলিম-নববী ১/১৬৮) ইমাম নববী রহ.ও উপরে মুস্তাহাব হওয়ার অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। ঐ রকমভাবে **باب استحباب صلاة الضحى** (চাশতের নামায মুস্তাহাব হওয়া অনুচ্ছেদ) অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। ইমাম নববী রহ. এর নিকটও চাশতের নামায মুস্তাহাব এবং রুকুর রফউল ইয়াদাইনও। অর্থাৎ যেভাবে চাশতের নামায কোন ব্যাক্তি সমস্ত যেন্দেগীতে না পড়ে তবে সে তা ছাড়ার জন্য গোনাহগার হবে না। ঐরকমভাবে রফউল ইয়াদাইন ছাড়ার কারণেও কাফের মুশরিক নয়, তিরস্কারযোগ্য নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমরা কখন রাফউল ইয়াদাইন কে ইসলাম ও কুফুরির সীমানা বুঝি?

হানাফী: এটাও আপনি শুধুমাত্র আমার সামনেই নরম ভাবে কথা বলছেন, নতুবা গায়রে মুকাল্লিদ আব্দুল্লাহ ভাওয়ালপুরী তার রাসায়েলে ভাওয়ালপুরিতে ২২০ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে, আহলে হাদীস এবং হানাফীর ইখতিলাফ কোন সাময়ীক বা শাখাগত ইখতিলাফ নয়, বরং বুনিয়াদি ইখতিলাফ। দেখুন, সে

তো হানাফী ও গায়রে মুকাল্লিদ ইখতিলাফকে বুনিয়াদি অর্থাৎ হক বাতিলের ইখতিলাফ বুঝা যায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব। কিন্তু কোন জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করাতে তো আমাদের সাথে মিল আছে না?

হানাফীঃ কোন জায়গায় ইমামের সাথে মিলে যাওয়ায় খুশি ব্যাক্তিগণ, কিছু জায়গায় শিয়াদের সাথেও ইমামগণ একমত হয়ে যান। আর তাতে তারাও বগল বাজিয়েও বলতে পারে, তোমাদের ইমামও আমাদের সাথে একমত। বরং ইমাম বুখারী রহ. সিজদায় রাফউল ইয়াদাইন করা কে সুন্নাত বলে একেবারেই আমাদের সাথে একমত। এ থেকে বেড়ে গায়রে মুকাল্লিদ সিজদায় রাফউল ইয়াদাইন করে শিয়াদের সাথে একমত। (ফাতাওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস ৪/৩০৬)

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনারা রাফউল ইয়াদাইন শুরু করে দিন, ইখতিলাফ খতম হয়ে যাবে।

হানাফীঃ আপনারা রাফউল ইয়াদাইন ছেড়ে দিন, সমস্ত ইখতিলাফ খতম হয়ে যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দু' ইমাম তো রাফউল ইয়াদাইন করে আমাদের সাথে হয়ে গেছেন।

হানাফীঃ তারপর কথা ঐটাই! কার্জহীন সুদহীন খুশি যে, ইমাম আমাদের সাথে একমত। আমি আরয করেছি যে, ইমামগণ যেখানে করেন, তাকে ওয়াজিব বা ফরয বলেন না, আর যারা করেনা তাদেরকে তিরস্কারও করেন না, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার লিফলেটও ছাপান না। ইমামগণের বগলে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তির নিক্ষেপ করেন না, দশ জায়গায় সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন, এবং আঠারো জায়গায় না করা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মারফু, গায়রে মাজরুহ, গায়রে মু'আরিয হাদীস থেকে প্রমাণ করুন, যা আপনার দাবী। কিন্তু এতে আপনি ১০০% অকৃতকার্য। কিন্তু তারপরও আমার যথেষ্ট খুশি লাগছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ খুশি কোন কথার উপর?

হানাফীঃ এ কথার উপর যে, ইমামগণ ঘৃণা করেও আজ ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নাম নিয়ে দলিল হিসেবে তার মাযহাব কে পেশ করছেন। আমার দৃঢ় প্রত্যাশা যে, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর রুহ মুবারাকও আমার উপর খুশি হবে ইনশাআল্লাহ!

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! ইমাম শাফেয়ী রহ. এর রুহ মুবারক আপনার উপর কিভাবে খুশি হবে? আমার বুঝে আসছে না।

হানাফীঃ আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর রুহ কিভাবে খুশি হবে! একজন মহিলার সন্তান যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারপরও তার আম্মাকে কোন দিন আম্মা বলিনি। একদিন একজনের সাথে কোন কারণে তার মারামারি হয়, লোকটি তাকে অনেক জোরে আঘাত করেছে, যার কারণে সে ব্যাথায় সহ্য করতে না পেরে চিল্লিয়ে বলল, “আহ আম্মা” “ও মা”। তার আম্মা ঘর থেকে বের হয়ে এদিক ওদিক দেখা শুরু করলেন, ছেলে জিজ্ঞেস করছে যে, আম্মা তুমি কোন দিকে দেখছ? আর আমি এদিকে চিল্লাচ্ছি, তুমি এদিকে এজন্য দেখতে এসেছ যে, আজ আমি তোমাকে আম্মা বলে ডেকেছি? তার আম্মা উত্তর দিলেন যে, আমি তোমাকে দেখতে আসিনি, সাক্ষাত করতেও আসিনি, বরং তার হাত চুম্বন করতে এসেছি, যে তোমাকে আঘাত করে তোমার মুখ থেকে আম্মা শব্দ বের করিয়েছে। তাকে ধন্যবাদ। তোমাকে নয়। হুবাহু ঐরকমভাবে যখনই গায়রে মুকাল্লিদ থেকে শুনা যায় যে, আমরা শাফেয়ীকেও মানিনা, মালেককেও না, আহমাদ ইবনে হাম্বলকেও না, আবু হানিফাকেও না। কিন্তু তারা কুরআন হাদীসের নাম নিয়ে ইমামগণকে তিরস্কারকারীগণ যখন আহলে হকের নিকট ফান্দে পড়ে যায়, যখন আর বের হওয়ার কোন রাস্তা থাকেনা, তখন একটি মাসআলা ছেড়ে দিয়ে সাথে সাথে অন্য মাসআলায় মনযোগি হয়, আর যদি সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন চার ইমামের কোন এক ইমামকে অনেক সম্মানের সহিত ডেকে বলে, শাফেয়ী জ্বী, আমাকে বাচিয়ে নিন, ইমাম আহমাদ জ্বী, আমাকে বাচিয়ে নিন, মালেক জ্বী, আমাকে বাচান, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান। যখন তাদের নাম আহলে হকের গ্রেফতারের কারণে বের হয়েছে, তবে আপনার খেয়াল কি তিনি কি আমাদের শুকরিয়া আদায় করবেনা? আর তাদের পবিত্র আত্মা কি আমাদের উপর খুশি হবেনা?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা তো ইমামগণকে সাহায্যের জন্য ডাকিনা।

হানাফীঃ আমার ভাই! মজা তো তখন ছিল, এবং বাহাদুরীও তখন ছিল, যেভাবে দাবী যে, আমরা কুরআন হাদীস মানি। তাছাড়া কারো কোন কথা, কারও ফিকহ ফায়সালা মানিনা। কোন ইমামের সাহায্য নেয়া ব্যতিত এবং কোন ইমামের দলিল দেওয়া ব্যতিত ডিরেক্টলি কুরআন, হাদীস থেকে নিজেদের প্রত্যেকটি দাবীর প্রত্যেক মাসআলায় দেখাতেন, তবে কোন ইখতিলাফ মতবাদ

থাকতনা। ইমামগণের নাম নিয়ে তাদের দলিল দিয়ে আপনি আপনার বানানো কানুনকে পদদলিত করেছেন। এখন রাফউল ইয়াদাইন ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নাম নিয়ে প্রমাণ করছেন। কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো না।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমাদের হাদীস মুসলিম শরীফেও আছে, তা থেকেও রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণিত হয়।

হানাফী: আমার ভুলে যাওয়া গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! গায়রে মুকাল্লিদের একটা দুর্বলতা আপনাকে বলব? নারাজ হয়েননা।

গায়রে মুকাল্লিদ: অবশ্যই বলুন, আমাদের মধ্যে কোন দূর্বলতা রয়েছে?

হানাফী: সর্বপ্রথম আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদগণ কুরআন হাদীসের নাম নিয়ে ভয়ভীতি জমানোর জন্য প্রচেষ্টা করবে, এবং একটি মাসআলা শুরু করবে। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে থাকবে, এবং চিন্ত ফিকির ছাড়াই চ্যালেঞ্জ করবে, যাতে শ্রোতা বুঝে যে, সে একজন বহুত বড় আলেম। যখন সামনে থেকে কেউ হঠাৎ প্রশ্ন করবে, সাথে সাথে সে রেগে যাবে, আর যদি এই হাদীস শুনায় দেয়া হয়, তবে গায়রে মুকাল্লিদ অনেক বেশি রেগে যায়। আর যদি ঐ মাসআলায় আটকে যায়, তবে সাথে সাথে বলবে, তোমাদের ফিকহে এমন লেখা আছে। যদি অপর পক্ষ উত্তর দিতে না পারে, তবে বিশেষকিছু শর্ত জুড়ে দিয়ে হাদীস চাইবে। যদি হাদীস দেখায় দেয়, তবে তাকে যয়ীফ বলবে, যাতে আরেকটি ভীতি কাজ করে এটা মনে করে, হযরতে সহীহ যয়ীফ বিষয়ে অনেক দক্ষ। আর যদি যয়ীফ ও সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা চাওয়া হয়, তবে মারা যাবে, সাপ শুকিয়ে যাবে, সংজ্ঞা বলতে পারবেনা। তারপর বলবে যে, সীহাহে সিত্তাহ থেকে দলিল পেশ করুন। সীহাহ সিত্তার কোন কিতাব থেকে দলিল দিয়ে পাঁয়তারা পেল্টে যাবে, বলবে বুখারী মুসলিম থেকে দেখাও। যদি মুসলিম শরীফ থেকে দেখিয়ে দেয়, তখন বলবে বুখারী থেকে দেখান। আর যদি বুখারী শরীফ থেকে দলিল পেয়ে যায়, তখন তার অনেকরকম উত্তর দিবে। আর বলবে, এর উদ্দেশ্য বুঝেন নি, এটার দু'টি উদ্দেশ্য, আমি যা বর্ণনা করছি, নিজের মনগড়া উদ্দেশ্য যদিও তা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্যের বিপরীতও হয়। তখন নিজের মনগড়া উদ্দেশ্যকেও ইমাম বুখারী রহ. থেকে ভাল ও উত্তম মনে করে। চার ইমামের উদ্দেশ্য থেকেও নিজের টা অধিক ভাল মনে করবে। দ্বিতীয় উত্তর এটা হবে যে, আমাদের নিকেট এর বিপরীতে অনেক হাদীস রয়েছে। এখন দেখুন, যখন বুখারী শরীফের হাদীসের বিষয়ে তার দাবী পূর্ণ করা হয়ে গেছে, তখন এ হাদীসের মোকাবেলায় নিজের মত কে হাদীস থেকে

ভাল মনে করে, মর্যাদা দিয়ে তার কথা কে হাদীস বলবে। আর যদি আপনি অস্বীকার করেন, তবে এটা বলবে না যে, আপনি আমার মতকে অস্বীকার করলেন, বরং বলবে আপনি হাদীস অস্বীকার করলেন। যারা নিজেদের মনগড়া মত কে হাদীসের নাম দেয়, এখন আপনিই বলুন, তাদের কি চিকিৎসা হবে? বুখারী শরীফের বিপরীতে যে অন্য জবাব দিয়েছে, আমাদের নিকট আরো হাদীস আছে, হুবাহু এই জবাব যদি আপনি তাকে দেন বুখারী শরীফের বিপরীতে, তখন সে আপনার উপর কুফুরীর ফতওয়া লাগিয়ে দিবে। আপনি তা থেকে বাঁচতে পারবেন না। প্রথম দুর্বলতা হল, এক মাসআলা ছেড়ে আরেক মাসআলায় চলে যাবে। নিজের বিষয় ঠিক রাখবে না। দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো যে, এক কিতাবের দলিল দিলে অন্য কিতাবের দলির চাইবে। শেষে বলবে আমি এটা মানিনা। আপনি এটার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। নিজেদের পক্ষে যদি কোন মাসআলায় ইমামের মত পেয়ে যায়, তবে তা শ্লোগান দিবে। আর যদি অন্যের পক্ষে ইমামের মত মিলে যায়, তবে গায়রে মা'সুম উম্মত বলে টিটকারী করবে। যখন একেবারই লা জবাব হয়ে যাবে, তখন হাদীসকে যয়ীফ বলে দেওয়া গায়রে মুকাল্লিদের রীতি, বা বলবে যে, আমি আলেম নয়। আরেকবার আসব বলে (আর আসবেনা) বেঁচে চলে যাওয়া ভেগে যাওয়ার একটা পথ।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি কোন পাঁয়তারা বদলিয়েছি?

হানাফীঃ প্রথমে বুখারী শরীফের দাবী করেছিলেন, আমি পুরা করে দিয়েছি। তারপর আরো দাবী করেছেন, সেটাও আলহামদুলিল্লাহ পুরা করে দিয়েছি। এখন বলছেন যে, আমাদের কাছে মুসলিম শরীফও আছে। তাকেও দেখছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ মুসলিম শরীফের হাদীস নিয়ে পরে আলোচনায় আসবো। প্রথমে দু'এক কথা জানতে পারি?

হানাফীঃ অবশ্যই বলুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি বলেছেন যে, গায়রে মুকাল্লিদদেরকে যখন হাদীস শুনানো হয়, তখন তারা রেগে শুনেও না। এ কথা তো আপনি আমাদের উপর অপবাদ দিলেন। আমরা তো হাদীসের উপর জান দিয়ে দেয়, এ জন্য তো আমাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয়।

হানাফীঃ আমার ভুলে যাওয়া গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! অপবাদ তো তাকে বলে যার বাস্তবতা নেই। ভিত্তিহীন কথা কারো মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমার দাবী হলো যে, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনে গায়রে

মুকাল্লিদ যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস দাবী করে তারা যে পরিমাণ চড়ে, তাদের তুলনায় অন্য কেউ চড়েনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! ভাল। আহলে হাদীস হাদীস থেকে চড়ে? আমার বুঝে আসেনা।

হানাফীঃ দেখুন! অভিজ্ঞতা অর্জন করতে তো কোন অসুবিধা নেই। লাহোরের আনওয়ার খোরশিদ একটি কিতাব লিখেছেন, তার নাম হলো, "হাদীস ও আহলে হাদীস"। এ কিতাবে অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি গায়রে মুকাল্লিদদের মসজিদে কয়েকজন একত্রিত করে প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু পড়ে শুনাবেন, এবং সাথে সাথে অনুবাদও শুনাবেন। আমি দেখব আপনার সাথে আহলে হাদীস কিরূপ আচরণ করে। তারা এমন আচরণ করবে, হাদীস অস্বীকারকারীকেও ছাড়িয়ে যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমরা মিশকাত এবং সিহাহে সিত্তা পড়ি।

হানাফীঃ আপনি এ দাবীতেও ভুল বর্ণনা দ্বারা কাজ নিচ্ছেন। ইহা ব্যতিত অনেক কিতাবও গায়রে মুকাল্লিদ পড়ে। এবং এই মিশকাত ও সিহাহ সিত্তার মধ্যে অনেক হাদীস রয়েছে, যা গায়রে মুকাল্লিদ মানেনা। আমি কি আপনার কাছ থেকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? মিশকাত মানা, এবং ঝাজাজুল মাসাবীহ না মানা, বুলুগুল মারাম মানা, হাদীস ও আহলে হাদীস না মানা, তিরমিযি মানা, ও তহাবী না মানা, মুআত্তায়ে মালেক মানা, আর মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ না মানা, জুযউল কেরাত মানা, আর কিতাবুল আসার না মানা, কিতাবুল কিরাত মানা, কিতাবুল হুজ্জাহ না মানা এটা কি তাকলীদে মুতলাক, না কি তাকলীদে শখসী?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ তাকসীম, বন্টন তো কোন হাদীসে নেই। যা হোক তবে আপনার এ কথা সত্য যে, আমাদের অনেক আহলে হাদীস "হাদীস ও আহলে হাদীস" এর উপর অনেক অসন্তুষ্ট।

হানাফীঃ যে হাদীস এর উপর অসন্তুষ্ট, তাকে আহলে হাদীস বলা কতটুকু সঠিক?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ সম্পর্কে আপনাকে কি বলতে পারি? যা হোক আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে, আপনি বলেছিলেন যে, গায়রে মুকাল্লিদ নিজের মতকে ইমাম বুখারী রহ. থেকেও বড় বুঝে। এর কোন একটি উদাহরণ পেশ করুন।

হানাফীঃ আপনি তো ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে বলেছেন, গায়রে মুকাল্লিদ তো চার ইমামের থেকেও নিজের মতকে অনেক বড় মনে করে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন দলিল পেশ করুন।

হানাফীঃ মুহতারাম! এটা আমার হাতে "ফতওয়ায়ে আহলে হাদীস" রয়েছে। লেখক আব্দুল্লাহ রূপড়ী। এর ১/৭ দেখুন! এক মজলিসে তিন তালাক বিষয়ে অনেক আহলে হাদীস বুখারী ইত্যাদির খেলাফ, বিরোধি। ইমাম বুখারী রহ. তিন তালাকের পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। তার নিচে হাদীস এনে প্রমাণ করেছেন যে, তিন তালাক তো তিন তালাকই। এক মজলিসে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে হোক। গায়রে মুকাল্লিদ এর বিরুদ্ধে জমে আছে, এতে তারা খুবই ক্ষুব্ধ। এখন কথাকে শেষ করছি। আপনি যে মুসলিম শরীফে রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, তার দিকে ধ্যাণ দিচ্ছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই মুসলিম শরীফের হাদীস দেখা উচিত।

হানাফীঃ ভাই! গায়রে মুকাল্লিদগণ মুসলিম শরীফ থেকে রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য যে দলিল পেশ করেন, তা তিনটি। তার দু'টি হাদীস **بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ** রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব পরিচ্ছেদে ১/১৬৮ তে উল্লেখ রয়েছে। এক হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস যা বুখারী থেকে পেশ করা হয়েছিল। আর তার উদ্দেশ্য আপনার সামনে পেশ করেছিলাম। এতে আপনার পরিপূর্ণ দাবী নেই। আর সর্বদার কথাও নেই। বরং শুধুমাত্র এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এ আমল করেছিলেন। বাকি এ কথা যে "সর্বদা করতেন" এ কথা হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনায় নেই। দ্বিতীয় বর্ণনাও **باب اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ** তাকবীরে তাহরীমার সাথে কাঁধ পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব পরিচ্ছেদ ১/১৬৭ এ আছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জলিলুল কদর সাহাবী। তিনি রাফউল ইয়াদাইনের কথা বলেছেন। এরপরও কি রাফউল ইয়াদাইন বাকি নেই? আপনি করবেন না?

হানাফীঃ হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. তিনি এমন সাহাবী যিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিশ দিন ছিলেন। বিশ দিন পর তিনি তার এলাকাতে ফিরে গেছেন, তারপর তার পূণরায় আসার সুযোগ হয়নি। তার এটা জানা ছিল না যে, তারপর হুকুমের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

গায়রে মুকাল্লিদ: হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিশ দিন ছিলেন। এর কোন প্রমাণ আপনি হাদীস থেকে দেখাতে পারবেন?

হানাফী: ভাই জান! কেন দেখাতে পারবনা? বুখারী শরীফ ১/৮৭,৮৮ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد সফরে একজন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ। ১/৯৫ باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم এ"যখন কেরাতে সকলে একরকম হবে, তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইমামতি করবে পরিচ্ছেদ। فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিশ দিন ও রাত ছিলাম। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রহম দিল ও মুহাব্বতকারী ছিলেন। তখন তিনি মুসাফির ছিলেন। তিনি কি তার চলে যাওয়ার পর এ আহকামের মধ্যে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা তা কি জানতেন? রাফউল ইয়াদাইনের মাসআলা তার থেকেই গ্রহণ করতে হবে, যিনি সর্বদা উপস্থিত ছিলেন, যার সমস্ত যিন্দেগী রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল।

গায়রে মুকাল্লিদ: তৃতীয় হাদীস কোন টি যা মুসলিম শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়? সর্বদা নয়?

হানাফী: মুসলিম শরীফ ১/১৭৩ এ بَاب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ। তাকবীরে তাহরীমার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. এর হাদীস আছে, পরিপূর্ণ দাবী নেই। আর হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. মুসাফির সাহাবী। তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'বার এসেছিলেন। দ্বিতীয় বার দেড় বছর পর। (জুযউ রাফউল ইয়াদাইন, গায়রে মুকাল্লিদ খালেদ গিরজাখী পৃ. ১৬।) যখন দ্বিতীয় বার এসেছেন। দ্বিতীয়বার আসার কথা আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ১/১০৫। সেখানে শুধুমাত্র প্রথম বার রাফউল ইয়াদাইন দেখেছেন। তিনি বলেন- ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ فِى افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ আমি যখন দ্বিতীয় বার এসেছি, তখন দেখেছি যে, নামাযের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: মুসলিম শরীফে না করার বা নিষেধ করার হাদীস কি আছে?

হানাফী: মুহতারাম ভাই সাহেব! অবশ্যই আছে। এই যে আমার হাতে মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড। بَاب الأَمْرِ بَالسُّكُوْنِ فِى الصَّلَاةِ নামাযে চুপ থাকার নির্দেশ পরিচ্ছেদ এর নিচে হাদীস রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, আমরা নামায পড়ছিলাম। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, আমার কি হলো তোমাদের হাত উঠাতে দেখছি, যেভাবে মাতাল ঘোড়া লেজ নাড়ায়।

গায়রে মুকাল্লিদ: এর পরিচ্ছেদ দেখুন! পরিচ্ছেদ পরিচ্ছেদ।

হানাফী: পরিচ্ছেদ পরিচ্ছেদের কথা তো খুব স্মরণ আছে। কিন্তু এটাও কি মনে আছে যে, পরিচ্ছেদ কে বেঁধেছেন? এটা কি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধেছেন? না কি কো উম্মত? যদি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছেদ বেঁধে থাকেন, তবে আপনাদের খুশি হওয়া উচিত। আর যদি কোন উম্মতের হয়, তবে আপনাদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কেননা উম্মতের কথা মানা আপনাদের নিকট শিরক।

গায়রে মুকাল্লিদ: দেখুন এ হাদীসে প্রথম কথা হলো যে, সালামের সময় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. একে অপরের দিকে হাত উঠাতেন। তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যে রকম পরের বর্ণনায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটাও জাবের ইবনে সামূরা রাযি. এর বর্ণনা যে, আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে একে অপরের দিকে সালাম ফেরানোর হাত বাড়াতাম। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলাই যথেষ্ট। এখন এত পরিমাণ ব্যাখ্যার পরও একে রাফউল ইয়াদাইনের কথা বলা কত বড় ভুল কথা। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া তাও আবার হাদীসেই।

হানাফী: আমার প্রিয় গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! আপনাকে অন্যকেউ ধোঁকা দিয়েছে। আর আমি আপনাকে ধোঁকা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছি।

দেখুন এ পরিচ্ছেদে দু'টি হাদীস রয়েছে। প্রথমটির শব্দের উপর লক্ষ করুন।

১. প্রথম বর্ণনায় জাবের ইবনে সামুরা রযি. এর ছাত্র তামীম ইবনে তারাফা। দ্বিতীয় হাদীসে জাবের রাযি. এর ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে কিবতিয়া।

২. প্রথম বর্ণনায় خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় صَلَّيْنَا مَعَ

رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেছি।

৩. প্রথম বর্ণনায় رَافِعِى أَيْدِيكُمْ রাফউল ইয়াদাইনের কথা আছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ ও تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ তোমরা ইশারা কর।

৪. প্রথম বর্ণনায় সালামের আলোচনা নেই। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় সালামের আলোচনা রয়েছে।

৫. প্রথম বর্ণনায় اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ নামাযে শান্ত হও। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِه নিশ্চয় তোমাদের জন্য যথেষ্ট হাত রানের উপর রাখা।

এ দু' বর্ণনায় চিন্তা করলে দেখা যায় যে, দু'টি বর্ণনাতে পাঁচটি পার্থক্য আছে। প্রথম বর্ণনায় আমরা নামায পড়ছিলাম রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তবে এ ঘটনা ভিন্ন। দ্বিতীয় বর্ণনাতে আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম। এ ঘটনাও ভিন্ন। প্রথম হাদীসে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম رَافِعِى أَيْدِيكُمْ বলে রাফউল ইয়াদাইনের নাম নিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসে রাফউল ইয়াদাইনের নাম পর্যন্ত নেননি। বরং ইশারা করার শব্দ রয়েছে। যা হোক এত পার্থক্য থাকার পরও দু'টি বর্ণনাকে এক বানানো ধোঁকা হবে না কি দু'টি বর্ণনাকে দু'টি বানানো ধোঁকা হবে? যেহেতু ঘটনা দু'টি পৃথক পৃথক, তাই আমরা দু'টিকে পৃথক পৃথক রাখি। মিলায় না। কেননা পৃথক পৃথক রাখা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানানো। বাস্তবতা জানানোকে আহলে ইনসাফগণের মধ্য থেকে কেউই ধোঁকা বলেনা। হ্যাঁ বে ইনসাফগণ যা চাই তা বলতে পারে।

যে চাই আপনার কৃতিত্বকে জালিয়াতি করে

প্রথম হাদীসে রাফউল ইয়াদাইন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে সালামের সময় ইশারা করা থেকে। আমরা আহনাফ দু'টি বর্ণনার উপরই আমল করি। রাফউল ইয়াদাইনও করিনা। সালামের সময় ইশারাও করিনা। আপনি এত খুশি হয়ে কেন বসে আছেন?

আরো একটি চিন্তার কথা যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. একাকি নামায আদায় করতেন, তখন সালামের সময় ইশারা করতেন না। হাতের ইশারা তখন করতেন, যখন জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। আর প্রথম হাদীসে

এসেছে- خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসেছেন। আমরা নামায পড়ছিলাম। প্রশ্ন হলো, তা কি ফরয নামায ছিল? কক্ষনো নয়। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকতেন, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মসজিদে নামাযের জন্য এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, কখনো কখনো তাদের ঘুম পর্যন্ত এসে যেত, আর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাশরীফ আনতেন। ঐ সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত ফরযের জামাত কিভাবে আদায় করতে পারেন? প্রমাণিত হলো যে, নামায ফরয ছিল না। বরং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর একাকি নামায ছিল। যা সুন্নাত বা নফল হবে। যখন জামাতের নামায নয়, বরং একাকি কাজ, সুন্নাত বা নফল ইত্যাদি নামায ছিল, তাই তাতে সালামের সময় ইশারা হতোই না, তা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জিনিষ থেকে নিষেধ করেছেন? অবশ্যই তা রুকু সিজদার রাফউল ইয়াদাইন ছিল, যা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. করতেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং বলেছেন اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ শান্ত ভাবে নামায আদায় করো।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এটি কোন শব্দের অর্থ?

হানাফীঃ মুহতারাম مَا لِى এর। এ শব্দ কুরআনেও আছে। যখন হুদহুদ অনুপস্থিত ছিল। তখন সুলায়মান আলাইহিস সালাম বলেন, مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ সুলয়মান আলাইহিস সালাম এত প্রচন্ড রাগান্বিত হয়েছেন যে, তিনি বলেন যে, আমি জবাই করে দিব বা শাস্তি দিব, যদি সে দলিল না আনে। কেননা কুরআনের মধ্যেও অসন্তুষ্টির সময় مَا لِيَ ব্যবহার করা হয়েছে। আর রাফউল ইয়াদাইন থেকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম যখন অসন্তুষ্টি হয়েছেন, সেখানেও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যা কুরআনে সুলায়মান আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি বলেছেন যে, যখন সাহাবাযে কেরাম রাযি. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতেন, তখন সালামের সময় একে অপরের দিকে হাত বাড়াতেন। আর যখন একাকি নামায পড়তেন, তখন এমন করতেন না। এটা একটু হাদীস থেকে দেখিয়ে দিন, তবে অনেক ভাল হবে।

হানাফী: প্রিয় ভাই! বুঝা যাচ্ছে, কথা বুঝার নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। আল্লাহ মেহেরবাণী করুন। এটা মুসলিম শরীফের ১/৮০ তে **بَاب الأَمْرِ بَالسُّكُونِ فِى الصَّلاَةِ** নামাযে চুপ থাকার থাকার নির্দেশ পরিচ্ছেদ দেখুন। এখানের যে হাদীসে ইশারার আলোচনা যে হাদীসে আছে, সেখানে **صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم** আমরা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করছিলাম। আবু দাউদ ১/১৪৩ সালাম পরিচ্ছেদ দেখুন। এবং চিন্তা করুন যে, নামায জামাতের সাথে ছিল, এবং ইশারাও ছিল। হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, **كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ** এখানেও সালামের ইশারার আলোচনা যেখানে, সেখানে জামাতের আলোচনাও আছে। নাসায়ী ১/১৫৬ দু'হাত দ্বারা সালাম পরিচ্ছেদ। দু'টিই একসাথে সালামের ইশারা ও জামাত। **صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم** এখানেও জামাতের আলোচনা আছে। সাথে সাথে সালামের ইশারার আলোচনাও আছে। এটা তহাবী শরীফ ১/১৯০ **باب السلام في الصلاة كيف هو** নামাযে সালাম দেওয়া কিভাবে? এই জাবের ইবনে সামুরা রাযি. এর হাদীস **كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه و سلم سلمنا بأيدينا** যখন আমরা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়তাম, তখন হাত দ্বারা সালাম করতাম। ইহা ব্যতিত "কিতাবুল উম্ম" শাফেয়ী, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী দেখুন। যেখানে সালামের সময় ইশারা শব্দ আছে, সেখানে নামাযের জামাতেরও আলোচনা আছে। কোন সাহাবী একাকি নামায পড়েছেন, এবং হাত দ্বারা ইশারাও করেছেন, অর্থাৎ সালাম ফেরানোর সময় ইশারাও করেছেন, এটা প্রমাণিত নয়। এ কারণে এই সালামের সাথে ইশারার সম্পর্ক জামাতের নামাযের সাথে। একাকি নামাযের সাথে নয়। একাকি নামাযের মধ্যে শুধু রুকু সিজদার রাফউল ইয়াদাইন ছিল। হাতের ইশারা ছিল না। এ কারণে একাকি নামাযে যে আমল ছিলই না, তাকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নিষেধ করবেন? হ্যাঁ, যে আমল ছিল, তা হলো, রুকু সিজদার রাফউল ইয়াদাইন, তা থেকে নিষেধ করেছেন, এবং তাকেই নিষেধ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ একাকি নামাযে রাফউল ইয়াদাইন হতো, সালামের সময় ইশারা হতো না, এটা কোথা থেকে প্রমাণিত হলো?

হানাফীঃ একাকি নামাযে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাফউল ইয়াদাইন করতেন, এবং জামাতের সাথেও করতেন। এর দ্বারা এটা বুঝলে হবে না যে, রাফউল ইয়াদাইন শুধু একাকি নামাযেই হতো। রাফউল ইয়াদাইন দু'টি তথা একাকী ও জামাতের নামাযে হতো। যেভাবে رَافِعِى أَيْدِيكُمْ শব্দ বলছে যে, রাফউল ইয়াদাইন ছিল। বাকি ইশারা শুধুমাত্র জামাতের নামাযে হতো। একাকি নামাযে হতো না। এটাকে আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! একটু চিন্তা করুন। মুহাদ্দিসগণ এ দু'টি হাদীসকে সালামের পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হানাফীঃ মুহতারাম ভাই! আপনি পরিচ্ছেদের উপর অনেক খুশি হচ্ছেন। পরিচ্ছেদের উপর চিন্তা করলে তো পরিচ্ছেদ আমাদের পক্ষের হবে, আর আপনাদের বিপক্ষে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সেটা কিভাবে?

হানাফীঃ পরিচ্ছেদে তিনটি অংশ। প্রতিটি অংশের দলিলের জন্য হাদীসও তিনটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রথম অংশ باب الأَمْرِ بَالسُّكُونِ فِى الصَّلاَةِ নামাযে চুপ থাকা পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদের এ অংশের প্রমাণের জন্য اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ এনেছে।

দ্বিতীয় অংশ وَالنَّهْىِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلاَمِ সালামের সময় হাত দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। এ অংশের প্রমাণের জন্য দ্বিতীয় হাদীস এনেছেন। যা দেখে আপনি খুশি হচ্ছেন। إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ». তোমাদের জন্য এটা যথেষ্ট যে, নিজের হাত রানের উপর রাখবে। তারপর নিজের ডান ও বামে সালাম ফেরাবে।

তৃতীয় অংশ وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالأَمْرِ بِالاجْتِمَاعِ. প্রথম কাতার পূর্ণ করা, আঁটসাঁট হয়ে থাকা, এবং একত্রে থাকার হুকুম সম্পর্কে। এ অংশ প্রমাণের জন্য তৃতীয় হাদীস এনেছেন। اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا তোমরা কাতার সোজা করো। মতভেদ করোনা।

(((রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে বলেন- أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ ». তোমরা কাতার সোজা করবে, যেভাবে ফেরেশতাগণ রবের নিকট কাতার সোজা করে। তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ফেরেশতাগণ কিভাবে রবের নিকট কাতার সোজা করে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম কাতার সোজা করে, এবং কাতারে আঁটসাঁট হয়ে দাঁড়ায়। এটা তৃতীয় অংশের হাদীস দ্বারা দলিল। তবে লেখকের কথা اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا দ্বারা সবচেয়ে সুন্দরভাবে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ হাদীস পরের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস। এ কারণে আমি উপরোক্ত অংশ বৃদ্ধি করেছি। অনুবাদক)))

মুহতারাম! পরিচ্ছেদে সালামের শব্দ দেখে অবকাশ রাখেন না। সালামের শব্দ দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে। প্রথম হাদীসের উপর باب الأَمْرِ بَالسُّكُونِ فِى الصَّلاَةِ আছে। অর্থাৎ নামাযে চুপ ও শান্ত থাকা পরিচ্ছেদ। এর নিচেই ঐ হাদীসই আনা হয়েছে, যাতে রাফউল ইয়াদাইনকে শান্ত থাকার বিপরীত সাব্যাস্ত করে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আমরা যে হাদীস পেশ করছি। এর উপর باب الأَمْرِ بَالسُّكُونِ فِى الصَّلاَةِ আছে। এখানে কোন সালাম ও তাশাহহুদের কোন শব্দ নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ: مَا لِى أَرَاكُمْ এর মধ্যে কোন রাফউল ইয়াদাইন নিষেধ করা হয়েছে? যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তার দলিল প্রয়োজন।

হানাফী: প্রিয় গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! فِى الصَّلاَةِ (নামাযে) এর শব্দ এর উপর চিন্তা করুন। এর দ্বারা প্রকাশিত হয়ে যাবে যে, ঐ রাফউল ইয়াদাইন নামাযের ভিতর। আর আপনারা যে সালামের সময়ের কথা বলেন, তা عِنْدَ السَّلاَمِ সালামের নিকট। তা فِى الصَّلاَةِ (নামাযের মধ্যে) নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: তবে তো তা দ্বারা তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইনও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আপনারা হানাফীগণ তা কেন করেন?

হানাফী: প্রিয় গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! নামায তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয়। আর সালাম দ্বারা শেষ হয়। تحريمها- হাদীসে এসেছে وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ.

التكبير وتحليلها التسليم (তিরমিযি ১/৩২) নামায তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয়। আর সালাম দ্বারা শেষ হয়। এ জন্য যে ফেল, কাজ দ্বারা নামায শুরু হয়, তাকে فِى الصَّلَاةَ (নামাযের মধ্যে) বলেনা। ثناء في الصلاة নামাযে সানা, تعوذ في الصلاة নামাযে আউযুবিল্লাহ, فاتحة في الصلاة নামাযে ফাতেহা, ركوع في الصلاة নামাযে রুকু, رفع اليدين الركوع في الصلاة নামাযে রুকুতে রাফউল ইয়াদাইন, قومة في الصلاة নামাযে দাঁড়ানো, جلسة وسجدة في الصلاة নামাযে বসা ও সিজদা করা, رفع اليدين السجود في الصلاة নামাযে সিজদাতে রাফউল ইয়াদাইন, تشهد في الصلاة নামাযে তাশাহহুদ বলা হয়, কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা নামাযের শুরু করার পদ্ধতি। সালাম নামাযের শেষ। অর্থাৎ সালাম দ্বারা নামায শেষ হয়। وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. (মুসলিম ১/১৯৫)। যেভাবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো। এখন চিন্তার কথা হলো, যখন ركوع وسجدة في الصلاة নামাযে রুকু ও সিজদা হলো, তবে তার رفع اليدين في الصلاة রাফউল ইয়াদাইনও নামাযে হবে। এ জন্য اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ শব্দের মধ্যে নামাযের ভিতরের রাফউল ইয়াদাইন থেকে নিষেধ করা প্রমাণিত হলো। তাকবীরে তাহরীমার নয়। কেননা রাফউল ইয়াদাইন তাকবীরে তাহরীমার সময়। تحريمة في الصلاة নামাযের তাহরীমা নয়, বরং তা في افتتاح الصلاة নামাযের শুরুতে। যেভাবে আবু দাউদের ১/১০৫ এ রয়েছে। তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইনকে رفع افتتاح الصلاة শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। বা عند الدخول في الصلاة বলা হয়েছে। যেভাবে বুখারী ১/১০২ এ আছে। যেভাবে ইমাম বুখারী পরিচ্ছেদ দাঁড় করিয়েছেন। بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الِافْتِتَاحِ এখানে مَعَ الِافْتِتَاحِ শব্দ তাহরীমার রাফউল ইয়াদাইনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ পৃষ্ঠাতেই দেখুন। بَاب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ নামাযে খুশুর পরিচ্ছেদ। সেখানে হাদীস এনেছেন, তা হলো, أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي ভালভাবে রুকু এবং সিজদা করো। আমি তোমাদেরকে পিছন থেকেও দেখি। الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ বেঁধে রুকু এবং সিজদার বর্ণনা করে এ কথা

বলতে চাচ্ছেন যে, রুকু এবং সিজদার জোড়া فِي الصَّلَاة এর সাথে। আর فِي الصَّلَاة সবচেয়ে বেশি রুকু এবং সিজদার সাথে।

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনার فِي الصَّلَاة এর ব্যাখ্যা মন পরিপূর্ণ শান্ত হয়নি। আরেকটু বেশি করে বর্ণনা করেন।

হানাফী: ভাই! فِي الصَّلَاة শব্দ অধিকাংশ সময় ঐ সকল কাজ ও আমলকে বলা হয়, যা নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ও সালামের মধ্যে হয়ে থাকে। তার কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

১. ইমাম বুখারী রহ. ১/৯৯ পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। بَاب إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ যখন ইমাম নামাযে ক্রন্দন করে। ইমাম তাকবীরে তাহরীমার সাথেই ক্রন্দন করা শুরু করেনা। বরং তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করে, যেভাবে পরিচ্ছেদের হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। এটা যেমন তাকবীরে তাহরীমার পরে হয়। এ জন্য তো বলা فِي الصَّلَاةِ হয়েছে।১১৬/১১৫

২. বুখারী ১/১০২ এ بَاب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ পরিচ্ছেদ রয়েছে। নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। চিন্তা করুন, হাতের উপর হাত তাহরীমার পরেই হয়। যাকে فِي الصَّلَاةِ শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে।

৩. বুখারী ১/১০৩ এ بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ নামাযে ইমামের দিকে দেখা পরিচ্ছেদ। সাহাবায়ে কেরাম যোহর ও আসরের নামাযে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাঁড়ি নড়া দেখে বুঝতে পারতেন যে, তিনি যোহর ও আসরের নামাযে কেরাত পড়তেন। নামাযের মধ্যে কেরাতের সময় রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ি মোবারক দেখা এবং কেরাত জানা তাহরীমার পরই হয়। এ জন্য ইমাম বুখারী বলেন, بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة নামাযের ভিতর ইমামের দিকে দেখা।। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পর। এখানেও তাকবীরে তাহরীমার পরের আমলকে فِي الصَّلَاةِ বলা হয়েছে।

৪. বুখারী ১/১০৪ এ ইমাম বুখারী রহ. পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। بَاب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ লিখেছেন। এখানেও কেরাত فِي الصَّلَاةِ বলেছেন। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পরে কেরাত হয়। বরং তাহরীমার

পরে এবং সালামের আগে কেরাত হয়। ঐ রকমভাবে اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ এর মধ্যেও তাকবীরে তাহরীমার রাফউল ইয়াদাইন নিষেধ করা হয়নি। বরং ঐ রাফউল ইয়াদাইন থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা তাহরীমার পরে নামাযের মধ্যে করা হয়।

৫. মুসলিম শরীফে ১/১৬৯ এ ইমাম নববী রহ. পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। باب إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِى الصَّلَاةِ নামাযের মধ্যে প্রত্যেক উচু নিচুতে তাকবীরের প্রমাণ। এখন উচু নিচু রুকু এবং সিজদাতে হয়, আর এখানে রুকু সিজদার উচু নিচুকে فِي الصَّلَاة বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে রুকু এবং সিজদার পূর্বে ও পরের উচু নিচু তাহরীমার পরে এবং সালামের পূর্বে হয়। এ জন্য فِي الصَّلَاة বলা হয়েছে। অর্থাৎ নামাযে। হুবাহু ঐ রকমভাবে মুসলিমের ১/১৮১ এর اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ বর্ণনাতে فِي الصَّلَاة দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ রফউল ইয়াদাইন, যা তাকবীরে তাহরীমার পরে হতো, অর্থাৎ রুকু এবং সিজদার সময়।

৬. মুসলিম ১/১৮৩ তে باب التَّشَهُّدِ فِى الصَّلَاةِ. । এখানে তাশাহহুদ فِى الصَّلَاةِ বলা হয়েছে। অতএব فِى الصَّلَاةِ এর সম্পর্ক সালামের পূর্বে এবং তাহরীমার পরের আমলের সাথে হয়।

৭. মুসলিম ১/১৮৩ এর পরিচ্ছেদ দেখুন! ইমাম নববী রহ. বলেন, باب التَّوَسُّطِ فِى الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلَاةِ নামাযের মধ্যে কেরাত মধ্যম হওয়া উচিত। এখানেও فِى الصَّلَاةِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেরাত তাহরীমার পরে এবং সালামের আগে হয়। এ জন্য একে فِى الصَّلَاةِ বলা হয়েছে।

৮. মুসলিম ১/২১০ এ পরিচ্ছেদ হলো, باب السَّهْوِ فِى الصَّلَاةِ নামাযে ভুলের বর্ণনা। এর সামনে গিয়ে ১/২১১ হাদীস এনেছেন। أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَامَ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ নিশ্চয় বসেছিলেন, এবং বসার জায়গায় নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরে সিজদায়ে সাহু করলেন। তবে এখানের দাঁড়ানোর আমল তাহরীমার পরের ছিল, এজন্য قَامَ فِى صَلَاةِ বলা হয়েছে।

৯. মুসলিম ১/২০২ দেখুন! সাহাবয়ে কেরামের মধ্যে একজন সিজদার সময় মসজিদের লাগা মাটি মুছতেন, যেহেতু এ কাজ সিজদার সময় ছিল, আর যা

তাহরীমার পরে হয়, এ জন্য ইমাম নববী পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন- باب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِى الصَّلاَةِ ।

১০. মুসলিম ১/২০৬ এ মসজিদে নববীতে যখন মিম্বার বানিয়ে রাখা গেছে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর উঠেছেন। সেখানে তাকবীরে তাহরীমা বলেছেন, এবং পরে নামায অবস্থায় মিম্বার থেকে উঠে এসেছেন। নামাযের মধ্যে দু'এক কদম চলার আমল তাকবীরে তাহরীমার পরে করেছেন। ইমাম নববী রহ. পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন- باب جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِى الصَّلاَةِ ।

এটি দশটি।

আপনার প্রশ্ন ছিল যে, اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ এ তাহরীমার রাফউল ইয়াদাইন থেকেও নিষেধ প্রমাণিত হয়। আমরা দশটি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করেছি যে, اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ বর্ণনা দ্বারা তাহরীমার রাফউল ইয়াদাইন করা কক্ষনো নিষেধ প্রমাণিত হবে না। বরং রুকু এবং সিজদার রাফউল ইয়াদাইন করা নিষেধ প্রমাণ হয়। এখন আপনিই বলুন হাদীস থেকে কোন রাফউল ইয়াদাইন কে নিষেধ করা হলো।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার খেয়ালে দু'টি হাদীসই এক।

হানাফীঃ ভাই! শুধু খেয়াল দ্বারা কাজ হয় না। কোর প্রমাণ এর প্রয়োজন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! দু'টি হাদীসেই একই জিনিষ দ্বারা সমাঞ্জস্য দেয়া হয়েছে। كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ এ কারণে আমার মনে হয়, দু'টি হাদীসই এক।

হানাফীঃ ভাই! ঢান্ডা দিলে বুঝুন। ঐ দু' হাদীস দু'টি হওয়ার যে ব্যাখ্যা আপনার সামনে করা হয়েছে, এর পরে বলতে পারি যে, আল্লাহ খারাপ করুন, যে জিদ আপনাকে মানতে দিচ্ছে না। তা ব্যতিত অন্য কোন কারণ নেই। বাকি এক জিনিষের সাথে সমাঞ্জস্য দেয়ার কারণে তা এক জিনিষ হয়ে যায়না। দেখুন! আমি বললাম কাপড় দুধের মত সাদা। হাঁস দুধের মত সাদা। দাঁত দুধের মত সাদা। গাভী দুধের মত সাদা। চুল দুধের মত সাদা। এখানে কাপড়, হাঁস, দাঁত, গাভী, চুল এ পাঁচ জিনিষকে সমাঞ্জস্য (মুশাব্বাহ) দিলাম, আর দুধ এর সাথে সমাঞ্জস্য (মুশাব্বাহ বিহি) দেয়া হলো। অর্থাৎ পাঁচ জিনিষকে দুধের সাথে সমাঞ্জস্য করে দেওয়া হয়েছে। এখন কোন জ্ঞানী বলতে

পারে যে, হাঁস, গাভী, চুল ও দাঁত একই জিনিষ, কেননা ঐগুলোকে একই জিনিষের সাথে সমাঞ্জস্য দেওয়া হয়েছে। এখন যদি সালামের সময়ের ইশারা এবং রুকুর রাফউল ইয়াদাইনকে মাতাল ঘোড়ার লেজের সাথে সমাঞ্জস্য দেয়া হয়েছে, তবে দু' হাদীস এক কিভাবে হলো? এবং দু'টি আমল এক কিভাবে হলো? খুব খেয়াল করে বুঝেন, আমার কথা আপনার দিলে বসতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদ: আরেকটি কথা এটিকে মুহাদ্দিসগণ সালামের পরিচ্ছেদে এনেছেন।

হানাফী: একটি পরিচ্ছেদে হাদীস আনাই যদি অন্য কোনটার প্রত্যাখ্যান হয়, তবে ইমাম বুখারী রহ. একই হাদীসকে তিন তিনটি পরিচ্ছেদের নিচে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে, ইমাম বুখারী রহ. নিজের প্রত্যাখ্যান নিজেই করেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: এটা কিভাবে হয় যে, নিজের করা আমলকে রাসূল সাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম মাতাল ঘোড়ার লেজ বলবেন?

হানাফী: ভাই সালামের সময় যে ইশারা হতো, তাকে আপনিও মানেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তা করেছিলেন। শেষ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বা দেখে সাহাবায়ে কেরাম এমন করেছেন, বা করতে দেখেননি, বরং তার শিক্ষার দ্বারা করেছেন, বা তার উপস্থিতিতে হয়েছে এবং প্রথমে তিনি দেখেছেন, এবং পরে বলেছেন, كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ আমার কথা হলো, সালামের সময় হাত উঠানো সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কাকে দেখে শুরু করেছিলেন? সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বা হুকুম ব্যতিত এমন কেন করতেন? নিশ্চয় তার উপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল, বা হুকুম ছিল, বা সমর্থন ছিল। এ তিন পদ্ধতিতেই ঐ প্রশ্ন যা আপনি করেছেন (যে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর করা আমলকে এমন ভাবে কেন তাশবীহ সমাঞ্জস্য দিল?) আপনার উপরও হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কাজ করেছেন, বা হুকুম দিয়েছেন, বা তা করার উপর চুপ থেকেছেন, পরবর্তীতে তাকে কিভাবে ঘোড়ার লেজর কিভাবে বললেন? যখন লেজের কথা সালামের সময় বলা হচ্ছিল, তখন আপনি এর উপর খুশি ছিলেন, এ জন্যই চুপ ছিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: সালামের সময় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাতের ইশারা প্রমাণিত নয়।

হানাফী: ভাই! প্রশ্নটি আবার করতে হলো যে, সাহাবায়ে কেরাম ঐ কাজ কেন করলেন? ঐ তিনটি পদ্ধতির কোন একটি হবে, হয়ত হুকুম, বা আমল, বা দেখে চুপ থাকা। এ তিন পদ্ধতির মধ্যে ঐ প্রশ্ন হয়, যা আপনি রাফউল ইয়াদাইনের উপর করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইহা ব্যতিত এমন একটি ফেল কাজ বা আমলের কথা বলেন, যা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে করেছেন, তারপর তাকে এরকম তাশবীহও (সমাঞ্জস্য) দিয়েছেন।

হানাফী: মুহতারাম! যদি মানা হয়, তবে আল্লাহ মেহেরবাণী করেন। নামাযে ((একআ) করা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। (তিরমিযি ১/৩৮, আবু দাউদ ১/১২৩) কিন্তু মুসলিম শরীফ ১/১৯৫ এ তাকে عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ বলা হয়েছে

গায়রে মুকাল্লিদ: একআ দ্বারা উদ্দেশ্য ও তার কি অর্থ?

হানাফী: মুহতারাম! দু'পাকে খাঁড়া করে তার উপর বসে যাওয়া। দেখুন করা কাজকে عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ বলা হয়েছে। এটি বুঝার কথা যে, যখন একটি কাজকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপর সে জিনিষকে যে কোন জিনিষের সাথে তাশবীহ (সমাঞ্জস্য) দেওয়া যায়। সেটা একআ হোক বা রাফউল ইয়াদাইন হোক।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইমাম বুখারী রহ. বলেন, যারা এ বর্ণনাকে রাফউল ইয়াদাইন না করার উপর দলিল বানায়, তারা ইলমহীন। তার ইলমের কোন অংশ নেই।

হানাফী: আপনার উপর বড় আফসোস! কুরআন হাদীসের দাবীদারও হাদীস প্রত্যাখ্যান করার জন্য কুরআন হাদীসের জায়গায় ইমাম বুখারী রহ. এর কথা পেশ করছেন। এ কথা তো আপনার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা উচিত ছিল। যদি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করতেন, তবে বাস্তবেই এই বর্ণনাকে রাফউল ইয়াদাইনের উপর পেশ করা ইলমহীন হতো। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. এর দলিলবিহীন কথা দ্বারা হাদীসকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে?

গায়রে মুকাল্লিদ: ইমাম বুখারী রহ. এতটুকু বলেছেন যে এই হাদীসকে রাফউল ইয়াদাইন না করার উপর পেশ করেন, তার ইলমের মধ্যে কোন অংশ নেই।

হানাফী: এমন বাক্য বলার দ্বারা কি হয়? ইমাম বুখারী রহ. এর ছাত্র ইমাম মুসলিম রহ. তার উস্তাদ ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে বলেন, **منتحل الحديث** (শুধু হাদীসের দাবীদার) বলেন। অর্থাৎ শুধু হাদীসে তার দাবী আছে, কিন্তু বাস্তবে

তা নয়, যা প্রশিদ্ধ। এদিকে ইমাম বুখারী রহ. মানুষদেরকে ইলমহীন বলেন, আর ঐ দিকে ইমাম বুখারীর ছাত্র হাদীসের শুধু দাবীদার বলেন এবং হাদীস থেকে যেন ইলমহীন বলেন। পুরো মুসলিম শরীফে ইমাম বুখারী রহ. এর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে একটিও হাদীস আনেননি। আমার এ বাক্য বলার দ্বারা এ কথা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যেভাবে ইমাম বুখারী কে ইমাম মুসলিম **منتحل الحديث** বলেন, এতে তার ইলমের মধ্যে কমতি আসেনা। ঐ রকমভাবে ইমাম বুখারীর রহ. এর এ হাদীসকে রাফউল ইয়াদাইন না করা বিষয়ে পেশ কারীকে ইলমহীন বলার দ্বারা কোন কমতি হয় না। আহলে ইলম এমন (গায়রে আলেমের মত) ব্যাখ্যা করে থাকেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ঘোড়ার লেজের হাদীস যদি রাফউল ইয়াদাইন না করা বিষয়ে হয়, তবে আপনারা হানাফীগণ কেন বিতর ও ঈদে মাতাল ঘোড়ার মত হরকত কেন করেন? কেন (রাফউল ইয়াদাইন করেন?)

হানাফীঃ সাহাবায়ে কেরাম যে নামায পড়তেছিলেন, এবং রাফউল ইয়াদাইনও করছিলেন, তা ঈদের নামায ছিলনা। আর না তা রাফউল ইয়াদাইন ঈদের ছিল। এ হাদীসের বাক্য হল, **خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم** (অর্থাৎ আমরা নামায পড়ছিলাম, আর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন) সাহাবাগণ নামায পড়ছিলেন। যদি ঈদের নামায হতো, তবে তারা কি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত একাকি নামায পড়ছিল? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বলেনি, এবং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঈদ কাযা হয়েছিল? কক্ষনো নয়। বরং এটা অন্য কোন নামায ছিল। ঈদের নামায ছিল না। আর যদি ঈদের নামায মেনে নেওয়া হয়, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ঈদের নামায পড়েছেন, তা মানতে হবে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বলেনি, আর তার ঈদের নামায কাযা হয়েছে। এটা বিতরের নামাযও নয়, আর না বিতরের রাফউল ইয়াদাইনও। আর যদি বিতরের নামায মানা হয়, তবে প্রমাণ হবে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযে পৌঁছতে পারেননি। আর সাহাবাযে কেরাম রাযি. ইশার নামায পড়ে বিতর পড়া শুরু করেছিলেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে এসেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তো রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইশার নামাযে এত অপেক্ষা করতেন যে, তাদের কখনো ঘুম এসে যেত। তারা রাসূল সাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত কিভাবে নামায আদায় করেছেন? প্রমাণ হলো যে, তা বিতরের নামাযও নয়, বিতর নামাযের রাফউল ইয়াদাইনও নয়। আর বিতরের রাফউল ইয়াদাইন সম্পর্কে নিষেধও নয়। বরং এ নামায সুন্নাত বা নফল ছিল। (যেভাবে এ হাদীস দ্বারা যেমন বিতর ও ঈদের নামাযে রাফউল ইয়াদাইন এর নিষেধের উপর দলিল দেওয়া সঠিক নয়, ঐ রকমভাবে ব্যপকভাবে ফরয নামাযেও রাফউল ইয়াদাইনের উপর নিষেধ হওয়া প্রমাণ করাও সঠিক নয়) বাকি আপনি যেটা বলেছেন যে, দু'ঈদের নামায এবং বিতরে আপনারাও মাতাল ঘোড়ার হাদীস থাকতেও যেভাবে ঈদ ও বিতরে রাফউল ইয়াদাইন যা আহলে সুন্নাত হানাফীগণ করেন, তা এ থেকে নিষেধ হওয়া প্রমাণ হয় না। প্রথম এ জন্য যে ঐখানে মাতাল ঘোড়ার সাথে তাশবীহ (সমাঞ্জস্য) দেওয়া হয়েছে। ঈদ বসরে একবার হয়, বসরে একবার হাত উঠানোকে মাতাল বলেনা। মাতাল তো সেটা হয়, যা একদিনে কয়েকবার উঠানো হয়। যেভাবে ঘোড়া বসরে একবার লেজ উঠালে তাকে মাতাল বলেনা। বরং প্রত্যেকদিন কয়েকবার উঠায়, তাকে মাতাল বলে। দ্বিতীয় বিতর এবং ঈদে রাফউল ইয়াদাইন এর মাতাল ঘোড়ার লেজের সাথে তাশবীহ হয় না। কেননা আমাদের রফউল ইয়াদাইন যিকির সহ হয়। আর আপনাদের রাফউল ইয়াদাইন যিকিরহীন হয়। ঘোড়া যিকির ব্যতিত লেজ উঠায়। যে রাফউল ইয়াদাইন যিকির থেকে খালী হবে, সেটা মাতাল ঘোড়ার লেজের সাথে মুশাবাহা হবে। আর যে রাফউল ইয়াদাইন যিকিরসহ হবে, সেটা ইবাদতই ইবাদত হবে। এ জন্য আহনাফের দু'ঈদ এবং বিতরে রাফউল ইয়াদাইন أَذْنَابُ خَيْلٍ নয় বরং তা ইবাদত। আর আপনাদের রাফউল ইয়াদাইন যিকির হীন। তা এই হাদীসের নিশানা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ যিকির সহ এবং যিকির ছাড়া রাফউল ইয়াদাইন আমি ভাল করে বুঝতে পারিনি। মেহেরবাণী করে একটু ব্যাখ্যা করে বলেন।

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي নামায কায়েম করো আমার যিকিরের জন্য। এ জন্য নামাযের প্রত্যেক আমলের সাথে একটি যিকির শরীয়ত অনুমোদিত হয়েছে। প্রথম যখন তাকবীরে তাহরীমার সময় যখন হাত উঠাবে, হাত উঠানোর সময় আল্লাহু আকবার বলবে। দাঁড়ানোর যিকির কেরাত। রুকুর মধ্যে রুকুর যিকির তাসবীহ। সিজদার মধ্যে সিজদার যিকির তাসবীহ। ক্বাওমা (দাড়ানোর সময়) এর যিকির "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। বিতরের রাফউল ইয়াদাইনের সাথে আল্লাহু আকবারের যিকির

আছে। ঈদের নামাযে রাফউল ইয়াদাইনের সাথে আল্লাহু আকবারের যিকির আছে। আর আপনারা যে রাফউল ইয়াদাইনের আমল করেন। তার সাথে কোন যিকির আছে? আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যান, আল্লাহু আকবার রুকুতে যাওয়ার যিকির। রাফউল ইয়াদাইনের নয়। যখন রুকু থেকে মাথা উঠান, তখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" রুকু থেকে মাথা উঠানোর তাসবীহ এবং যিকির। রাফউল ইয়াদাইনের নয়। অর্থাৎ এমন যে, রুকুতে যেতে আমল দু'টি। আর যিকির একটি। রুকুতে যাওয়া এবং রাফউল ইয়াদাইন করা দু'টি আমল। আর আল্লাহু আকবারর যিকির একটি। এখন এ যিকির রুকুতে যাওয়ার। কেননা এ তাকবীরকে তাকবীরে ইন্তেকালিয়া বলা হয়, তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন নয়। এ জন্য এ রাফউল ইয়াদাইন যেটা আপনি করেন, যিকির ব্যতিত। এটা যিকির থেকে খালি, এজন্য এটা ইবাদত নয়। একে মাতাল ঘোড়ার লেজের সাথে কিভাবে তাশবীহ হবে? মাতাল ঘোড়া রাফউল ইয়াদাইন সেটাই হবে, যেটা যিকির ব্যতিত। যেভাবে ঘোড়া যিকির ব্যতিত তার লেজ উঠায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কয়েকদিন করেছেন, কেন করেছেন? যখন সেটা ইবাদত নয়।

হানাফীঃ যখন নামায এর হুকুম এসেছিল, তখন নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল, পরবর্তীতে তা নিষেধ হয়ে গেছে। ঐ সকল কথা ইবাদত না হওয়া সত্ত্বেও নামাযে হয়েছিল। পরবর্তীতে নিষেধ হয়ে গিয়েছে। ঐ রকম ভাবে রাফউল ইয়াদাইনও প্রথমে ছিল, অর্থাৎ ইসলামের শুরু যুগে ছিল, পরবর্তীতে শেষ পর্যন্ত করার প্রমাণ নেই। এজন্য খতম হয়েগেছে। যেটা যিকির সহ ইবাদত ছিল, সেটা থেকে গেছে। যেটা যিকির ব্যতিত ছিল, সেটা খতম হয়েগেছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হানাফীদের মধ্য থেকে বড় বড় আলেম দীন এ হাদীসে থেকে রফউল ইয়াদাইন না করার দলিল পেশ করেননা।

হানাফীঃ আপনি একটু পড়াশুনার পরিধি বাড়ান, জ্ঞানহারা ঘোড়া বর্ণনা দ্বারা আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লায়ী হানাফী রহ. "নাসবুর রায়াহ" ১/৩৯৩ এ, আল্লামা শিব্বীর আহমাদ উসমানী "ফাতহুল মুলহিম" এ মোল্লা আলী ক্বারী রহ. "শরহে নিকায়া" ১/৭৮ এ এ হাদীস থেকে রাফউল ইয়াদাইন না করার দলিল পেশ করেছেন। ভাই এ হাদীস রাফউল ইয়াদাইন না করার বিষয়ে, যেভাবে তার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করা হয়েছে। আপনার প্রতিটি মনের সন্দেহ জাগ্রত প্রশ্ন এবং তার চিত্তাকর্ষক এবং দলিলসহকারে উত্তরও দেয়া হয়েছে। বাকি আপনার মানা

আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। সেটা অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানী ব্যতিত কেউ করতে পারেনা। আমার কাজ তো শুনানো, শুনালাম। যথেষ্ট।

গায়রে মুকাল্লিদঃ মুসলিশ শরীফের মাসআলা তো বুঝে আসল। আবু দাউদ ১/১০৪ দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ এর নিচে সবথেকে প্রথম হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর, যা থেকে রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণিত হয়।

হানাফীঃ আবার সেই পুরাতন রিট যে, প্রমাণিত হয়। ভাই আমি কয়েকবার আরয করেছি যে, শুধু প্রমাণ হওয়া দ্বারা চলবেনা, সর্বদা হতে হবে এবং সেটা নেই।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লায়ী হানাফী রহ. "নসবুর রায়াহ" এ ১/৩০৮ নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ পৃ. ৩ এ এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, রাফউল ইয়াদাইন সর্বদা আছে।

হানাফীঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লায়ী রহ. প্রথম (তাকবীরে তাহরীমা) এর রাফউল ইয়াদাইনকে সর্বদা বলেছে। রুকুর রাফউল ইয়াদাইন নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ প্রথম রাফউল ইয়াদাইন সর্বদা প্রমাণ করতে এই ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস এনেছেন। প্রথম রাফউল ইয়াদাইন যখন সর্বদা প্রমাণ হয়ে গেল, তবে ঐ হাদীসে রুকুর রাফউল ইয়াদাইনও। এটা সর্বদা কেন প্রমাণ হবে না? ঐ রকমভাবে হেদায়ার লেখকও বলেন, **ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة " لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه** (হেদায়া ১/১০০ নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ) এ ইবারতের মধ্যে সাহেবে হেদায়া বলেন যে, প্রথম রাফউল ইয়াদাইন সুন্নাত, কেননা তার সর্বদা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটা সর্বদা আছে। আর যখন আল্লামা যায়লায়ী রহ. প্রথম রাফউল ইয়াদাইন সর্বদা প্রমাণ করতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখন ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেভাবে আমি প্রথমে বলেছি, আমার উদ্দেশ্য হল, রাফউল ইয়াদাইন দু'টি ১. তাকবীরে তাহরীমা এর ২. রুকুর রাফউল ইয়াদাইন। এখন হানাফীগণ চালাকি করে যে, ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনা পেশ করে প্রথম রাফউল ইয়াদাইন মানে, আর রুকুর টা ছেড়ে দেয়, আর ছাড়লে সম্পূর্ণ হাদীস ছাড়ুন, রুকু ও প্রথম রাফউল ইয়াদাইন। হাদীস একটি। অর্ধেকের উপর আমল সর্বদার, আর অর্ধেককে ছেড়ে দেয়। এটাকে হানাফীদের চালাকি বলবনা তো আর কি বলব? যখন আমরা আহলে হাদীস রুকুর রাফউল ইয়াদাইন সর্বদা প্রমাণ করার জন্য প্রথম বর্ণনা পেশ করি, তখন হানাফীগণ সাথে সাথে বলে যে, এখানে সর্বদা

করার প্রমাণ নেই। আর যখন নিজের আলু সোজা করা প্রয়োজন, এবং প্রথম রাফউল ইয়াদাইন সর্বদা প্রমাণ করতে হয়, তখন এ বর্ণনাকে পেশ করে, আর সর্বদা শব্দ ঐ সময়ও হয় না, এবং তা মেনে নেওয়া হয়।

হানাফী: মুহতারাম! আপনার এ প্রশ্নও প্রথম প্রশ্নের মত বেকার। এ জন্য যে আপনার কানুন নিয়মের ইলম নেই। যদি হাদীসের কানুনের ইলম হতো, তবে এ প্রশ্ন করতেন না। সাহেবে হেদায়া ও সাহেবে নাসবুর রায়াহ হাদীসের উসূল বিষয়ে তাদের জ্ঞান আছে। আপনার মত তার উর্দূ পাঠক নয়, বরং তারা উলূমে হাদীসের উপর পরিপূর্ণ পারদর্শী ছিলেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ভাল! এখানে কানুনের কথা কেন? এমন কি কোন কানুন আছে যে অর্ধেক মানসুখ, আর অর্ধেক আমল বাকী।

হানাফী: মুহতারাম! যদি রাগান্বিত না হন, তবে এ কানুন বুখারী শরীফ থেকে দেখাই?

গায়রে মুকাল্লিদ: বুখারী শরীফে এ কানুন কোথায়?

হানাফী: প্রিয় ভাই! আমার হাতে বুখারী শরীফ, ১/৯৬ এ بَابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ নিশ্চয় ইমাম বানানো হয়েছে, তার ইকতিদা করার জন্য পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী হাদীস এনেছেন, এ হাদীস থেকে একটু হুকুম গণনা করা হোক।

১. إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

২. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

৩. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا

৪. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

৫. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

অনুবাদ: নিশ্চয় ইমাম এ জন্য বানানো হয়েছে যে, তার ইকতিদা করা হবে। ১. যখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়। ২. যখন তারা রুকু করে, তখন তোমরাও রুকু করবে। ৩. যখন তিনি মাথা উঠাবে, তখন তোমরাও মাথা উঠাবে। ৪. আর যখন সে “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে, তখন তোমরা “রাব্বানা লাকাল হামদ” বলবে। ৫. আর যখন সে বসে নামায পড়ে, তখন তোমরাও বসে নামায পড়ো।

হাদীসে লক্ষ করলে বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের ইকতিদাতে ঐ পাঁচ জিনিষের হুকুম দিয়েছেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ হুকুমকে মানসুখ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন ইমাম বসে নামায পড়বে, তখন তোমরাও বসে নামায পড়ো। এই হুকুম মানসূখ। মানসূখও ঐ রকম, যে রকম হাদীস শরীফে ব্যাখ্যা স্পষ্ট আছে, **ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه و سلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود** যে তারপর অর্থাৎ এই পাঁচ হুকুম বলার পর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায বসে আদায় করেছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেছেন। বুঝা যায় যে, ঐ পাঁচ হুকুমের মধ্যে একটি হুকুম মানসুখ হয়েছে। এবং সেটাও এমন যে সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে, কিন্তু রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসার হুকুম দেননি। সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুপ থাকা, বসার হুকুম না দেওয়া, ঐ পাঁচ নাম্বার হুকুম মানসুখ হওয়ার দলিল। যদি আল্লামা যায়লায়ী রহ. বা অন্য কোন হানাফী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস (যেখানে দু'টি রাফউল ইয়াদাইন আছে, ১. প্রথমটার রাফউল ইয়াদাইন ২. রুকুর রাফউল ইয়াদাইন) এনে প্রথম রাফউল ইয়াদাইন সর্বদা প্রমাণ করে। আর যে রাফউল ইয়াদাইন শেষ পর্যন্ত ছিল না, তাকে মানসুখ ও নিষেধ সাব্যস্ত করে তবে তাতে কি ক্ষতি? আবশ্যক নয় যে, পরিপূর্ণ হাদীস মানসুখ মানতে হবে, যেভাবে এটা স্পষ্ট বর্ণনা করলাম যে, কখনো হাদীসের অর্ধেক হুকুম বাকি থাকে, আর বাকি মানসুখ হয়ে যায়। আপনি বুখারী শরীফের হাদীস থেকে আন্দায করে নিন যে, পাঁচ হুকুমের মধ্যে একটি থাকল না। ঐ রকম ভাবে ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনা থেকে প্রথম রাফউল ইয়াদাইন বাকি থাকল, রুকু ও সিজদার রাফউল ইয়াদাইন হুকুম শেষ হয়ে গেল। এতে আল্লামা যায়লায়ী রহ. ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের কি অপরাধ?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হানাফী সমস্ত হাদীস পড়েনা, এবং দেখেও না। আবু দাউদে রাফউল ইয়াদাইনের এমন দলিল আছে, যার কোন উত্তর নেই।

হানাফীঃ মুহতারাম! আবু দাউদ শরীফের ঐ সকল হাদীস আমাকে একটু দেখান, যাতে আমি তাকে মানতে পারি এবং আমলও করতে পারি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আবু দাউদ শরীফে রাফউল ইয়াদাইন পরিচ্ছেদে আছে যে, আবু হুমায়দ সায়েদী রাযি. আমি দশজন সাহাবায়ে কেরামের সামনে রাফউল ইয়াদাইন করেছি। তারা বলেছেন, ঠিক আছে। যখন দশজন সাহাবায়ে কেরাম সত্যায়ন করেছেন তবে আপনার জন্য তা ব্যতিত আর কি প্রয়োজন আর কি চায়?

হানাফী: প্রিয় ভাই! দশজন সাহাবায়ে কেরামের সত্যায়ন নিজের জায়গায় অবশ্যই অনেক বড় সম্মানের ও শান রাখে। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফী দেওবন্দি একজন সাহাবীর সত্যায়নের উপর জান দিয়ে দেয়, সহীহ সঠিক প্রমাণ হওয়ার শর্তে।

গায়রে মুকাল্লিদ: এ দশজন সাহাবার সত্যায়ন এর হাদীস সহীহ নয়?

হানাফী: একেবারেই নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: তা কেমনে?

হানাফী: মুহতারাম! আবু দাউদ শরীফ আমার কাছে আছে। এখনই আবু দাউদ শরীফ দেখুন! আমার হাতে আবু দাউদ শরীফ ১/১০৬ **بَاب افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ** নামায শুরু পরিচ্ছেদ। আবু হুমায়দ সায়েদী রাযি. দশজন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নামায পড়ে দেখিয়েছেন। আর ঐ দশজন সাহাবাদের নামাযের ঘটনা বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা। ঐ দশজন সাহাবাদের মধ্যে আবু কাতাদাও উপস্থিত ছিলেন। যেমন এ বর্ণনায় তা আছে। যেমন এ হাদীসে তিনটি কথা চিন্তার বিষয়।

১. এই ঘটনায় যে দশজন সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন, তারা কারা? যারা রাফউল ইয়াদাইন কে সত্যায়ন করেছেন।

১. আবু কাতাদাহ (মৃত্যু ৩৮ হিজরী) আবু কাতাদাহ এর মৃত্যু ৩৮ হিজরীতে হয়েছে। তার জানাযার নামায হযরত আলী রাযি. পড়িয়েছেন। (তহাবী ১/৩১৯ জানাযা অধ্যায়)।

২. আবু উসায়দ রাযি. মৃত্যু ৩৭ হিজরী।

৩. সুলায়মান ফারসী রাযি. মৃত্যু ৩৪ হিজরী।

৪. আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযি. মৃত্যু ৩৭ হিজরী।

৫. আবু মাসউদ বদরী রাযি. মৃত্যু ৩৮ হিজরী।

৬. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. মৃত্যু ৪১ হিজরী।

৭. যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. মৃত্যু ৪৫ হিজরী।

৮. ইমাম হাসান ইবনে আলী রাযি. মৃত্যু ৪৯ হিজরী।

৯. সাহল ইবনে সা'দ রাযি. মৃত্যু ৮৮/৯১ হিজরী।

১০. আবু হুমায়দ সায়েদী রাযি. মৃত্যু???? যিনি নিজেই নামায পড়ে দেখিয়েছেন। যিনি নামাযের এ দৃশ্য দেখেছেন, উল্লেখিত তাদের নাম অধিক পেশ করা হলো।

এখন খেয়াল করার বিষয় হলো, যিনি এই ঘটনাকে বর্ণনা করছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা, তার জন্ম ৪০ হিজরীতে হয়েছে। তিনি কি জন্ম হতেই মজলিসের শরীক ছিলেন? কমপক্ষে দশ বসরের বাচ্চা কোন মজলিসের অবস্থা হেফাযত করতে পারে। যখন মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে আতা ৪০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যখন দশ বসর বয়স হয়েছে, হয়ত সে সময়ে ঐ মসলিস কায়েম হলে ৫০ হিজরীর ঘটনা হবে। এর পূর্বে এমন মসলিসের পুরো অবস্থা কোন ছোট বাচ্চা হেফাযত করতেও পারেনা। যখন মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা এর জন্ম সামনে রেখে এ নামাযের ঘটনা ৫০ হিজরীতে হয়েছে, এবং বলেছেন যে, মজলিসে আবু কাতাদাও ছিল, যিনি ৩৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেছেন, তবে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, যখন আবু কাতাদাহ রাযি. এর মৃত্যুর ১২ বসর পরে হচ্ছে, তখন রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য কবর থেকে কিভাবে উঠে এলেন? না কি এটা মনগড়া ঘটনা?

দ্বিতীয় সাহাবী আবু উসায়দ যিনি ৩০ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেছেন। এ মজলিস তার মৃত্যুর ২০ বসর পর কায়েম হয়েছে। সে মৃত্যুর বিশ বছর পর কবর থেকে উঠে রাফউল ইয়াদাইন সত্যায়ন করার জন্য এসেছিলেন? না কি মনগড়া ঘটনা?

তৃতীয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাযি. যিনি ৩৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেছেন। এ ঘটনা তার মৃত্যুর ১৬ বসর পর হয়েছে। মৃত্যুর ১৬ বসর পর রাফউল ইয়াদাইন সত্যায়ন করার জন্য কবর থেকে উঠে এসেছিলেন? না কি মনগড়া শুধু রামের কাহিনী বানানো হয়েছে?

চতুর্থ আম্মার রাযি. কে মজলিসে শরীক বলা হয়, যার মৃত্যু ৩৭ হিজরীতে হয়েছে। তার মৃত্যুর ১৩ বসর পর এ ঘটনা ঘটে। গায়রে মুকাল্লিদের রাফউল ইয়াদাইন সত্যায়ন করার জন্য মৃত্যুর ১৩ বসর পর তাশরীফ এনেছেন। তা না হয় তো সাহাবায়ে কেরামের উপর মিথ্যা বলা হয়েছে।

পঞ্চম সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. কে মাজলিসের অংশ গ্রহণ কারী বলা হয়, তার মৃত্যু ৪১ হিজরীতে হয়েছে। আপনাদের কথা অনুযায়ী সাহাবী

আপনাদের রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য মৃত্যুর ৯ বসর পর কবর থেকে তাশরীফ এনেছিলেন।

ষষ্ঠ সাহাবী যাকে মজলিসের অংশগ্রহণকারী বলা হয়, তার নাম আবু মাসউদ বদরী রাযি. তার মৃত্যু ৩৮ হিজরী। গায়রে মুকাল্লিদের রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য তিনি মৃত্যুর ১২ বসর পর তাশরীফ এনেছিলেন। সুবহানাল্লাহ্ বলব না কি লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলব?

সপ্তম সাহাবী হলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. যাকে মজলিসের একজন বলা হয়, তিনি ৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনিও তার মৃত্যুর ৫ বসর পর নিজের কবর থেকে উঠে এসে গায়রে মুকাল্লিদ এর রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য তাশরীফ এনেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অষ্টম সাহাবী, যাকে মজলিসের একজন বলা হয়, তিনি হলেন ইমাম হাসান রাযি. যার শাহাদাত বা ইন্তেকাল ৪৯ হিজরীতে হয়েছে। তিনিও তার ইন্তে কালের এক বসর পর তাশরীফ এনেছেন। প্রথমে তো আপনার মৃত্যু ব্যক্তির শুনা মানতেন না। এখন তো ১৮ বসর পর, ৯ বসর পর, ১২ বসর পর কবর থেকে উঠে রাফউল ইয়াদাইনের মজলিসে শরীক হওয়া, সত্যায়ন করা কেন মানছেন? এ কথা জ্ঞানের উর্ধ্বের কথা। সিমায়ে মাওতা মৃত্যু ব্যক্তির শোনার অস্বীকার করা, কবর থেকে উঠে আসা স্বীকার করা, রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য জীবিত মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না। রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করার জন্য মুরদা জামাতের (মৃত ব্যক্তিদের) ধ্বনি দেওয়া পড়ল কেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: এখন আমি কি করব?

হানাফী: দু'টি কাজের একটি করুন। হয়ত হাদীসকে যয়ীফ মানেন, নয়ত মৃত বক্তিদের কবর থেকে উঠে এসে মজলিসে শরীক হওয়া মেনে নিন এবং তাদের মৃত ব্যক্তিদের সত্যয়ন মানেন। মৃত ব্যক্তিদের জীবিত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলা মেনে নিন। আর তাও ইন্তেকালের কয়েক বসর পর। বৃহস্পতিবারে খতম শরীফের জন্য রুহদের আসা শিরক হয়, বিদআত হয়। আর আঠারো বসর পর কবর থেকে শরীর সহ আসা তাওহীদ? ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইতিহাসবিদ ওয়াকেদী আবু কাতাদাহ রাযি. এর মৃত্যু ৫৪ হিজরী বলেছেন। তবে সাক্ষাত হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল।

হানাফী: ওয়াকেদী কোন গ্রহণযোগ্য ইতিহাসবিদ নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: শুধুমাত্র বলার দ্বারা অগ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মজবুত দলিল পেশ না করা হয়।

হানাফী: মুহতারাম এর থেকে আপনার কাছে মজবুত দলিল আর কোন কিতাব হবে? আমার হাতে গায়রে মুকাল্লিদ ফয়েয আলম সিদ্দীকী এর কিতাব "সিদ্দিকে কায়েনাত"। তার ৫৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ওয়াকেদী একজন মিথ্যুক ও কায্যাব ছিলেন। উদ্দেশ্য হল যে, তার মন থেকে বর্ণনা করতেন। এখন বলুন, ওয়াকেদী গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি না কি অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি? যখন মিথ্যুক ওয়াকেদী এর আবু কাতাদাহ এর মৃত্যু ৫৪ হিজরী লেখে সাক্ষাত প্রমাণ করতে পারলেন না, তবে অবশ্যই এ বর্ণনা (যেখানে ১৮ এবং ১৬ বসর পুর্বে মৃত ব্যক্তিদেরকে একত্রে করে রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ করা হয়েছে) প্রমাণিত নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: দশজন সাহাবীর হাদীস আমাদের আহলে হাদীসের অনেক বড় দলিল ছিল, আপনি একি করলেন?

হানাফী: ভাই! আমার কি করার ছিল, যা কিছু করেছি, কিতাবের দলিল দিয়েই করেছি। আর এ এ বর্ণনা আব্দুল হামীদ ইবনে জা'ফর এর কারণে অত্যন্ত যয়ীফ। যদি এ বর্ণনা রাফউল ইয়াদাইনের অনেক শক্তিশালী দলিল হতো, তবে ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসকে বুখারী শরীফে আনতেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আচ্ছা! আপনি আবু দাউদের এ হাদীসকে যয়ীফ বানিয়ে দিয়েছেন। ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. এর হাদীসের মধ্যে আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন। তবে বুঝা গেল যে, শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী এর রাফউল ইয়াদাইন করা এ জন্য যে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। যদি শেষ জীবনে ছেড়ে দিয়ে থাকেন, তবে শেষ জীবনে ইসলামগ্রহণকারী সাহাবী রাফউল ইয়াদাইন করা ছাড়া নামায আদায় করতেন। বুঝা গেল যে, রাফউল ইয়াদাইন শেষ পর্যন্ত ছিল, শেষ ও বন্ধ হয় নি।

হানাফী: আমার ভুলে যাওয়া গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! এটাও আপনার বুঝার ভুল, বাস্তবতা তার বিপরীত।

গায়রে মুকাল্লিদ: কেন বুঝার ভুল? ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. শেষ ইসলামগ্রহণকারী নয়?

হানাফী: প্রিয় ভাই! আপনি আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদ আলেমদের কিতাব অধ্যায়ন করলে দিল প্রাশান্তি হত। আমার হাতে আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী এর কিতাব "তাহকীকুল কালাম" এর ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লেখেন, শেষে ইসলাম গ্রহণকারীর দ্বারা দলিল দেওয়া ঐ ব্যাক্তির কাজ যে উসূলে হাদীস ও উসুলে ফিকহ সম্পর্কে অবজ্ঞত নয়। অর্থাৎ যে ব্যাক্তি কোন মাসআলায় শেষে ইসলাম গ্রহণ করা দলিল বানাবে, সে উসূল সম্পর্কে অবজ্ঞত নয়। আমার ভাই! অবজ্ঞত না হওয়ার আমল দ্বারা বেউকুফ হননি, বরং বাউকুফ হয়েছেন। মুবারকপূরী সাহেব তার কিতাব "তাহকীকুল কালাম" ৭৬ পৃষ্ঠাতে লেখেন- ان تأخر اسلام الراوي لا يدل علي تاخير ورود المروي কোন বর্ণনাকারীর শেষে ইসলাম গ্রহণ করা বর্ণনা শেষে হওয়ার উপর প্রমাণিত হয় না। বাকি ওয়ায়েল ইবনে হুজরের বর্ণনা অনেক বড় নাজুক হয়ে যেভাবে পেশ করেছেন। এতে যেখানে রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনা আছে, সেখানে সিজদারও রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনা আছে। যদি কোন বর্ণনাকারী শেষে ইসলাম গ্রহণ করা শেষ আমল হওয়ার দলিল হয়, তবে সিজদার রাফউল ইয়াদাইন ছেড়ে কেন গুনাহগার হচ্ছেন? দেখুন হাদীসে দু'টি রাফউল ইয়াদাইন আছে, রুকুর এবং সিজদার। কিন্তু আপনারা একটা করেন কেন? تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ তোমরা কিছু অংশ মান, আর কিছু অংশ ছাড়।

গায়রে মুকাল্লিদ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. এর বর্ণনাতে সিজদার রাফউল ইয়াদাইন এর অলোচনা আছে?

হানাফী: ভাই সাহেব! দেখাতে তো কোন সমস্যা নেই। দেখে নিন, আমার হাতে আবু দাউদ। রাফউল ইয়াদাইন পরিচ্ছেদ ১/১০৫ এ হাদীস এসেছে, যেটা জনাব পেশ করেছেন, এখানে শব্দের উপর চিন্তা করুন। وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ আর যখন নিজের মাথা সিজদা থেকে উঠাতেন, তখনও রাফউল ইয়াদাইন করতেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: সিজদার উত্তর ইমাম আবু দাউদ নিজেই দিচ্ছেন। رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ যে ইবনে জাহাদার ছাত্র হাম্মাম এই সিজদার রাফউল ইয়াদইনের শব্দ নকল করেননি।

হানাফী: মুহতারাম! ইবনে জাহাদার ছাত্র যদি নকল না করে, তবে কি হলো? আব্দুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ তো নকল করেছেন। ঐ হাদীস যা আপনি পেশ করেছেন, ঐটার সনদের উপর চিন্তা করুন। ইবনে জাহাদার ছাত্র আব্দুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ। অস্বীকার করার তো কোন কারণ নেই যে, একজন ছাত্র নকল করেছেন, অন্য ছাত্র নকল করেননি। আপনি হয়তবা উসুল পড়েন নি। নির্ভর্যোগ্যব্যক্তির অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য। ওয়ায়েল রাযি. এর বর্ণনার উপর তো শিয়াদের খুশি হওয়া উচিত, জানিনা আপনারা কেন খুশি হন। এ বর্ণনা দ্বারা শিয়াদের সিজদার রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণ হয়, যাকে আপনারা মানেনা।

গায়রে মুকাল্লিদ: তবে এ বর্ণনার কি করবেন?

হানাফী: ভাই! পুরো বাস্তবতা আপনার জানা নেই। বা জানা আছে, কিন্তু আপনাদের মসলক টিকানোর জন্য জিদ ধরে আছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. এর হাদীসের মধ্যে কোন হাকীকত আছে, যা আমি জানিনা?

হানাফী: ভাই! ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দু'বার এসেছিলেন, প্রথমে এসেছিলেন, দ্বিতীয়বার দেড় বসর পর এসেছিলেন, (জুযয়ে বুখারী, অনুবাদ গায়রে মুকাল্লিদ গিরজাখী পৃ. ১৬) হযরত ওয়ায়েল রাযি. যখন দ্বিতীয় বার আসলেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন শুধুমাত্র নামাযের প্রথমে ছিল।

গায়রে মুকাল্লিদ: দ্বিতীয়বার আসার আলোচনা এবং পুনরায় শুধুমাত্র শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন এর আলোচনা কোন হাদীসে আছে?

হানাফী: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমলের তাওফীক দান করুন। হাদীস মিলে যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদ: তাড়াতাড়ি হাদীস দেখান, যেখানে ওয়ায়েল ইবনে হুজুরের দ্বিতীয়বার আসার আলোচনাও আছে, এবং শুধু প্রথম রাফউল ইয়াদাইনও আছে।

হানাফী: যদি কখনো গোড়ামির নযর বাদ দিয়ে ঐ আবু দাউদ শরীফই পড়তেন, তবে ঐ আবু দাউদেই পেয়ে যেতেন। যেই পৃষ্ঠা থেকে হযরত ওয়ায়েল রাযি. এর হাদীস পেশ করেছেন, ঐ পৃষ্ঠার শেষের দিকে দেখুন। ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِى افْتِتَاحِ الصَّلَاةَ বলেন, আমি পুণরায় তাদের নিকট এসেছি, আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা নামাযের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন করেন।

দেখুন দ্বিতীয়বার আসার আলোচনাও আছে এবং শুধুমাত্র প্রথমে রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনাও আছে। আর আপনি যে বর্ণনা পেশ করেছেন, তাতে রুকু ও সিজদার রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনা আছে। বুঝা গেল যে, যখন প্রথম বার এসেছিলেন, তখন রুকু এবং সিজদায় রাফউল ইয়াদাইন ছিল। আর যখন দ্বিতীয়বার আসলেন, তখন রুকুরটাও বাকি ছিল না, সিজদারটাও বাকি ছিল না। ঐটাই বাকি ছিল, যেটাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফীগণ করেন। আর সেটা নামাযের শুরুর রাফউল ইয়াদাইন। আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটার অভ্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম আবু দাউদও রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসও আলোচনা করেছেন। যেটা হানাফীদের কাজে আসবে?

হানাফীঃ ভাই রাফউল ইয়াদাইন করা পরিচ্ছেদের পরে রাফউল ইয়াদাইন না করার পরিচ্ছেদ আছে। দেখুন! একটি হাদীস তো আমি হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযি. এর হাদীস পেশ করেছি। এরপর পুরা পরিচ্ছেদ রাফউল ইয়াদাইন না করা সম্পর্কে। তাকে ভাল করে চিন্তা কওে পড়ুন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, **قَالَ –صلى الله عليه وسلم– أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً** আমি কি তোমাদের নামায পড়াব না রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায? তারপর নামায পড়লেন, তবে একবার ব্যতিত আর রাফউল ইয়াদাইন করলেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এ হাদীসের উপর আহলে হাদীসগণ অভিযোগ করেন।

হানাফীঃ গায়রে মুকাল্লিদ তো ঐ সকল হাদীসের উপর অভিযোগ করেন, যা তাদের বিপরীত হয়। যদি করে তবে আর কি করা? যা হোক অভিযোগটা কি?

গায়রে মুকাল্লিদঃ এই হাদীসে আসেম ইবনে কুলাইব বর্ণনাকারী যয়ীফ।

হানাফীঃ মুহতারাম! আমার একটি কথার উপর একীন বিশ্বাস হয়ে গেল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সেটা কোন কথা?

হানাফীঃ এ কথা যে, আপনি পাক্কা গায়রে মুকাল্লিদ।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার পাক্কা গায়রে মুকাল্লিদ হওয়া কোন আলামত দ্বারা বুঝলেন?

হানাফীঃ গায়রে মুকাল্লিদের অনেক নিশানা আছে, যা থেকে চিনা যায়। তার মধ্য থেকে এটি একটি যে, প্রশ্ন করতে দেখবেনা যে, কোনটির উপর তা হচ্ছে?

যদি ঐ প্রশ্নের নিশানার মধ্যে নিজের ঘর খারাপও হয়, প্রশ্ন অবশ্যই করতে হবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অনেক পেরেশানীর কথা। আমি আসেম ইবনে কুলাইবের উপর অভিযোগ করে আহলে হাদীসের উপর কোন লোকসান করলাম?

হানাফীঃ সেটা বুঝা যাবে যে, কোনটা লোকসান? যা হোক আপনি পাক্কা গায়রে মুকাল্লিদ। গায়রে মুকাল্লিদ সেই হয়, যে প্রশ্ন করতে চিন্তাও করেনা, বুঝেও না, আগে পরে দেখেনা। আপনিও অভিযোগ করতে এদিক ওদিক দেখেননি। আর আপনি গায়রে মুকাল্লিদদেরকেও অপমান করলেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তা কিভাবে?

হানাফীঃ সেটা এভাবে যে, আপনি যে বর্ণনাকারী আসেম ইবনে কুলাইবের উপর অভিযোগ করেছেন, ঐ আবু দাউদের রাফউল ইয়াদাইন পরিচ্ছেদ এ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুরের হাদীসেও তিনি আছেন। ঐখানে আসেম অনেক নির্ভর্যোগ্য রাবী ছিল। যখন এক পৃষ্ঠার পর হানাফীদের দলিল পেশ করা হলো, সাথে সাথে কমান্ডের একশান শুরু হয়ে গেল, আর ঐ রাবীকে যয়ীফ সাব্যস্ত করা হল। ঐ রাবিই আগের পৃষ্ঠাতে নির্ভরযোগ্য ছিল, আর পরের পৃষ্ঠাতে যয়ীফ হলে গেল। এ নিয়ম গায়রে মুকাল্লিদেরই হতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দেখুন! দু'টি রেওয়ায়েতেই আসেম ইবনে কুলাইব যয়ীফ প্রমাণিত হলো, রাফউল ইয়াদাইন করতে, এবং ছাড়তে, তবে এখন কি হবে?

হানাফীঃ হওয়ার কি? আসেম ইবনে কুলাইব নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হলেও আমাদের ফায়েদা, যয়ীফ প্রমাণিত হলেও আমাদের দাবী প্রমাণিত হয়ে যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ দু'ই পদ্ধতিতেই আপনাদের ফায়েদা, এটা আমি বুঝতে পারছিনা। যখন এই রাবী নির্ভরযোগ্য হবে, তখন একিনীভাবে আপনাদের লাভ যে, রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস সহীহ হয়ে যাবে। আবার যখন এই রাবী যয়ীফ হবে, তখন আপনাদের কি ফায়েদা আর আপনাদের দাবী কিভাবে প্রমাণিত হবে?

হানাফীঃ প্রিয়! রাবী নির্ভরযোগ্য হওয়াতে ফায়েদা, এটা তো প্রকাশ্য কথা। আর যখন যয়ীফ হবে, তখন রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করার দু'ধরণের হাদীসই যয়ীফ হবে। এখন করার হাদীসও থাকল না, এবং না করার হাদীসও থাকলন। তবে আসল তো না করা, তবে রাফউল ইয়াদাইন না করাটাই বেঁচে (না করারটাই রয়ে) গেল। রাবীকে যা চান তা করতে পারেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আহলে হাদীসের দলিলের মধ্যে অন্য কোন হাদীস আছে, যা আমরা আমল করি, আর সেখানে এই আসেম ইবনে কুলাইব আছে?

হানাফীঃ জ্বী হ্যাঁ! বুকে হাত বাঁধার হাদীসে ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ এ **باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة** নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ। যেখানে আসেম ইবনে কুলাইবও আছে, এবং এই রেওয়ায়েত এই মাসআলাই আপনাদের অনেক বড় দলিল। আর মজার কথা হলো, তিনি বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। যদি কোন হানাফী বুখারীর বর্ণনাকারীর উপর কোন অভিযোগ তুলতো, তবে গায়রে মুকাল্লিদ একিনীভাবে কুফুরির ফতওয়া লাগিয়ে দিত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আসেম ইবনে কুলাইব বুখারী মুসলিমের রাবী?

হানাফীঃ এই যে দেখুন বুখারী ১/৮৬৮ এ **بَاب لُبْسِ الْقَسِّيِّ** এ আসেম ইবনে কুলাইব থেকে তা'লীকান (সনদবিহীন) বর্ণনা আছে। এবং মুসলিম শরীফ ১/১৯৭, ২/৩৫০,৪১৩ এ আসেম ইবনে কুলাইবের হাদীস আছে। আবু আওয়ানাতে এ থেকে দলিল দেয়া হয়েছে। (আবু আওয়ানা ২/৬৯ পোশাক পরিচ্ছেদ) তিরমিযি ১/৩৯ **بَابٌ كَيْفَ الجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ** তাশাহহুদে কেমন বসা পরিচ্ছেদ এ আসেম ইবনে কুলাইবের বর্ণনাকে ইমাম তিরমিযি হাসান সহীহ বলেছেন। স্বরণ রাখা উচিত যে, এ হাদীসও ইমাম আবু দাউদের নিকটও সহীহ। কেননা গায়রে মুকাল্লিদ কাযী শওকানী নিজের কিতাব "নায়লুল আওতার" ১/২২ এ লিখেছেন। যে রেওয়ায়েতে ইমাম আবু দাউদ চুপ থাকে তা সহীহ। অতএব এ বর্ণনাও গায়রে মুকাল্লিদের নিকটও সহীহ। এখন কোথায় যাবেন? কোন বাহানা ধরবেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. ইবনে মাসউদ রাযি. এর বর্ণনার উপর তো চুপ থাকেন নি, বরং এর পরে জরহ ত্রুটি ধরেছেন। এবং বলেছেন, **لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ على هَذَا الْمَعْنى** এই হাদীস এই অর্থের দিক দিয়ে সহীহ নয়।

হানাফীঃ আমার ভুলে যাওয়া গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! কখনো আবু দাউদ শরীফের যেয়ারত করেছেন? না কি শুনে শুনে উন্মাদ হয়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আবু দাউদ শরীফ তো দেখিনি, মিশকাত শরীফ নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, ৩ নং অনুচ্ছেদ, ১/৭৭ এ এ শব্দ আছে। সেখান থেকে মুখস্ত করে নিয়েছি।

হানাফী: আপনারা তো বলতেন যে, আমরা তাহকীক করি, আহলে হাদীস তাহকীক ছাড়া কোন হাদীসের উপর আমল করেনা। কিন্তু এখানে তো ব্যপারটা উল্টা। দেখুন এই শব্দ যা আপনি বর্ণনা করেছেন। لَيْسَ هُوَ بِصَحِيح على هَذَا الْمَعْنَى এ বর্ণনাটা বারা ইবনে আযেব এর সাথে লাগে, আর ইমাম আবু দাউদ রহ. ১/১১০ এ ঐ হাদীস বিষয়ে বলেন, هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের বিষয়ে নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস এ অভিযোগ থেকে মুক্ত। বাকি ঐ অভিযোগও বারা ইবনে আযেব এর হাদীসের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলবেনা। কেননা তার এ (জরহে মুবহাম) অভিযোগ অস্পষ্ট। (জরহে মুফাস্‌সার) ব্যাখ্যা প্রকাশিত নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: যখন এই অভিযোগের সম্পর্ক ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের সাথে নয়, তবে মিশকাতে কেন ঐ হাদীসের সাথে এ কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?

হানাফী: প্রিয় ভাই! একটি কথা স্বরণ রাখবেন, আলেমুল গায়ব অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে, অন্যের কাছে নয়। দ্বিতীয় আকিদা এটা রাখা উচিত যে, অহি একমাত্র নবীর উপর আসে, তিনি ব্যতিত অন্যের উপর আসেনা। এ শব্দ মিশকাতের লেখক ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে, তার থেকে ভুল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করুন। বরং ভুল টুল তো মাফ করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তার মাকাম ও অবস্থানকে উচা করে দিন। আমীন সুম্মা আমীন। সাহেবে মিশকাত আলেমুল গায়বও না, তার উপরও অহিও আসেনা। ভুল তার থেকেও হতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদ: আচ্ছা! এ হাদীসের অভিযোগ বারা ইবনে আযেব এর হাদীসের সাথে, তবে তা যয়ীফ হয়ে গেল না?

হানাফী: হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের পরে রাফউল ইয়াদাইন না করা পরিচ্ছেদের পরে আবু দাউদ রহ. বারা ইবনে আযেম রাযি. এর হাদীস এভাবে এনেছেন। عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ»، নিশ্চয় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন কানের নিকট পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করতেন। তারপর আর করতেন না। আমি বলেছিলাম যে وَلَيْسَ هُوَ

بِصَحِيحٍ বলা জরহে মুবহাম, মুফাস্‌সার নয়। আর জরহে মুবহাম কারো নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. বারা ইবনে আযেব এর হাদীসে কেন জরহ করেছেন?

হানাফীঃ ভাই! এ প্রকার জরহে মুবহাম পেশ করা শুরু করলে আপনি পেরেশান হয়ে যাবেন। কোন বর্ণনা সম্পর্কে এতটুকু বলা যে, সহীহ নয়। এটা কারো নিকট সহীহও নয়। প্রথমে উসূলে হাদীস পড়েন, পরে এ বিষয়ে কথা বলব।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস কোন উসূল দ্বারা সহীহ প্রমাণ করতে পারেন?

হানাফীঃ ভাই! প্রমাণ করতে পারি এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এটা তো সহীহ আছেই। বরং গায়রে মুকাল্লিদগণের উসূল মোতাবেকও সহীহ। গায়রে মুকাল্লিদ কাযী শওকানী নায়লুল আওতারে ১/২২ এ লেখেন, যে বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ চুপ থাকে, সেটা সহীহ। তবে এই হাদীসের পরে কোন অভিযোগ নেয়, এ জন্য তা সহীহ। আবু দাউদ শরীফ থেকেও আপনার কোন হাদীস মিলল না যা আপনার দাবী মোতাবেক। অর্থাৎ সর্বদা দশ জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করার আর আঠারো জায়গায় না করার সহীহ হাদীসের প্রমাণ মিলল না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সিহাহে সিত্তার প্রসিদ্ধ কিতাব "তিরমিযি' আপনার নিকটে আছে। এতেও রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস আছে, আপনি কি করবেন?

হানাফীঃ মুহতারাম ভাই! যদি এতে আপনার দাবী মোতাবেক রাফউল ইয়াদাইন এর দলিল পেয়ে যায় তবে আমি মেনে নিব। কিন্তু স্বরণে রাখবেন, এমন কোন বর্ণনা পেশ করবেন না, যাতে আপনাদের নামায খেলাফে সুন্নাত প্রমাণ হয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তা কিভাবে?

হানাফীঃ যে বর্ণনা পেশ করেন, তাতে দশ জায়গায় না হয়ে নয় জায়গায় রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনা হয়, দু'রাকাতে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন আপনাদের নিকট সুন্নাত, যখন এই রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন শব্দ নেই। তবে আপনি তো রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায খেলাফে সুন্নাত প্রমাণ করে দিচ্ছেন। এটা গায়রে মুকাল্লিদের রায়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায খেলাফে সুন্নাত কিভাবে প্রমাণ করছি?

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! আপনাদের নিকট চার রাকাতে দশ জায়গায় যে রাফউল ইয়াদাইন করে, তার নামায তো সুন্নাত মোতাবেক আদায় হয়ে যায়, আর যে তার থেকে কম করে, সেটা তার খেলাফে সুন্নাত হয়। যদি নয় জায়গায় রাফউল ইয়াদাইনের দলিল পেশ করেন, তবে আপনি দশ জায়গার রাফউল ইয়াদাইন ছেড়ে ঐ নামায খেলাফে সুন্নাত হয়ে গেল।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তিরমিযি শরীফেও রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস আছে।

হানাফীঃ আমার প্রিয় ভাই! আল্লাহ দেখার তাওফিক দিলে ঐ পৃষ্ঠাতেই রাফউল ইয়াদাইন না করারও হাদীস পাবেন

গায়রে মুকাল্লিদঃ রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস কোথায়?

হানাফীঃ যে রেওয়ায়েত আপনি পেশ করেছেন, তারপরেই হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস আছে। বলেন- **أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.** আমি তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ে দেখাব না? অতপর নামায পড়লেন, তবে রাফউল ইয়াদাইন করলেন না, তবে শুধু প্রথম বার। (তিরমিযি ১/৩৫)

গায়রে মুকাল্লিদঃ বন্ধু! রেওয়ায়েত পেশ করেছেন, কিন্তু ইমাম তিরমিযি রহ. যে অভিযোগ করেছেন, তা নকল করেননি। এটাই তো হানাফীদের ধোঁকা হয়।

হানাফীঃ ইমাম তিরমিযি রহ. এই রেওয়ায়েতের উপর কি অভিযোগ করেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক রহ. বলেন, ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস প্রমাণিত নয়। যখন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্রই এ হাদীসকে অস্বীকার করছেন, সেখানে তাকে আমরা কেন মানব?

হানাফীঃ মুহতারাম! এটা একটু পরে বলছি যে, ইমাম তিরমিযি রহ. অভিযোগ কেন নকল করলেন? প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, দলিলহীন কথা মানা শুধুমাত্র গায়রে মুকাল্লিদের অংশে এসেছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তা কিভাবে?

হানাফীঃ সেটা এভাবে যে, জরহ করতে কোন কারণ জানা উচিত। যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এ কথা বলেছেন, তখন আপনার উচিত ছিল যে, প্রমাণ না হওয়ার কারণ কি তা জিজ্ঞাসা করা। আপনি দলিল ব্যতিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর কথা মেনে আপনাদের কথা মোতাবেক মুশরিক হয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এত তাড়াতাড়ি আমরা আহলে হাদীস কিভাবে মুশরিক হয়ে গেলাম?

হানাফীঃ আমার ভাই! আপনি নিজেই বলেন যে ব্যক্তি দলিল ব্যতিত কারো কথা মানে, সে তার মুকাল্লিদ হয়ে যায়, আর যে মুকাল্লিদ হয়, সে মুশরিক হয়। আজকে তো আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা করতে করতে নিজেই ইবনে মুবারকের কথাকে দলিল ব্যতিত মেনে শিরকের গর্তে পড়ে গিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইবনে মুবারাক এ কথা কেন বলেছেন?

হানাফীঃ প্রিয় ভাই! যখন ইবনে মুবারকের নিকট এ হাদীস প্রমাণিত হওয়ার ইলম ছিল না, তখন **لم يثبت** বলেছেন। আর্থাৎ প্রমাণিত নয়। আর যখন প্রমাণ পেয়ে গেছেন, তখন অনেক বড় বাহাদুরীর সাথে এই হাদীসকে রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস সম্পর্কে দলিল পেশ করেছেন। এবং এ হাদীসের রাবী হয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এই হাদীসকে কোথায় বর্ণনা করেছেন?

হানাফীঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আমার হাতে নাসায়ী শরীফ তা'লীক সহ। ১/১২৩ এ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ঐ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের রাবী। যদি রেওয়ায়েত করতে তার নিকট রেওয়ায়েত করার সময় প্রমাণিই ছিল না, তবে আল্লাহর পানাহ আপনাদের কথা অনুযায়ী রাসূলের সাহাবী বা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজেই সত্তার উপর মিথ্যা বলা হচ্ছে। দু'টি থেকে একটি মানতে হবে। বা এটা বলতে হবে যে যখন প্রমাণ পায়নি তখন **لم يثبت** বলেছে। আর যখন রেওয়ায়েত পেয়েছে, তখন বর্ণনা করেছেন। আর যদি প্রমাণই পাওয়া যায়নি এবং রেওয়ায়েত করেছে, তবে মানতে হবে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. মিথ্যা বলেছেন। প্রমাণ না হতেই হাদীস বর্ণনা করেছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ ইনসাফ করা হোক, তবে মানুষ ঐ হাকীকতে পৌঁছেছে যে, ঐ সময়ের মানুষও মিথ্যা বলতনা, তবে সে সময়ের মুহাদ্দিস কিভাবে মিথ্যা বলবে? এ জন্য প্রথম কথাই সহীহ হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট প্রমাণ হওয়া পৌঁছায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত **لم يثبت** বলেছেন, আর যখন পেয়ে গেছেন, তখন তাকে সহীহ মনে করে বর্ণনা করেছেন।

হানাফী: আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বুঝার তোফিক দিয়েছেন। কথা ঐরকমই যেরকম আপনি বুঝেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এ জরাহ করেছেন, তখন ইমাম তিরমিযি রহ. কেন তা প্রত্যাখ্যান করেননি?

হানাফী: প্রত্যাখ্যান তো অনেক বড় জোরদার শব্দ দ্বারা করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইমাম তিরমিযি রহ. এর প্রত্যাখ্যান আমার নযরে আসেনি।

হানাফী: ভাই! আমি ইমাম তিরমিযি রহ. এর প্রত্যাখ্যানও দেখিয়ে দিচ্ছি, বুঝায়ও দিচ্ছি। সেটা এভাবে যে, যখন মুহদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেন, তারপর যে সকল জরহ আছে তা বর্ণনা করেন, এখানে রাফউল ইয়াদাইন না করার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের জরহ নকল করেছেন। তারপর সে বর্ণনা এনেছেন। রেওয়ায়েতের পরে আবার বলেছেন যে হাদীসটি হাসান। হাসান শব্দ বলে ইবনে মুবারক রহ. এর জরহ এর প্রত্যাখ্যা করেছেন। যদি তার জরহ ইমাম তিরমিযি রহ. মানতেন, তবে হাদীস মওজু বলতেন, এ বর্ণনাটি মনগড়া। মওজু না বলে হাসান বলেছেন। অর্থাৎ যে জরহ নকল করেছি, তা ভুল। কত পরিস্কার স্পষ্ট শব্দ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাছাড়া ইমাম তিরমিযি রহ. এ হাদীস সম্পর্কে বলেন যে- **وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم** রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে অনেক সাহাবী রাফউল ইয়াদাইন করেননি। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. শুধু একা নয়, বরং অনেক সাহাবায়ে কেরাম রাফউল ইয়াদাইন করতেন না, যার গণনা করা যায় না। যখন অগণিত সাহাবা একটি আমলের উপর ঐক্যমত, তখন বলুন এ প্রকারের জরহে মুবহাম দ্বারা তার কি গ্রহণযোগ্যতা হবে?

গায়রে মুকাল্লিদ: রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীসের সাথেও তো সাহাবায়ে কেরামের নাম আছে, যারা করতেন।

হানাফী: ভাই! ইমাম তিরমিযি রহ. যেখানে রাফউল্ ইয়াদাইনের পরিচ্ছেদে রাবীদের নাম গণনা করে ১৪ জনের নাম বলেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষের ব্যাক্তিদের নাম গণনা করে ৬ জনের নাম নিয়েছেন। যখন রেওয়ায়েতকারী ১৪ জন, আর রাফউল ইয়াদাইন করে ৬ জন, তবে বাকি সাহাবায়ে কেরাম তো ছেড়ে দিয়েছেন। আমি প্রশ্ন করি তারা কেন ছেড়ে গেছেন? এখন মুখোমুখিতে ইমাম তিরমিযি রহ. এর কত সুন্দর আন্দায দেখুন, রাফউল ইয়াদাইন এ ৬ জন, আর না করার পক্ষে অগণিত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা ৬ জনই ঠিক, শেষে তো এই জন করতেছিলেন।

হানাফীঃ ভাই! আপনি তো প্রথমে বলছিলেন যে, ইবনে মাসউদ রাযি. ব্যতিত অন্য কোন সাহাবী ছেড়ে দেয়নি, আজকে তো অগণিত এসে গেছে। কার কার প্রত্যাখ্যান করব? আপনার কাছে তো ৬ জন আছে। এবং এটাও বলতেছিলেন যে, আমাদের কাছে বেশি দলিল আছে। বলুন ইমাম তিরমিযি রহ. এর মত মুহাদ্দিসের তাহকীক মতে দলিল কাদের কাছে বেশি?

গায়রে মুকাল্লিদঃ ৬ জন তো করতেন, তার কি করবেন?

হানাফীঃ ইমাম তিরমিযি রহ. রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষে যে ৬ জনের নাম গণনা করেছেন, তাদের মধ্যে গণনার প্রথম ইবনে ওমর রাযি. এর নাম নিয়েছেন, তিনি তার রেওয়ায়েতের বিপরীত আমল করেছেন। এ বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেছি যে, ইবনে ওমর রাযি. শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমা এর রাফউল ইয়াদাইন করতেন। দ্বিতীয় হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি যখনই নিজের সাথিদের আমল শিখাতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন ব্যতিত শিখাতেন। (মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ পৃ. ৮৯) তৃতীয় সাহাবী হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. ইমাম তিরমিযি রহ. যাকে রাফউল ইয়াদাইনের আমলকারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চতুর্থ সাহাবী হযরত আনাস রাযি. এর নাম নিয়েছেন। দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৪৫, দারাকুতনী ১/২০৯, মুসনাদে আবি ইয়া'লা ২/৮৮, মুহাল্লা ইবনে হাযম ২/২৯৬। ইহা ব্যতিত তাদের নিজের আমল যা সহীহ বর্ণনা দ্বারা বর্ণিত, তা প্রথম বার রাফউল ইয়াদাইন করার। মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৩২৬ এ বলেন, إسناد صحيح على شرط الشيخين পঞ্চম সাহাবী ইবনে আব্বাস রাযি. তার থেকেও শুধু নামাযের প্রথমে রাফউল ইয়াদাইন বর্ণিত আছে। لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن সাত জায়গায় ব্যতিত কোন জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করা যাবে না। ঐ সাতটার মধ্যে একটা নামাযে, আর ৬ টা হজ্জে। (নসবুর রায়াহ ১/৩৯০) ষষ্ঠ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. যাকে ইমাম তিরমিযি রহ. রাফউল ইয়াদাইনের আমলকারীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. সিজদা ও রুকুতে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন, তা মায়মুন মক্কি দেখে ফেলেছেন। আমি ইবনে আব্বাসের নিকট গেলাম এবং বললাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে এমন এক দুষ্প্রাপ্য নামায আদায় করতে দেখলাম, আজ পর্যন্ত এমন কাউকে এরকম নামায পড়তে কাউকে দেখিনি। (আবু দাউদ) হযরত মায়মুন মক্কির শব্দের উপর খেয়াল করুন। তিনি অনেক সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছেন, কিন্তু ইবনে

যুবাইর রাযি. ব্যতিত কাউকেই রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেননি। তিনি অনেক তাবেয়ীনকে দেখেছেন, কিন্তু কাউকে রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেননি। তিনি পুরো দুনিয়ার আগমনকারী হাজীদেরকে দেখেছেন, কিন্তু রাফউল ইয়াদাইন করতে শুধুমাত্র হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. কে দেখেছেন। দেখুন, পুরো খায়রুল কুরুনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ আমলি তাওয়াতুর এর মধ্যে মাত্র একজনকে রাফউল ইয়াদাইন করার লোক পাওয়া যায়। স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মোকাবালায় আহলে সুন্নাত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. তাফাররুদাতকে কবুল করেননি। তিনি ঈদের নামাযের জন্য আযান ইকামাত দেওয়ার পক্ষে। তিনি হাত ছেড়ে নামায আদায় করার পক্ষে। (মাআরিফুস সুনান ২/৪২০ মাজমুআর দলিলে ৪/২০৬)

আমার প্রিয় গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! ইমাম তিরমিযি রহ. এর ইলমে ৬ জন সাহাবী ছিলেন, যারা রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষে। তাদের রাফউল ইয়াদাইন এর অবস্থা আপনাকে দেখিয়েছি। এখন বলুন কি করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার খেয়াল হলো, রাফউল ইয়াদাইনের রেওয়ায়েতকে ইমাম তিরমিযি রহ. সহীহ বলেছেন, আর রাফউল্ ইয়াদাইন না করার হাদীসকে হাসান বলেছেন। এটা মুসলিম এর উসূল যে, যখন সহীহ এবং হাসান একে অপরের বিপরীত হবে, তখন সহীহ কে গ্রহণ করা হবে।

হানাফীঃ প্রিয় গায়রে মুকাল্লিদ ভাই! আপনি এই উসূলকে মানেন, এবং আমলও করেন?

গায়রে মুকাল্লিদঃ কেন মানিনা? এই উসূলকে কোন বেঈমানও অস্বীকার করতে পারে?

হানাফীঃ মুহতারাম! একটু দেখে নেয় যে, একটু তিরমিযি শরীফের দু'চার পৃষ্ঠা পরে উল্টান। ৪১ পৃষ্ঠাতে **باب ما جاء في القراءة خلف الإمام** ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়ার প্রমাণ এর বর্ণনা। এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি বলেন, **حديث عبادة حديث حسن** হযরত উবাদাহ রাযি. এর হাদীস হাসান। **باب ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام** এ কেরাত ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে হযরত জাবের রাযি. এর হাদীস এনেছেন। এবং ওখানে বলেছেন, **حديث حسن صحيح** হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহতারাম এখানেও হাসান এবং হাসান সহীহ এর মধ্যে বিপরীত হয়েছে, তাই হাসান ছেড়ে দিয়ে হাসান সহীহ এর উপর আমল করুন। আপনাদের কানুনের সম্মান রাখুন, নতুবা কানুন ছেড়ে বেঈমান হয়ে যান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এখন আমি কি করব?

হানাফীঃ এখন রাফউল ইয়াদাইন ছেড়ে দিন, আর আপনার কি করার আছে? একদিকে ৬ জন। আর তাও প্রমাণ হচ্ছে না। অন্যদিকে অগণিত।

গায়রে মুকাল্লিদঃ রেওয়ায়েতে হাসানের অবস্থান কি?

হানাফীঃ হাদীসে হাসান যয়ীফ নয়। আর এত জমহুরে কবুল করেছেন। যদিও গায়রে মুকাল্লিদ না মানে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ খামাখা জমহুরের নাম নিলেন, হাসানকে জমহুরে কোথায় মেনে নিছেন?

হানাফীঃ প্রিয়! আপনার গায়রে মুকাল্লিদ কাযি শওকানী "নায়লুল আওতার" ১/২২ এ লেখেন, হাসান জমহুরের নিকট মাকবুল। এখন দলিল আপনার ঘরে, এখন যদি না মানেন তবে তা আপনার খুশি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ শুনেছি যে, ওয়াকি এই হাদীসের প্রথম রাবী। তার ওয়াহাম হয়ে গেছে। এমন ওয়াহামকারীর রেওয়ায়েত কে কিভাবে কবুল করা যায়?

হানাফীঃ ইমাম ওয়াকি একা নয়, তার সাথে আরো অনেক লোক আছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ সে কে? যার দ্বারা ওয়াকি এর মুতাবি, ও মুআয়্যিদ হয়।

হানাফীঃ ভাই! কুরআনে এক মহিলার জায়গায় দু'মহিলা কে সাক্ষ্যী বানানো হয়েছে। যাতে একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। কুরআন এ কথা বুঝিয়েছে যে, যেখানে দু'জন আছে, সেখানে ওয়াহাম এর প্রশ্ন হতেই পারেনা। ওয়াকি এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকও আছেন, যিনি এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন কিতাব? তাড়াতাড়ি দেখান, সিহাহে সিত্তা হতে হবে।

হানাফীঃ মুহতারাম! আপনাকে দলিল দিলে তো হয়েছে, চাই তা সিহাহ সিত্তা হোক, বা অন্য কোন কিতাব হোক।

গায়রে মুকাল্লিদঃ জ্বী! সিহাহ সিত্তা না হলে মানবনা।

হানাফীঃ জ্বী! আপনার মতলবের হলে মেনে নেন, আর আমার মতলবের হলে সিহাহ সিত্তা থেকে দেখাতে হবে শর্ত লাগিয়ে দেন, যাতে অস্বীকার করতে সহজ হয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি সিহাহ সিত্তা থেকে ইমাম ওয়াকি এর মুতাবে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কে দেখান, যার ওয়াদা আপনি করেছেন, এবং তা সিহাহ সিত্তা থেকে।

হানাফী: সিহাহ সিত্তা থেকে দেখাচ্ছি। আপনি মেনে নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করুন। এই যে আমার হাতে নাসায়ী মাআত তা'লীক, ১/১২৩ এখানে ঐ হাদীসই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর যে, প্রথমে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন, পরবর্তীতে আর করেনি। এবং বলেছেন যে, এটি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায। এ হাদীসকে বর্ণনাকারী একজন ওয়াকি নয়, নাসায়ীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকও আছেন। এর দলিল প্রথমেই দেখিয়েছি। এই ওয়াকি এর ওয়াহাম শুধু কি তিরমিযিতে আছে, না কি বুখারীর রেওয়ায়েতেও আছে?

গায়রে মুকাল্লিদ: ওয়াকি বুখারী শরীফের রাবী?

হানাফী: কেন নয়? তিনি বুখারীর রাবী, কিন্তু ওয়াহাম ও গায়রে মুকাল্লিদের মত এত জ্ঞানী যে, বুখারীর রেওয়ায়েতে আসেনা। তিরমিযি এর রেওয়ায়েতে এসে যায়। এ ওয়াহাম টা কত বড় মুরশিদহীন, হেদায়াতহীন নাকি যারা এ অপবাদ লাগিয়েছে তারা মুরশিদহীন, হেদায়াতহীন?

গায়রে মুকাল্লিদ: ওয়াকি এর কথা ছেড়ে দিন, পরের রাবীর এর আলোচনা করি।

হানাফী: ভাই! এটাই গায়রে মুকাল্লিদের সবচে বড় অপরাগতা, যেটা আপনি দেখাচ্ছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: সেটা কি?

হানাফী: সেটা হলো, যখনই কোন একটি আলোচনায় উত্তরহীন হয়ে যায়, সাথে সাথে আরেকটি আলোচনা শুরু করে। যেভাবে আপনি ওয়াকি ছেড়ে সুফয়ান এর আলোচনা শুরু করলেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইমাম সুফয়ার সওরী রহ. এর ব্যাপারে শুনেছি যে, তার ওয়াহাম হয়ে যেত, এবং তিনি মুদাল্লিসও ছিলেন।

হানাফী: একেবারেই ভুল কথা। আমাদের নিকট তাদলীস মুতাবাআতের সাথে খতম হয়ে যায়। বাকি থাকলো তার ওয়াহাম, তবে এর উত্তর হলো এই যে, ইমাম সুফয়ান সওরী রহ. কোন এক নামাযই রাফউল ইয়াদাইন ছাড়া নামায আদায় করেননি যে ওয়াহাম হয়ে গিয়েছে। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, হযরত সুফয়ান রহ. সারা যেন্দেগী রাফউল ইয়াদাইন ছাড়া নামায আদায় করেছেন। সারা যেন্দেগী কি ওয়াহাম থাকে? ওয়াহাম তো দু'একবার হয়, পুরো যেন্দেগী ওয়াহাম হওয়া এটা কোন গায়রে মুকাল্লিদের হতে পারে। কিন্তু সুফয়ান সওরী রহ. এর ওয়াহাম নয়।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এই তিরমিযিতে সুফয়ান عن দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এবং মুদাল্লিসও। আর যখন মুদাল্লিস রাবী عن দ্বারা বর্ণনা করে তখন তার বর্ণনাকে কবুল করা হয়না।

হানাফীঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার এই কানুনকে আপনার নিকট রাখেন, তা না হলে সহীহ বুখারীও সহীহ থাকবেনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তা কিভাবে?

হানাফীঃ ভাই! সেটা এভাবে যে, বুখারী শরীফের মধ্যে অনেক জায়গায় সুফয়ান عن দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আপনি বুখারীতে এমন একটি জায়গাও দেখাতে পারবেন না, যেখানে সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছে।

হানাফীঃ মুহতারাম আপনার চ্যালেঞ্জ ইনশাআল্লাহ এখনই পুরা করছি। এই যে আমার হাতে বুখারী শরীফ রয়েছে।

১. বুখারী ১/১০ بَاب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

২. বুখারী ১/১৯ بَاب الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৩. বুখারী ১/২৭ بَاب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৪. বুখারী ১/৩৮ بَاب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৫. বুখারী ১/৩৯ بَاب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৬. বুখারী ১/৪২ بَاب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৭. বুখারী ১/৪৪ بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৮. বুখারী ১/৫৩ بَاب مَا يَسْتُرُ مِنْ الْعَوْرَةِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

৯. বুখারী ১/৮৮ بَاب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

১০. বুখারী ১/১১৩ بَاب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ পরিচ্ছেদে এ সুফয়ান عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

এটি দশটি

এখন একটু চিন্তা ও গভীরতার সাথে দেখেন, এবং গোঁড়ামির চশমা খুলে রাখুন। নিজের থেকে ফায়সালা গ্রহণ করুন। এই সুফয়ান তিনি, যে রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসের রাবী না কি অন্য কেউ? এখানে عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন নাকি অন্য কোন তরীকায়? যখন বুখারীতে এই মুদাল্লিস সুফয়ানকে عن এর সাথে সঠিক মেনে বসেছেন, তবে তিরমিযিতে রাফউল ইয়াদাইন না করার বর্ণনাতে ঐ রাবীর কোন গুনাহ্ হলো যে, তাকে সাথে সাথে মুদাল্লিস বলে টক্কর দিচ্ছেন। গায়রে মুকাল্লিদ বেইনসাফির নাম নয়? এক জায়গায় তার বর্ণনা কবুল হবে অন্য জায়গায় হবেনা।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কোন এমন হাদীস দেখান, যার উপর আহলে হাদীস আমল করে, এবং সুফয়ানও عن দ্বারা বর্ণনা করেছে।

হানাফীঃ মুহতারাম! আপনি বুখারীর উপরোল্লিখিত দশ হাদীসের অস্বীকারকারী?

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি কখন অস্বীকার করেছি?

হানাফীঃ প্রশ্ন তো ঐ আন্দাযে যেভাবে আপনি বললেন যে, যার উপর আহলে হাদীসের আমল আছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমার উদ্দেশ্য হল যে, আপনি তিরমিযি শরীফ থেকেও দেখান।

হানাফীঃ আসুন! আজ আপনার দাবীও পুরা করছি। আপনারা যে জোরে আমীন বলার হাদীস পেশ করেন, ১/৩৪ باب ما جاء في التأمين পরিচ্ছেদ। সুফয়ান হাদীসটিকে عن দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা সুফয়ানকে ছাড়ুন, সুফয়ানের পরে আসেম ইবনে কুলাইব। যখন সে একাকী হবে, তখন তার রেওয়ায়েতও গ্রহণযোগ্য নয়।

হানাফী: তাকলীদ না করার জন্য কি শুধু আপনাদের এই চালাকি নসীব (ভাগ্য) হয়েছে?

গায়রে মুকাল্লিদ: আমি কোন চালাকি করেছি?

হানাফী: যেভাবে পূর্বে করেছিলেন, এখনও করছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: বলুন, তবে ঠিক আছে, চালাকি কোনটি করছি?

হানাফী: রাফউল ইয়াদাইনের জন্য যে ওয়ায়েল রাযি. এর বর্ণনা আমাদের বিপরীতে পেশ করেন, তাতে আসেম ইবনে কুলাইব আছে। (আবু দাউদ নামায শুরু পরিচ্ছেদ) ইবনে খুযায়মা এর বুকে হাত বাঁধার রেওয়ায়েত যা আপনারা পেশ করেন, তাতে আসেম ইবনে কুলাইব আছে।

গায়রে মুকাল্লিদ: এখন আমি কি করব?

হানাফী: মুজতাহিদের তাকলীদ করুন। তা ছাড়া আর কি করা? যাতে সহীহ দ্বীন পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আসেম ইবনে কুলাইবের রেওয়ায়েতকে কেউ কি সহীহ বলেছে?

হানাফী: ইমাম তিরমিযি রহ. তার রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযি প্রথম খণ্ডের শেষের পূর্বের হাদীসে আসেম ইবনে কুলাইব। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন- **هذا حديث حسن صحيح** হাদীসটি হাসান সহীহ।

গায়রে মুকাল্লিদ: আচ্ছা! আসেম ইবনে কুলাইবকেও ছেড়ে দিন, আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ এর আলকামা থেকে শ্রবণ নেই।

হানাফী: আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবরাহিম নাখায়ী এর এক সময়ের। (হাম আছর)। অর্থাৎ দু'জনেই একই যামানার সময়ের লোক। ইবরাহিম নাখায়ী এর সিমা তথা শ্রবণ আলক্বামা থেকে প্রমাণিত। এজন্য আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ আলক্বামারও একই সময়ের হলো। আর যখন দু'জনেই একই সময়ের, তবে ইমাম মুসলিম রহ. এর নিকট হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য রাবী এবং মারবী আনহু (যার থেকে বর্ণনা করা হয়) এর এক সময় হওয়া যথেষ্ঠ। এ জন্য এ হাদীস মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তাছাড়া এই হাদীসকে ইমাম আবু হানিফা রহ. আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ এর জায়গায় ইবরাহিম নাখায়ী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। আর আলক্বামা থেকে তার সিমা শ্রবণ করা এ সন্দেহ থেকে মুক্ত। এ জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর রেওয়ায়েতে যত অভিযোগ আছে, সব বেকার আর বাতিল।

গায়রে মুকাল্লিদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ভুলে যেতেন।

হানাফী: ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ইন্নালিল্লাহ কেন পড়লেন?

হানাফী: ইন্না লিল্লাহ না পড়ে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ি। সাহাবায়ে কেরামের উপর বিদ্বেষ ও অপবাদ তো শুধু রাফেযী করতে পারে। যিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পুরো যিন্দেগী সফরে, একামতে এলাকাতে এক সাথে ছিলেন। তিনি নামাযও শিখতে পারেনি? তিনি নামাযের শুধু রাফউল ইয়াদাইনই ভুলেছেন অন্য কিছু ভুলেননি?

গায়রে মুকাল্লিদ: তিনি রাফউল ইয়াদাইন ছাড়াও অন্যকিছু মাসআলাও ভুলে গিয়েছেন। যেমন রুকুতে হাঁটুর উপর হাত রাখার জায়গায় হাঁটুর মাঝখানে রাখতেন।

হানাফী: হাঁটুর মাঝে হাত রাখার হাদীসকে রাফউল ইয়াদাইন এর হাদীসের সাথে কিয়াস করা যায়না। কেননা রাফউল ইয়াদাইন না করার মাসআলায় হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর সাথে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। যেভাবে ইমাম তিরমিযি রহ. এর দালিল আগে পেশ করেছি। আল্লাহর পানাহ, সাহাবা ভুলে গিয়েছেন, যিনি রাফউল ইয়াদাইন ছেড়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আচ্ছা এটা বলুন যে, এই হাদীসকে কে সহীহ বলেছেন?

হানাফী: অনেকেই সহীহ বলেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমি শুধু এমন কোন আহলে হাদীসের দলিল চাচ্ছি যিনি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

হানাফী:

১. গায়রে মুকাল্লিদ আহমাদ শাকের এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (তিরমিযি ১/৪১)

২. গায়রে মুকাল্লিদ আলবানী মিশকাতের হাশিয়াতে সহীহ বলেছেন। (মিশকাত আলবানী ১/২৫৪)

৩. গায়রে মুকাল্লিদ ডা. রানা ইসহাক তার কিতাব “রাফউল ইয়াদাইন” এ ২১,৩১,৩৩ পৃষ্ঠাতে এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

৪. গায়রে মুকাল্লিদ যুবাইর আলী যায় “নুরুল আয়নাইন” এ সহীহ বলেছেন।

৫. ইমাম তিরমিযি হাসান বলেছেন। (আর হাসান রেওয়ায়েত যয়ীফ নয়) (তিরমিযি ১/৩৫)

৬. গায়রে মুকাল্লিদ আতাউল্লাহ হানিফ সহীহ বলেছেন। (তা’লীকাত ১/১২৩)

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনি রাফউল ইয়াদাইন মানসূখ শব্দ দেখান।

হানাফীঃ যথেষ্ট! এরই নাম গায়রে মুকাল্লিদ। এখন "মানসুখ" এর জমে গেলেন, তাকে দেখাতে হবে। শুধু "নুসখ" শব্দ শুনেছি। "নুসখ" এর সংজ্ঞা এবং তাকসীম (ভাগ) কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ করতে পারবেন না। বুঝা যায় যে, আপনার জন্য "নুসখ" বা "মানসুখ" শব্দ দেখানো শর্ত। এটা একটা মুর্খের নিদর্শন, আমরা যা দেখতে যাচ্ছি।

গায়রে মুকাল্লিদঃ "নুসখ" বা "মানসুখ" শব্দ এর দাবী করা মুর্খতা? তা কিভাবে?

হানাফীঃ এজন্য মূর্খ শব্দ ব্যবহার করছি যে,

১. তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এর হুকুম ঐক্যমতে মানসূখ। কিন্তু তাদের জন্য কুরআন ও হাদীস থেকে "নুসখ" বা "মানসূখ" শব্দ দেখাতে পারবেন না। প্রমাণিত হলো যে, "নুসখ" বা "মানসূখ" শব্দ না হওয়া সত্বেও "নুসখ" প্রমাণ হতে পারে।

২. বায়তুল মুকাদ্দাসের কিবলা হওয়া মানসুখ। কিন্তু মানসূখ শব্দ প্রমাণিত নয়।

৩. নিকাহে মুতআ মানসুখ, কিন্তু মানসূখ শব্দ কুরআনেও নেই, হাদীসেও নেই।

৪. আগুনে রান্না করা জিনিষ দ্বারা অযু ভাঙ্গা ঐক্যমতে মানসুখ। কিন্তু মানসূখ শব্দ নেই।

৫. মদ পান করা মানসুখ, কিন্তু মানসুখ শব্দ নেই।

৬. গাধার গোশত খাওয়া হালাল হওয়া মানসুখ, কিন্তুকিন্তু মানসূখ শব্দ নেই।

৭. নামাযে কথা বলা মানসুখ, কিন্তু মানসূখ শব্দ নেই।

৮. কবরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা মানসুখ, কিন্তু মানসূখ শব্দ নেই।

৯. প্রথমে সমস্ত কুকুরকে হত্যা করার হুকুম ছিল, পরে মানসুখ হয়ে গেছে। রাখালী ও শিকারী কুকুর রাখার আনুমতি পাওয়া গেছে। সমস্ত কুকুরকে হত্যার হুকুম মানসুখ, কিন্তু মানসূখ শব্দ নেই।

১০. সিজদার রাফউল ইয়াদাইন করা মানসুখ, কিন্তু মানসূখ শব্দ নেই।

এটি পূর্ণ দশটি

গায়রে মুকাল্লিদঃ তবে মানসুখ চেনার আলামত কি?

হানাফীঃ লাগতেছে যে, তবীয়ত মেজাজ পরিবর্তন করছেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ কেন নয়? মানার জন্য বসেছি। মানসুখ হওয়ার নিদর্শন কি?

হানাফীঃ আসুন! আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের উসূল দেখাচ্ছি যে, মানসুখের আলামত এটি যে, মুহাদ্দিসগণ হাদীস এনে তার বিপরীত হাদীস আনেন।

দ্বিতীয় হাদীসকে নাসেখ বুঝে পরে আনেন, আর প্রথমটাকে মানসুখ বুঝে পূর্বে লিপিবদ্ধ করেন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এই কানুন কে এবং কোথায় লিখেছে যে, মানসুখ পূর্বে হয় এবং নাসেখ পরে হয়?

হানাফী: ইমাম নববী রহ. মুসলিমের শরহ ১/১৫৬ باب الوضوء مما مست النار এ বলেন, وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يروها منسوخة ثم يعقبوها بالناسخ.

গায়রে মুকাল্লিদঃ এই কানুনও কি রাফউল ইয়াদাইনের উপর লাগানো হয়েছে না কি না যে রাফউল ইয়াদাইন এর হাদীস এনে তারপর রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস আনা হয়েছে।

হানাফী: ভাই অবশ্যই এই কানুনের উপর আমল করা হয়েছে। এই যে, আমার হাতে নাসায়ী শরীফ আছে। এর ১/১২৯ এ بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلسُّجُودِ সিজদার মধ্যে রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস প্রমাণ করার জন্য হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর হাদীস এনেছেন। এবং পূর্বেও লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর এই পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ এবং সিজদার সময় রাফউল ইয়াদাইন না করার রেওয়ায়েতও হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর। প্রমাণ হলো যে, সিজদার রাফউল ইয়াদাইন মানসুখ হয়ে গেছে।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আচ্ছা মেনে নিলাম। এ থেকে এতটুকু বুঝা গেল যে, সিজদার রাফউল ইয়াদাইন মানসুখ হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের ইখতিলাফ রুকুর রাফউল ইয়াদাইন নিয়ে।

হানাফী: ঠিক আছে, নাসায়ীকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন! নাসায়ী মাআত তা'লীকাত ১/১২৩ এ ইমাম নাসায়ী রহ. মালিক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর রেওয়ায়েত এনেছেন, যাতে সিজদার রাফউল ইয়াদাইনের আলোচনা আছে। তারপর রুকুর রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস এনেছেন। অর্থাৎ ইবনে ওমর রাযি. এর রেওয়ায়েতের পরে তা (তরকু যালিকা) না করা এর সাথে পরিচ্ছেদ কায়েম করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস এনেছেন। এবং বলে দিয়েছেন যে, যেভাবে সিজদার রাফউল ইয়াদাইন বাকি নেই, তেমন রুকুর রাফউল ইয়াদাইনও বাকি থাকলনা। ইমাম আবু দাউদ রহ. প্রথমে রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস এনেছেন, তারপর রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস এনেছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, রাফউল

ইয়াদাইন করা প্রথম যুগের আমল, আর না করা শেষ যুগের আমল। ইমাম নাসায়ী রহ. প্রথমে রাফউল ইয়াদাইনের হাদীস নকল করেছেন, তারপর না করার হাদীস নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. প্রথমে করার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। পরে না করার হাদীস এনেছেন। সিহাহ সিত্তার লেখকগণের মধ্যে কোন একজন মুহাদ্দিসের উসুল দেখান যিনি প্রথমে না করার হাদীস এনেছেন, তারপর করার হাদীস এনেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমাদের নিকট সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীসও আছে। **فما زَالتْ تِلكَ صَلاتُه حتى لقي اللّٰه عزَّوجَلَّ** যে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করেছেন।

হানাফী: তার একটু অবস্থা দেখা যাক।

প্রথম রাবী: আবু আব্দুল্লাহ গালি, তিনি শিয়া।

দ্বিতীয় রাবী: জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, যার নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত নয়।

তৃতীয় রাবী: আব্দুর রহমান ইবনে কুরাইশ মনগড়া হাদীস বানায়।

চতুর্থ রাবী: আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ, যার নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত নয়।

পঞ্চম রাবী: হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ, যার নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত নয়।

ষষ্ঠ রাবী: ইসমত ইবনে মুহাম্মাদ, অধিক মিথ্যুক ও মনগড়া হাদীস বানায়।

যে হাদীসের রেওয়ায়েতে দু'জন রাবী মনগড়া হাদীস বানায়, একজন রাফেযী, আর বাকিদের অবস্থার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাদের বলা কথার উপর পুরো দুনিয়ার মানুষকে সুন্নাত তরককারী বলেন, এবং বিশ লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জও দেন। ইলম ও তাহকীকের কি বলি।

গায়রে মুকাল্লিদ: আপনি এমন একটি হাদীস দেখান যেখানে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খুলাফায়ে রাশেদীন রাফউল ইয়াদাইন করেননি।

হানাফী: ভাই! হযরত ওমর রাযি. থেকে প্রমাণ করেছিলাম যে, তিনি রাফউল ইয়াদাইন করেন না। বাকি আপনার দাবী পূর্ণ করছি।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَ أَبِي بَكْرٍ ، وَ عُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ ، وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. قَالَ إِسْحَاقُ بِهِ نَأْخُذُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا

(আবু ইয়ালা ৮/৪৫৩, দারাকুতনী ১/৬৯৫, বায়হাকী ২/৭৯, আলকামেল ৬/১৫৬, মসিক আলখায়ের মার্চ সংখ্যা ১৯৯৯, পৃ. ৫৯)

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাযি., এবং ওমর রাযি. এর সাথে নামায আদায় করেছি। তারা সকলে রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। কিন্তু প্রথম তাকবীরের সাথে। মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে ইসরাইল বলেন, আমরা নামাযের এ পদ্ধতিই আমল করি। এই হাদীসে শুধু রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল হতো, তবেই যথেষ্ঠ ছিল, সাথে সাথে আবু বকর রাযি. এবং ওমর রাযি. এর আমল এ কথার দলিল যে, শেষ পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইনের যে আমল বাকি ছিল, তা হলো তাকবীরে তাহরীমার রাফউল ইয়াদাইন।

গায়রে মুকাল্লিদ: এই হাদীসের একজন রাবী; মুহাম্মাদ ইবনে জাবের। তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

হানাফী: মুহাম্মাদ ইবনে জাবের কিবারে তাবেয়ীনের একজন। ইমাম হাম্মাদের আবশ্যক সোহবাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একই জামাত। কুফার মধ্যে জায়্যেদ অনেক ভাল আলেমদের মধ্যে একজন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমরা কুফাবাসীদের কথা মানিনা।

হানাফী: আমরা আপনাকে কোন অনুরোধ করেছি যে, অবশ্যই কুফাবাসীদের কথা মানেন। বরং অস্বীকার করেন, যাতে করে আরামসে বুখারী শরীফ অস্বীকার করতে পরি।

গায়রে মুকাল্লিদ: বুখারী শরীফেও কুফাও রাবী আছে?

হানাফী: জ্বী হ্যাঁ! বুখারী শরীফে কুফার রাবী ভরপুর, কিন্তু বুখারীতে একজনও গায়রে মুকাল্লিদ রাবী নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ: বুখারী এবং কুফার রাবী? এটা কিভাবে হতে পারে?

হানাফী: এখনই দেখাচ্ছি।

১. মুসা ইবনে আয়েশা কুফী। ১/৩ **كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ** পরিচ্ছেদ।

২. আ'মশ কুফী ১/১০ **بَاب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ** পরিচ্ছেদ।

৩. শা'বী কুফী ১/৬ **بَاب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ** পরিচ্ছেদ।

৪. কাবিসা ১/১০ **بَاب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ** পরিচ্ছেদ।

৫. উমারা ইবনে কা'কা' কুফি ১/১০ **بَاب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ** পরিচ্ছেদ।

৬. ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ কুফি ১/১২ **بَاب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ** পরিচ্ছেদ।

৭. আবু নুআইম ফুযাইল ইবনে দাকীন ১/১৩ **بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ** পরিচ্ছেদ।

৮. যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদা কুফী ১/১৩ **بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ** পরিচ্ছেদ।

৯. আদী ইবেন সাবেত আনসারী ১/১৩ **بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى** পরিচ্ছেদ।

১০. কায়েস ইবনে আবী হাযেম কুফী ১/১৩ **بَاب الِاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا** পরিচ্ছেদ।

এটি পূর্ণ দশটি

এখানে তো মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখালাম। পুরো বুখারীতে কুফী রাবি ভরপুর। কি করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ: হাফেয ইবনে হজর আসকালানী "তাহযীব" এ জরহ এর জন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হানাফী: ইমাম ইবনে হজর রহ. এর জন্ম ৭৭৩ হিজরী এবং মৃত্যু ৮৫২ হিজরী। মুহাম্মাদ ইবনে জাবের এর মৃত্যু ১৭০ হিজরী। যেমন ইবনে হজর রহ. মুহাম্মাদ ইবনে জাবেরের প্রায় ৬০০ বসর পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি কোন সনদহীন কিছু জরহ নকল করেছেন। তার মধ্যে কোন কথা বৃদ্ধ হওয়ার পরের কথা, পূর্বের কথা নয়। তা ছাড়াও এই হাদীস তার থেকে বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনে আবী ইসরাইল। যিনি তার অনেক বেশী জবরদস্ত তাওসীক (নির্ভরযোগ্য মনে) করেন। এবং অনেক বড় বড় শায়খগণ তাকে ছিকা তথা নির্ভরযোগ্য বলেন। এই হাদীসের মধ্যে সবচে বড় যে পরিপূর্ণতা হলো যে, ইমাম বুখারী রহ. এর নিকটে সবচে বড় পসন্দনীয় সনদ ঐটা হয়, যা কাসিরুল মুলাযামাত হয় এবং তাম্মুয যাবত হয়। এই দু'টি গুনই এই সনদের রাবীদের মধ্যে আছে। এর থেকে বেশি যে সৌন্দর্য বর্ণনা করা যেতে পারে সেটা হলো, এই হাদীসের প্রত্যেক রাবীই তার নিজের যুগের মধ্যে সবথেকে বড় ফকীহ।

গায়রে মুকাল্লিদ: দেখুন! পঞ্চাশজন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষে ছিলেন।

হানাফী: মিথ্যা এত বলেন যে, বাঁচতে পারেন। বদহজমের দ্বারা সবসময় ক্ষতিই হয়।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমি মৌলভীদের থেকে এমন কথা বলতে শুনেছি, এর হাকীকত কি?

হানাফী: পঞ্চাশজন সাহাবায়ে কেরাম রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষে এর হাকীকত হলো, একজন গায়রে মুকাল্লিদ থেকে তলব করি। আমার হাতে বুলুগুল মারামের শরহ সুবুলুস সালাম। গায়রে মুকাল্লিদ আমির ইয়ামেনী বলেন- إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابياً، منهم العشرة المشهود لهم الجنة. নামাযের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইনের রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী পঞ্চাশজন সাহাবী। এই পঞ্চাশজনের মধ্যে দশজন হলেন, আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ, যাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশজন সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রথম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করার কথা আছে। যাকে গায়রে মুকাল্লিদগণ মিথ্যা বলে রুকুর রাফউল ইয়াদাইনের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ নিরাপদ রাখুন, হেফাযত করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমার খেয়াল হলো, আমাদের এই আলোচনাকে সংকুচিত করা একত্রিত করা হোক, সংক্ষিপ্ত করা হোক। পরিশেষে কয়েকটি প্রশ্ন করি, তার উত্তর দিবেন।

হানাফী: একত্রিত করা আমার কোন মার্জি নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ: যাহোক কোন আশা থাক বা নাই থাক। যদি থাকে পূণরায় কোন মজলিসে হবে। (((((১৬৬ পৃ.))))মুল কিতাব দেখুন

হানাফী: অন্য প্রশ্ন করেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: আমাদের উলামায়ে আহলে হাদীসও রাফউল ইয়াদাইন ছাড়ার কোন সুযোগ আছে বলেছে না কি যারা ছাড়ে তাদেরকে কাফের বা বেঈমান লিখেছেন?

হানাফী: যখন আপনার আহলে হাদীস হওয়ার দাবী, তাই আহলে হাদীস লোকদের ইবারত আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি দেখুন, রাফউল ইয়াদাইন তরককারীদেরকে কে কাফের ও কে বেঈমান বলেছে।

গায়রে মুকাল্লিদ: অনেক বড় মেহেরবাণী হবে, আমাদের আহলে হাদীসদের ফায়সালা দেখান, এ জন্য যে, আপনার কাছে অনেক কিতাব আছে। আমার নিকট সমস্ত কিতাব নেই।

হানাফী: যদি আমাকে যিম্মাদারী দেন তবে আমিই দেখাচ্ছি।

১. রাফউল ইয়াদাইন ছাড়ার দ্বারা নামাযে কোন ক্ষতি হবে না। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ৩/১৫৪)

২. রাফউল ইয়াদাইন মুস্তাহাব। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ৩/১৫৪)

((সুন্নাতে মুআক্কাদা সাবেতা গায়রে মানসুখা তো আর থাকলোনা। লেখক))

৩. রাফউল ইয়াদাইনের নিষেধ হওয়া ফাতেহা মিলাদ মাহফিল থেকে নিষেধ হওয়ার উদাহরণের মত। (হাদয়াতুল মাহদী ১/১১৮)

৪. রাফউল ইয়াদাইন মুস্তাহাব। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস, হাশিয়া ৩/১৬০)

৫. রাফউল ইয়াদাইন করা, না করা একই রকম। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ৩/১৬১)

৬. রাফউল ইয়াদাইন যে করেনা তাকে কোন প্রকার নিন্দা করা যাবেনা। (ফতওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ৩/১৫২)

৭. রাফউল ইয়াদাইন যে করেনা তাকে কোন প্রকার নিন্দা করা যাবেনা। (ওরফুল জাদী পৃ. ২৬)

৮. যে রাফউল ইয়াদাইন করেনা সে সুন্নাত তরককারী নয়। সওয়াব তরককারী। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ ১/৬০৮)

৯. দু'টি আমলই জায়েয আছে। (তা'লীকাতে সালাফিয়াহ-গায়রে মুকাল্লিদ আতাউল্লাহ হানিফ ১/১০২)

১০. রাফউল ইয়াদাইন ছাড়া ঐরকম যেমন প্রথম অযু থাকার কারণে দ্বিতীয়বার অযু না করা। (ফতওয়ায়ে সানাইয়্যাহ ১/৬০৮)

পরিপূর্ণ দশটি

এই আহলে হাদীস এর ইবারাত চিন্তা করে পড়েন এবং আমাকে বুঝান।

গায়রে মুকাল্লিদঃ আমি তো এটাই বুঝেছি যে, মুহাক্কীক উলামায়ে আহলে হাদীস এই সবকই দিচ্ছেন যে, রাফউল ইয়াদাইন ছাড়াও জায়েয আছে। যারা ছাড়ে তাদেরকে তিরস্কার করা যাবেনা। দু'রকমই জায়েয আছে। কিন্তু একটি কথা বুঝে আসেনি। এদিকে স্টেজের উপর, তাকরীরে (ওয়াজে), স্পিকারে, প্রচার করতে এটা ছড়িয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবারও রাফউল ইয়াদাইন করা ছাড়েন নি। এদিকে লিখছে মুস্তাহাব। স্টেজে বলেন, কোন সাহাবী ছাড়েননি, এদিকে লেখেন যে, রাফউল ইয়াদাইন তরককারীকে তিরস্কার করা যাবে না।

হানাফী: আপনি আমার পুরো কথায় ইনসাফের দৃষ্টিতে চিন্তা করুন। জান আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, দ্বীনও তার, এটা কারো জমি নয়। এরপর ইনসাফ এর পর ঐ কথার উপর আমল করুন, যা আপনি ফলাফল বের করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ: ভাইজান আজ থেকে দু'বছর পূর্বে আহলে হাদীস হয়েছি। একজন স্কুল মাস্টার আমাকে একটি কিতাব দিয়েছেন, যার নাম "সালাতুর রাসুল" ছিল। আমি পড়েছি। তারপর ঐ স্কুল মাস্টারকে প্রশ্ন করেছি, আমাদের হানাফী কেন রাফউল ইয়াদাইন করেনা? তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, তারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবালায় আবু হানিফা রহ. এর কথা মানে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে টক্কর দেয়। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কথাকে গলার সাথে লাগায়, সাথে সাথে এ কথাও বলেছিল যে, বর্তমান কোন মৌলভির সাথে কথা বলবে না, যদি বলতেই হয়, তবে সাধারণ মৌলভিদের সাথেম যারা আহলে হাদীসের ভিতরগত সম্পর্কের ভেদ জানে না। যখন তারা হাদীস দেখাবে, সাথে সাথে যয়ীফ বলবে, সে সাথে সাথে ভয় পেয়ে যাবে। হাদীসের ভয় দেখাবে, ইমাম বুখারীর নাম বেশি বেশি নিবে। একদিন আমি মাস্টার সাহেবকে বললাম যে, তাদের প্রত্যেক হাদীসকে যয়ীফ কিভাবে বলব? হতে পারে সেটা সঠিক। তিনি উত্তর দিলেন যে, কোন পরওয়া করবেনা যয়ীফ বলে দিবে। হানাফী মাযহাবের ভিত্তি যয়ীফ হাদীসের উপর। একবার মাস্টার সাহেবকে আরয করলাম যে, আমাকে যয়ীফ হাদীসের সংজ্ঞা মুখস্থ করিয়ে দেন, তখন তিনি টলতে টলতে উত্তর দিলেন যে, যার সামনে তুমি যয়ীফ বলবে, তার কোন সংজ্ঞা মুখস্থ আছে? যদি সে বলে যে, তোমার ঐ আমল হাদীসের খেলাফ, তখন তুমি বলবে যে, সেটা আমার ব্যক্তিগত আমল। বা এটা বলবে যে, তার নিষেধের হাদীস দেখাও। নিজেরটা শুনাবে। কোন হানাফীর পুরো কথা শুনবেনা। চ্যালেঞ্জ এর উপর চ্যালেঞ্জ করবে। হানাফী থেকে আমাকে এভাবেই গায়রে মুকাল্লিদে আনা হয়েছে। এবং আহলে সুন্নাত হানাফী থেকে বাচার জন্য এটা ঔষধ বলা হয়েছে। এবং সাথে সাথে বারবার কসম খাওয়া হয়েছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আহনাফের নিকট কোন রাফউল ইয়াদাইন ছাড়ার কোন হাদীসই নেই। যত সহীহ হাদীসই দেখাক, এটা বলবে যে, এর উদ্দেশ্য এটা নয় যা আপনি বুঝেছেন। যদি এক মাসআলায় ফেসে যাও তবে সাথে সাথে ফাতেহার মাসআলায় চলে যাবে, আর যদি তাতেও ফেসে যাও তবে জোরে আমীন বলার মাসআলায় চলে যাবে। যদি হানাফী প্রত্যেক মাসআলার উত্তর দিয়ে দেয়, তবে

সাথে সাথে ফিকহে হানাফীর কিছু কিছু ইবারাত শুনিয়ে দিবে। আর যদি এমন আহলে হাদীসের ইবারত শুনায়, তবে বলবে যে, আমি তার মুকাল্লিদ নয়। তবে কখনই মার খাবে না, বিপদে পড়বে না। আমাদের জামাত পরিপূর্ণভাবে তোমাদের সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের সাথেই আছি। এবং মাস্টার সাহেব বলতেন যে, সব থেকে বেশি ভয়ানক হানাফী। তারা দ্বীনের বক্রতায় ডুব দিয়েছে। কখনও কখনও ইমাম সাহেবের উপর রাগান্বিত হয়, আবার স্টেজে এসে রহমাতুল্লাহি আলাইহিও বলে। মাহফিলে আহনাফকে গালিও দেয়, আবার তাদের পিছনে নামাযও পড়ে। আল্লাহ তা'আলা আপনার ভাল করুন। আপনি অনেক মুহাব্বত সহকারে আমার প্রতিটি মাসআলার দলিলসহ উত্তর দিয়েছেন। আর আমি কখনও রেগেও যায়, আমাকে যেভাবে শেখানো হয়েছে। আপনি কখনও রাগান্বিত না হয়ে মুহাব্বতের সাথে বুঝিয়েছেন। আমি উঠার চেষ্টা করেছি, আপনি উঠতে দেননি। যার কারণে কথা পরিপূর্ণ হয়েছে। তারা বুখারী মুসলিমের ভয় দিয়েছে, আর আপনি অনেক মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস দেখিয়েছেন যার উপরে তাদের আমল নেই। আর যখন বুখারী মুসলিমের বিপরীতে অন্য কিতাব প্রত্যাখ্যান করার অবস্থা এসেছে, তখন আপনি ঐ সকল উদাহরণও দিয়েছেন যেগুলো আহলে হাদীসও করে। সত্যকথা হলো একদিন মরতে হবে। আল্লাহ তা'আলাকে একদিন জান দিতে হবে। কোন মাস্টার বা ডাক্তারের কবরে যাওয়া হবে না। আমি আজকের পরে ঐরকম রাফউল ইয়াদাইন ছাড়া নামায আদায় করব, যেরকমভাবে আমি আগে করতাম। বাকি অন্য মাসআলা পরে হবে, আল্লাহ তা'আল প্রত্যেক মুসলমানকে জিদ এবং দুশমনি ছেড়ে হক বুঝার এবং পড়া ও আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অনুবাদ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়স সুন্নাহ
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

১০ রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরী
২১ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
দুপুর ০১ : ৩০ মিনিট।